পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 132 Sunday, 13 April, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ১৩২ সংখ্যা ❋ ৩০ চৈত্র ১৪৩১ রবিবার, ১৩ এপ্রিল, ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

মুর্শিদাবাদের ঘটনায় কড়া বার্তা রাজ্য পুলিসের ডিজির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ এপ্রিল ঃ ওয়াকফ সংশোধনী আইন প্রত্যাহারের প্রতিবাদের নামে আন্দোলন বরদাস্ত নয়। সাধারণ মানুষের রক্ষা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে পুলিশ সবরকম ব্যবস্থা নিচ্ছে। মুর্শিদাবাদে ঘটনা নিয়ে কড়া বার্তা দিলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার। সঙ্গে মানুষকে গুজব ও কোনও প্ররোচনায় পা না দেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন ডিজি।

আইন প্রত্যাহারের দাবিতে উত্তপ্ত মুর্শিদাবাদ। জঙ্গিপুরের পর শুক্রবার সুতি, সামশেরগঞ্জে উত্তেজনা। পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট বৃষ্টি। বোমাবাজি। অগ্নিসংযোগ। পুলিশেরকে মার। পাল্টা লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাসের সেল ফাটানো, ২ জনের গুলিবিদ্ধর ঘটনা। শেষে বিএসএফের রুট মার্চ। সকালে নতুন করে উত্তেজনা। সামশেরগঞ্জের ধুলিয়ানে তৃণমূল বিধায়ক মণিরুল ইসলাম বাড়িতে ভাঙচুর, দোকান পাঠে আগুন। শনিবারে ফের গুলিতে আহত ২যুবক। সব মিলিয়ে অরাজক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে মুর্শিদাবাদে। তা নিয়ে শনিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে কড়া বার্তা দেন রাজীব কুমার। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, যে বা যারা অশান্তি ছড়াচ্ছে বা চেষ্টা করছে, সেই দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বরদাস্ত করা হবে না। কেউ প্ররোচনা, গুজবে কান দিয়ে উত্তেজনা ছড়াবেন না। আমাদের

সচেতন ভাবে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে। মানুষের প্রাণ রক্ষার দায়িত্ব আমাদের। অশান্তি থামাতে কঠোর থেকে কঠোরতম ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে মানুষের সহযোগিতা আমাদের দরকার। তিনি আরও বলেন, যেকোনও ঝামেলায় পুলিশ প্রাথমিকভাবে ন্যূনতম বল প্রয়োগ করে অশান্তি থামাতে চেষ্টা করে। কিন্তু তার মানে এটা নয় আমরা কড়া পদক্ষেপ নেব না। ঘটনাস্থলে আমাদের সিনিয়র অফিসাররা উপস্থিত আছেন। পরিস্থিতির উপর কড়া নজরদারি রয়েছে আমাদের। কোনও দুষ্কৃতীদের ছাড়া হবে না। আপনারা শান্তি বজায় রাখুন। রাজীব কুমারের সঙ্গে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন এডিজি আইন-শৃঙ্খলা জাভেদ শামিম। তিনি জানিয়েছেন, শুক্রবার থেকে পুলিশ ও জনতার খণ্ডযুদ্ধে ১৫জন পুলিশকর্মী আহত হয়েছেন। তাঁরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এদিকে শুক্রবারে পুলিশের গুলিতে ২ জন আহত হয়েছেন বলে জানিয়ে পুলিশকর্তা বলেন, শুক্রবার পুলিশের উপর লাগাতার হামলা চালানো হয়। জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে আমরা সবরকম চেষ্টা করেছি। তাও অশান্তি ছড়াতেই থাকে। মানুষের প্রাণ ও সরকারি সম্পত্তি রক্ষায় বাধ্য হয়ে জেলা পুলিশ শুক্রবার গুলি চালিয়েছে। দু'জন আহত হয়েছেন। শনিবার সকালে বিএসএফের বিরুদ্ধে গুলি চালানোর অভিযোগ নিয়ে বলেন, এই বিষয়ে আমাদের কাছে তথ্য নেই। খুব সম্ভবত বিএসএফ গুলি চালিয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আমরা সব রকম ব্যবস্থা নিচ্ছি।

বাংলায় কার্যকর হবে না ওয়াকফ আইন, প্ররোচনায় পা নয়, কড়া বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ এপ্রিল ঃ নয়া ওয়াকফ আইনের প্রতিবাদে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিবাদে নেমেছেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষজন। জেলায় জেলায় অশান্তির ছবি। কোথাও রাস্তা অবরোধ, কোথাও রেললাইনে নেমে ট্রেন আটকানো, কোথাও আবার এধরনের বিক্ষোভ দমনে পুলিশ, বিএসএফের গুলিচালনার মতো ঘটনা ঘটে চলেছে। তাতে যত না প্রতিবাদের সুর চড়ছে, তার চেয়ে ঢের বেশি সমস্যায় পড়ছেন সাধারণ মানুষ। এনিয়ে জনতাকে সতর্ক করেছে পুলিশ প্রশাসন। এবার মুখ্যমন্ত্রীও সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে সকলকে সংযত থাকার বার্তা দিলেন। সাফ জানিয়ে দিলেন, 'মনে রাখবেন, যে আইনের বিরুদ্ধে অনেকে উত্তেজিত, সেই আইনটি কিন্তু আমরা করিনি। আইনটি কেন্দ্রীয় সরকার করেছে। আমরা এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য সুস্পষ্টভাবে বলেছি - আমরা এই আইনকে সমর্থন করিনা। এই আইন আমাদের রাজ্যে লাগুও হবে না।' সব ধর্মের সকল মানুষের কাছে আমার একান্ত আবেদন, আপনারা দয়া করে শান্ত থাকুন, সংযত থাকুন। ধর্মের নামে কোনো অ-ধার্মিক আচরণ করবেন না। প্রত্যেক মানুষের প্রাণই মূল্যবান, রাজনীতির স্বার্থে দাঙ্গা লাগাবেন না। দাঙ্গা যারা করছেন তারা সমাজের ক্ষতি করছেন। ওয়াকফ সংশোধনী

আইনের প্রতিবাদে ইদানিং সবচেয়ে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে সীমান্তবর্তী মুর্শিদাবাদ এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা। জায়গায় জায়গায় পথে নেমে বিক্ষোভে শামিল হয়েছেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকরা। তাতে দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে সাধারণ মানুষকেও। বিশেষত মুর্শিদাবাদের সুতি, ধুলিয়ান, আজিমগঞ্জে যেভাবে পরিবহণ ব্যবস্থার উপর আক্রমণ হচ্ছে, তা অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এসবের জেরে এবার মুখ্যমন্ত্রী নিজেই সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে সকলকে সংযত থাকার বার্তা দিলেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, ' ধর্মের সকল মানুষের কাছে আমার একান্ত আবেদন, আপনারা দয়া করে শান্ত থাকুন, সংযত থাকুন। ধর্মের নামে কোনো অ-ধার্মিক আচরণ করবেন না। প্রত্যেক মানুষের প্রাণই মূল্যবান, রাজনীতির স্বার্থে দাঙ্গা লাগাবেন না। দাঙ্গা যারা করছেন তারা সমাজের ক্ষতি করছেন।' নয়া ওয়াকফ আইন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মনে করিয়ে দেন, 'মনে রাখবেন, যে আইনের বিরুদ্ধে অনেকে উত্তেজিত, সেই আইনটি কিন্তু আমরা করিনি। আইনটি কেন্দ্রীয় সরকার করেছে। তাই উত্তর যা চাওয়ার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে চাইতে হবে। আর আমরা এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য সুস্পষ্টভাবে বলেছি-আমরা এই আইনকে সমর্থন করি না। এই আইন আমাদের রাজ্যে লাগুও হবে না। তাহলে দাঙ্গা কিসের?'

পোস্টে মমতার আরও বক্তব্য, 'মনে রাখবেন, দাঙ্গায় যারা উস্কানি দিচ্ছেন তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা আমরা নেব। কোনও হিংসাত্মক কার্যকলাপকে আমরা প্রশ্রয় দিই না। কিছু রাজনৈতিক দল ধর্মকে অপব্যবহার করে রাজনৈতিক সুবিধা নিতে চাইছেন। তাদের প্ররোচনায় পা দেবেন না। আমি মনে করি, ধর্ম মানে মানবিকতা, সহৃদয়তা,সভ্যতা ও সম্প্রীতি। সকলে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখুন-এই আমার আবেদন।'

শিক্ষকদের শুভেচ্ছাবার্তা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর চিঠি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ এপ্রিল ঃ বাংলা নববর্ষের আগে রাজ্য সরকার রাজ্যের সব সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শিক্ষিকাদের আলাদা করে শুভেচ্ছা বার্তা জানিয়ে চিঠি দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির সই করা চিঠিতে নতুন বছর প্রত্যেকের ভালো কাটুক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সুপ্রীম কোর্টের রায়ে প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক, শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিলের প্রেক্ষিতে প্রধান শিক্ষকদের পাঠানো এই চিঠি যথেষ্ঠ তাৎতপর্যপূর্ন বলে মনে করছেন প্রশাসনের একাংশ। উল্লেখ্য, নিয়োগ প্রক্রিয়া 'অসাংবিধানিক' ও 'প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি' বলে তোপ দেগে সম্প্রতি এসএসসির ২০১৬ সালের গোটা প্যানেল বাতিল করেছে সুপ্রিম কোর্ট। এক নিমেষে চাকরি হারিয়েছেন ২৬ হাজার শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মী। গত সোমবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে সেই চাকরিহারাদের মধ্যে যারা 'যোগ্য' তাঁদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বারবার জানান, 'যোগ্য' একজনেরও চাকরি যাবে না। একাধিক বিকল্প পরিকল্পনা করা রয়েছে বলেও জানান তিনি।

শিক্ষামন্ত্রীর আশ্বাসের পরও অনশনে ৩, 'চাকরি ফেরান', আর্জি চাকরিহারাদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ এপ্রিল ঃ চাকরিহারাদের সঙ্গে শুক্রবারই বিকাশ ভবনে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর বৈঠক হয়েছে। ওই বৈঠক যথেষ্ট ইতিবাচক। তবে তা সত্ত্বেও পথেই চাকরিহারারা। সল্টলেকের এসএসসি ভবনের সামনে এখনও অনশনে তিন চাকরিহারা। তাঁরা হলেন সুমন বিশ্বাস, পঙ্কজ রায় এবং প্রতাপ রানা। চাকরি ফের না পাওয়া পর্যন্ত অনশন চালিয়ে যাবেন বলেই দাবি তাঁদের। এদিকে, আবার গান্ধীমূর্তির পাদদেশে শনিবার সকাল থেকে শুরু হয়েছে চাকরিহারাদের অবস্থান। তার আগে এসএসসি ভবনের সামনে রাস্তায় অবস্থান বিক্ষোভ করেন তাঁরা। চাকরিহারাদের দাবি, রোদবৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে অনশন মঞ্চের কাছে চাদর দিয়ে ছাউনি দেওয়ার পরিকল্পনা করেন তাঁরা। অভিযোগ, তাতে বাধা দেয় পুলিশ। অনশন মঞ্চের কাছে ছাউনি দেওয়া যাবে না বলেই সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়। তবে কেন করা যাবে না, সে বিষয়ে অবশ্য স্পষ্ট কোনও কারণ পুলিশের তরফে উল্লেখ করা হয়নি। প্রসঙ্গত, নিয়োগ প্রক্রিয়া 'অসাংবিধানিক' ও 'প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি' বলে তোপ দেগে সম্প্রতি এসএসসির ২০১৬ সালের গোটা প্যানেল বাতিল করেছে সুপ্রিম কোর্ট। এক নিমেষে চাকরি হারিয়েছেন ২৬ হাজার শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মী। সোমবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে সেই চাকরিহারাদের মধ্যে যারা 'যোগ্য' তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বারবার জানান, 'যোগ্য' একজনেরও চাকরি যাবে না। একাধিক বিকল্প পরিকল্পনা করা রয়েছে বলেও জানান তিনি।

পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী সকলকে নিয়মিত স্কুলে যাওয়ার কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, কাজ করে যান। বাচ্চাদের শিক্ষা দিন। ২ টো মাস কষ্ট করুন। তাতেও স্কুলমুখো হননি 'যোগ্য' চাকরিহারাদের একটা বড় অংশ। বরং অধিকার বুঝে নিতে আন্দোলনের পথ বেছে নেন তাঁরা। বুধে চাকরিহারাদের ডিআই অফিস অভিযানকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয়ে ওঠে গোটা বাংলা। কসবায় লাঠিচার্জের ঘটনা নিয়ে তোলপাড় রাজ্য-রাজনীতি। এরই মাঝে মহামিছিল ও এসএসসি ভবন অভিযানের ডাক দেন 'যোগ্য' চাকরিহারারা। বৃহস্পতিবার শিয়ালদহ থেকে রানি রাসমণি অ্যাভিনিউ পর্যন্ত মিছিল করেন তাঁরা। সেই মিছিলে পা মেলান জুনিয়র ডাক্তার দেবাশিস হালদার, অনিকেত মাহাতো, আসফাকুল্লা নাইয়া থেকে শুরু করে বাদশা মৈত্ররা। ওএমআর শিটের মিরর ইমেজ প্রকাশের দাবিতে শুক্রবার এসএসসি ভবন অভিযান করেন চাকরিহারারা। ওইদিনই শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকও করেন ১৩ জন চাকরিহারা। বৈঠক ইতিবাচক। এরই মাঝে নয়া ভাবনা রাজ্য সরকারের। 'শিক্ষক ট্রান্সফার' আওতায় বদলি প্রক্রিয়া আপাতত স্থগিতের ভাবনা রাজ্য সরকারের। খুব শীঘ্রই বিজ্ঞপ্তি জারি হবে বলেই খবর।শিক্ষকদের বদলি নিয়ে বারবার হয়রানির অভিযোগ উঠেছে। বদলিতে স্বচ্ছতা আনতে গত ২০২৩ সালে 'শিক্ষক ট্রান্সফার' চালু হয়। এই পদ্ধতিতে আপাতত বদলি স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে। তার ফলে চলতি বছর যাঁদের বদলির সম্ভাবনা ছিল, তা স্থগিত হয়ে গেল। আবার যাঁদের বাড়ির কাছাকাছি স্কুলে বদলি হয়ে আসার কথা ছিল, তা-ও ভেস্তে গেল।জানা গিয়েছে, প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মী চাকরিহারা হয়েছেন। সেক্ষেত্রে বহু স্কুলে ছাত্রছাত্রীর অনুপাতে শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা কম হয়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে বদলি হলে শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা আরও কমে যেতে পারে। তাতে সমস্যায় পড়রে স্কুলগুলি। সে কারণে আপাতত বদলি প্রক্রিয়া স্থগিত।

বাংলায় আগুন জ্বালাতে চাইছে', রাজ্যবাসীকে সতর্ক করলেন অভিষেক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ এপ্রিল ঃ ওয়াকফ সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে দিন কয়েক ধরেই প্রতিবাদে শামিল হয়েছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একটা বড় অংশ। আইনটি প্রত্যাহারের দাবিতে জেলায় জেলায় চলছে কেন্দ্র বিরোধী বিক্ষোভ। কিন্তু তার আড়ালেই রাজ্যের স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে সাম্প্রদায়িক অশান্তির গুজব ছড়াচ্ছে। তা থেকে রাজ্যবাসীকে সতর্ক করতে পুলিশের শীর্ষ কর্তা থেকে মুখ্যমন্ত্রী, শাসকদলের নেতারা বারবার শান্তির বার্তা দিয়েছেন। শনিবার মুখ্যমন্ত্রী নিজে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে জানিয়েছেন, নয়া আইন এরাজ্যে লাগু হচ্ছে না। তাই উত্তেজনা কারণ নেই, সকলে শান্তি বজায় রাখুন। এবার একই বার্তা দিলেন শাসকদলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর নিশানায় অবশ্য কেন্দ্র। শনিবার সোদপুরে এক বেসরকারি হাসপাতালের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বললেন, বাংলার উন্নয়ন, সাফল্যের খতিয়ান না দেখে কেউ বা কারা আগুন জ্বালাতে চাইছে। ধর্মে ধর্মে ভাগাভাগি করে অশান্তি করতে চাইছে। কেন্দ্র বকেয়া টাকা না দিয়ে ভাতে মারতে চায়। কিন্তু পারবে না। আমি এই মঞ্চ থেকে দাঁড়িয়ে বলে যাচ্ছি, যেখানে যাঁরা আমার কথা শুনছেন, আপনারা বাংলার কৃষ্টি-সংস্কৃতি ভুলে যাবেন না। সবাই নিজের নিজের এলাকায় শান্তি, সম্প্রীতি বজায় রাখুন। কোথাও কোনও অন্যায় হতে দেবেন না। যারা অশান্তি করার চেষ্টা করছে, তাদের থেকে সতর্ক থাকুন।

পয়লা বৈশাখের পরিকল্পনায় বাদ সাধতে পারে ঝড়বৃষ্টি

দুরন্ত বার্তা,কলকাত, ১২ এপ্রিল ঃ সপ্তাহান্তেও বঙ্গে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা। ভিজতে পারে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলা। উত্তরবঙ্গেও ঝড়বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত ঝড়বৃষ্টি হতে পারে বলে অনুমান আবহাওয়াবিদদের। মঙ্গলবার বাংলা নববর্ষ। ওইদিনের পরিকল্পনাও ভেস্তে দিতে পারে ঝড়বৃষ্টি। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, পশ্চিমী ঝঞ্ঝা পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারত দিয়ে পাস করছে। জোড়া ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে অসম ও সংলগ্ন এলাকায়। উত্তর পূর্ব এবং দক্ষিণ আসাম এলাকায় দু'টি ঘূর্ণাবর্ত। উত্তর বাংলাদেশ ও বিহার সংলগ্ন এলাকায়. আরও দুটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। রাজস্থান ও সংলগ্ন এলাকায় রয়েছে আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত। পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগরে আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত। মধ্যপ্রদেশ সংলগ্ন এলাকায় রয়েছে আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত। একটি অক্ষরেখা রাজস্থান থেকে মারাঠাওয়াড়া পর্যন্ত বিস্তৃত। এটি মধ্যপ্রদেশের উপর দিয়ে. গিয়েছে। পশ্চিমী ঝঞ্ঝা সংলগ্ন এলাকায় রয়েছে আরও একটি অক্ষরেখা। তারই মাঝে শনিবার পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়ায় ঝড়বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। রবিবার কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের নয় জেলা হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, নদিয়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। সঙ্গে ৪০ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে বইতে পারে দমকা ঝোড়ো হাওয়া। সোম ও মঙ্গলবারেও ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে বইতে পারে দমকা ঝোড়ো হাওয়া। এদিকে, উত্তরবঙ্গেও আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। হতে পারে শিলাবৃষ্টিও। আগামী কয়েকদিন তাপমাত্রার খুব একটা বড়সড় পরিবর্তন হবে না। ঝড়বৃষ্টি হলে তাপমাত্রা সামান্য কমবে। আবার রোদ উঠলেই বাড়বে তাপমাত্রা। শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৬.৪ ডিগ্রি। শুক্রবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩২.৪ ডিগ্রি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বা আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৫৪ থেকে ৮৯ শতাংশ।

বাংলা-সহ ৩ রাজ্যে ইন্ডিয়া জোটের ভবিষ্যৎ কী?

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল ঃ ইন্ডিয়া জোটের ভবিষ্য কী? আসন্ন তিন রাজ্যের বিধানসভা ভোটে কোন কৌশলে লড়বে ইন্ডিয়ার শরিকরা? সেটা স্পষ্ট করার দায়িত্ব কংগ্রেসেরই। আরও একবার জোটে কংগ্রেসের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিল শিব সেনার উদ্ধব শিবির। উদ্ধব সেনা বলছে, লোকসভার পরই স্পষ্ট হয়ে যাওয়া উচিত ছিল ইন্ডিয়া জোটের ভবিষ্য কী।

বস্তুত গত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি বিরোধী বেশিরভাগ শক্তি একত্রিত হয়ে ইন্ডিয়া জোট গঠন করে। কিন্তু লোকসভার পর সেই ইন্ডিয়া কার্যত অস্তিত্বহীন। হরিয়ানা-দিল্লির মতো নির্বাচনে আলাদা আলাদা লড়াই করেছে ইন্ডিয়া জোটের শরিকরা। যার অবধারিত ফলাফল হিসাবে জয়ী হয়েছে বিজেপি। আবার কাশ্মীর, ঝাড়খণ্ডে একত্রে লড়ে সাফল্য পেয়েছে ইন্ডিয়া শিবির। সব ক্ষেত্রেই কংগ্রেসের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে অন্য শরিকরা। সামনে বাংলা, বিহার এবং গুজরাটের বিধানসভা ভোট। শিব সেনার প্রশ্ন, এই রাজ্যগুলিতে কী চাইছে কংগ্রেস? শিব সেনার মুখপত্র সামনার সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে, ইন্ডিয়ার প্রাসঙ্গিকতা কী, সেটা লোকসভার পরই স্পষ্ট করে দেওয়া উচিত ছিল কংগ্রেসের। জোটের কী হল? হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছে? এতদিনে জোটের ভবিষ্য নির্ধারিত না হওয়ায় ' ক্ষোভপ্রকাশের পাশাপাশি আগামী দিনে এই জোট কোন পথে এগোবে, সেটা নিয়ে স্পষ্ট দিশা চাওয়া হয়েছে। শিব সেনার উদ্ধর শিবিরের প্রশ্ন, আগামী দিনে বিহার, বাংলা এবং গুজরাটে জোটের ভবিষ্য কী, সেটার ব্যাখ্যা দিক কংগ্রেস। যে তিন রাজ্যের কথা বলা হচ্ছে, সেই তিন রাজ্যেই ইন্ডিয়া জোটের একাধিক শরিক নির্বাচনে অংশ নেবে। বাংলায় তৃণমূল এবং কংগ্রেসের সম্পর্ক কী হবে? বিহারে আদৌ তেজস্বী যাদবের নেতৃত্ব মানবে কংগ্রেস? গুজরাটে আপকে জায়গা ছাড়বে হাত শিবির?

আইনসভায় পাশ হওয়া বিলে রাষ্ট্রপতির সময়সীমা বাঁধল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল ঃ পাশ হয়ে যাওয়া বিল আটকে রাখা নিয়ে ঐতিহাসিক মন্তব্য করল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত এদিন স্পষ্ট জানিয়েছেন, আইনসভা থেকে পাশ হয়ে আসা বিল অনন্তকাল আটকে রাখতে পারেন না রাষ্ট্রপতি। তিনমাসের মধ্যে তাঁকে মতামত জানিয়ে দিতে হবে। উল্লেখ্য, দিনকয়েক আগেই তামিলনাড়ুর বিধানসভায় পাশ হয়ে যাওয়া বিল আটকে রেখে ' তোপে পড়েছিলেন সেরাজ্যের রাজ্যপাল। সেই প্রসঙ্গেই এদিন ফের মন্তব্য করল শীর্ষ আদালতের দুই বিচারপতির বেঞ্চ। অবিজেপি রাজ্যগুলিতে রাজ্যপাল ও সরকারের সংঘাত নতুন কিছু নয়। এর আগে জগদীপ ধনকড় বাংলার রাজ্যপাল থাকাকালীন একের পর এক বিল আটকে রাখার অভিযোগ উঠেছিল রাজ্যপালের বিরুদ্ধে। তামিলনাড়ুতে ঠিক একই নীতি নেন রাজ্যপাল আর এন রবি। অভিযোগ, বিধানসভায় পাশ হওয়ার পর ১০টি বিল সাক্ষর না করে আটকে রাখেন রাজ্যপাল। এই তালিকায় ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ সংক্রান্ত বিলও। রাজ্যপালের এই অসহযোগিতার বিরুদ্ধে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয় তামিলনাড়ু সরকার। সেই মামলার শুনানিতে বিচারপতি জেবি পাদ্রিওয়াল ও বিচারপতি আর মহাদেবনের বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, পাশ হয়ে যাওয়া বিল এভাবে ফেলে রাখতে পারেন না

রাজ্যপাল। ওই মামলার রায়দানের সময়ে রাজ্যপালের পাশাপাশি রাষ্ট্রপতির জন্যও কিছু নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। সংবিধান অনুযায়ী, রাজ্যপাল যদি কোনও বিল রিজার্ভ রাখেন, তাহলে ওই বিল নিয়ে ইতিবাচক বা নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দিতে পারেন রাষ্ট্রপতি। কিন্তু তার জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা দেওয়া নেই। তাই সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, রাজ্যপালের থেকে আসা বিলে তিনমাসের মধ্যে মতামত জানিয়ে দিতে হবে রাষ্ট্রপতিকে। যদি তিনমাসের মধ্যে তা সম্ভব না হয়, তাহলে দেরি হওয়ার যথাযথ কারণ জানাতে হবে সংশ্লিষ্ট রাজ্যকে। প্রসঙ্গত, বিধানসভা থেকে পাশ হয়ে আসা বিলে রাজ্যপালের সই করার জন্যও সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের তরফে বলা হয়, বিল আসার পর রাজ্যপালদের যদি মনে হয় সেটি রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানোর প্রয়োজন, সেক্ষেত্রে একমাসের মধ্যে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। যদি বিলে সম্মতি না দেওয়ার হয়, সেক্ষেত্রে তিন মাসের মধ্যে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে রাজ্যপালকে। তবে বিলে রাষ্ট্রপতির সই করার সময়সীমা বেঁধে দেওয়া-এই প্রথমবার এমন বিষয়ে মন্তব্য করল শীর্ষ আদালত।

সংবিধানের ৩৫৫ ধারা প্রয়োগ করার দাবি শুভেন্দুর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ এপ্রিল ঃ আমরা কেন্দ্রের কাছে দাবি করছি, অবিলম্বে উপদ্রুত এলাকায় সংবিধানের ৩৫৫ ধারা প্রয়োগ করা হোক। কারণ, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি শুধরোনোর কোনও সদিচ্ছা রাজ্য পুলিশের নেই। শনিবার এই প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার বিক্ষোভ সামলাতে গিয়ে জখম হন ফারাক্কার এসডিপিও। জঙ্গিপুরের ধুলিয়ানে বিক্ষোভ চলাকালীন কিছু মানুষের ক্ষোভের মুখে পড়তে হয় তৃণমূল সাংসদ খলিলুর রহমানকে। তৃণমূলের একটি সূত্রের দাবি, সাংসদের অফিসেও হামলা চলেছে। খলিলুর বলেন, আমি তখন সাজুর মোড় পার হচ্ছিলাম। বিক্ষোভকারীরা আমাকে ঘিরে ধরে গালাগালি করে। কোনও সংগঠনের পতাকা বা নেতা সেখানে ছিল না। পরে পুলিশ আমাকে সেখান থেকে উদ্ধার করে।'' শনিবার মুর্শিদাবাদ জেলার পরিস্থিতি চিন্তাজনক হয়ে ওঠায় সামাজিক মাধ্যমে বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথার পাল্টা শুভেন্দুবাবু বলেন, এ হল সরকারের মদতপুষ্ট অশান্তি।

ব্রিগেড ভরাতে যুবদের ডাক মীনাক্ষীর, ভিড় নিয়ে সংশয় দলের অন্দরেই

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ এপ্রিল ঃ চার গণ সংগঠনের নামে ২০ এপ্রিল ব্রিগেড সমাবেশের ডাক দিয়েছে সিপিএম। সেই ব্রিগেডের মাঠে ভরাতে দলের যুবকর্মীদের শুক্রবার ডাক দিলেন ডিওয়াইএফআই রাজ্য সম্পাদক তথা সিপিএম কেন্দ্রীয় কমিটির নবনির্বাচিত সদস্য মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়।

রাজ্য রাজনীতিতে সিপিএমের ব্রিগেড মানেই ছিল উপচে পড়া ভিড়। জ্যোতি বসু বা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের বাম জমানাতে তো বটেই, ক্ষমতা হারানোর পর সীতারাম ইয়েচুরির সময়কালেও সিপিএমের ব্রিগেডে ভিড় জমেছে। কিন্তু এমুহূর্তে রাজ্য রাজনীতিতে ক্রমশ বিলীয়মান দশার কারণে ২০ তারিখের ব্রিগেডে ভিড় নিয়ে ঘনিষ্ঠ মহলে সংশয় প্রকাশ করেছেন বহু সিপিএম নেতাই। তারপরই এদিন মীনাক্ষীর যুব কর্মীদের উদ্দেশে ব্রিগেড ভরানোর ডাক। এদিন আলিমুদ্দিনে সংগঠনের রাজ্য সভাপতি ধ্রুবজ্যোতি সাহাকে নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে মীনাক্ষী বলেন, রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা বা।ছে। তাদের প্রতি রাজ্য সরকারের কোনও দায়বদ্ধতা দেখা যাচ্ছে না। সরকারি দপ্তরে নিয়োগ দুর্নীতি। কৃষক ফসলের দাম পাচ্ছে না, সারের কালোবাজারি হচ্ছে। বস্তিবাসীদের জীবন ক্রমশ কঠিন হচ্ছে। ডিওয়াইএফআইয়ের ৭ জানুয়ারি ব্রিগেডে বলা হয়েছিল মূল অ্যাজেন্ডার লড়াই ভুল অ্যাজেন্ডার বিরুদ্ধে, এবারও তাই একই কথা। তাই সংগঠনের সব স্তরের যুবদের ২০ এপ্রিলের সমাবেশে আসার জন্য ডাক দেওয়া হচ্ছে। এদিন শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে ওঠা দুর্নীতির ইস্যুতে নাম না করে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তথা বিজেপিকেও তীব্র কটাক্ষ করেন মীনাক্ষী। তিনি বলেন, জেলায় গেলে শুনতে পাওয়া যায় তখন মালদহ, মুর্শিদাবাদ কার দায়িত্ব ছিল টাকা তোলার। সেদিন একসঙ্গে দুর্নীতির বিরিয়ানি খেয়েছো! এখন ঢেঁকুর তুলছো?

ইডি-র নজরে গান্ধী পরিবার! ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় সম্পত্তি দখলের উদ্যোগ

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল ঃ ন্যাশনাল হেরাল্ড অর্থপাচার মামলায় কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধী এবং রাহুল গান্ধীর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত সংস্থা 'ইয়ং ইন্ডিয়ান লিমিটেড'-এর মালিকানাধীন সম্পত্তিগুলি দখলে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। ইতিমধ্যেই দিল্লি, মুম্বাই এবং লখনউ-এর রেজিস্ট্রার দফতরে পাঠানো হয়েছে নোটিস। এই মামলা ঘিরে মূল অভিযোগ, ইয়ং ইন্ডিয়ান লিমিটেড নামক সংস্থাটি মাত্র ৫০ লক্ষ টাকায় অ্যাসোসিয়েটেড জার্নালস লিমিটেড-কে অধিগ্রহণ করে, যার মালিকানায় রয়েছে ২,০০০ কোটিরও বেশি মূল্যের সম্পত্তি। AJL-ই একসময় ' হেরাল্ড' পত্রিকা প্রকাশ করত। বিজেপি নেতা সুব্রহ্মণ্যম স্বামীর দায়ের করা মামলায় অভিযোগ, এটি ছিল একটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত 'তদন্তে উঠে এসেছে, এই অধিগ্রহণের মাধ্যমে ইয়ং ইন্ডিয়ান এবং কংগ্রেস নেতৃত্ব অবৈধভাবে প্রায় ৯৮৮ কোটি টাকার অপরাধলব্ধ অর্থ পাচার করেছে। এর মধ্যে দিল্লি, মুম্বাই ও লখনউতে অবস্থিত AJL-এর স্থাবর

সম্পত্তির মূল্যই প্রায় ৬৬১ কোটি, সঙ্গে রয়েছে AJL-এর শেয়ার, যার মূল্য ৯০.২ কোটি। ২০২৩ সালের নভেম্বরে এই সম্পত্তিগুলি প্রাথমিকভাবে সংযুক্ত করেছিল ইডি। ২০২৫ সালের ১০ই এপ্রিল সেই সংযুক্তিকেই চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে সংশ্লিষ্ট Adjudicating Authority ইডি-র দাবি, ভুয়ো অনুদান, অগ্রিম ভাড়া এবং বিজ্ঞাপনের নামে কৃত্রিম লেনদেন দেখিয়ে মোট ৮৫ কোটির বেশি অবৈধ অর্থ তোলা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ১৮ কোটি ভুয়ো অনুদান, ৩৮ কোটি অগ্রিম ভাড়া এবং ২৯ কোটি বিজ্ঞাপন বাবদ আয়। যদিও এই মামলায় একাধিকবার আইনি চ্যালেঞ্জ এসেছে, তবে দিল্লি হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্ট দুই-ই ইডি-র তদন্তে সবুজ সংকেত দিয়েছে। ফলে বর্তমানে তদন্ত চলছে পূর্ণ গতিতে, এবং নতুন করে সম্পত্তি দখলের আইনি পদক্ষেপ জোরদার করা হয়েছে। ইডি জানিয়েছে, এই পদক্ষেপের মূল লক্ষ্য হল, অবৈধভাবে অধিগৃহীত সম্পত্তির ব্যবহার, আয় এবং লেনদেন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা।

তেলিয়ামুড়া মহকুমায় একাধিক স্কুলের পাকাবাড়ি ও অত্যাধুনিক মোটর স্ট্যান্ডের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী

তেলিয়ামুড়া (ত্রিপুরা), ১২ এপ্রিল ঃ খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়ার নেতাজি নগর এলাকায় গত শুক্রবার রচিত হল এক নতুন ইতিহাস। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহার হাত ধরে উদ্বোধন হল প্রায় পাঁচ কোটি টাকা ব্যয়ে নবনির্মিত অত্যাধুনিক মোটর স্ট্যান্ডের। এই প্রকল্পটি তেলিয়ামুড়ার মানুষের বহুদিনের প্রত্যাশাকে বাস্তবে রূপ দিয়েছে, যা নিঃসন্দেহে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ।আধুনিক সুযোগ-সুবিধায় সুসজ্জিত এই মোটর স্ট্যান্ডে যাত্রী ও গাড়িচালকদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে নির্মিত হয়েছে উন্নত বিশ্রামাগার, টিকিট কাউন্টার, পানীয় জলের ব্যবস্থা, শৌচাগার, নিরাপত্তা ও তথ্য কেন্দ্র। চালকদের জন্য রয়েছে আলাদা বিশ্রাম কক্ষ ও প্রশস্ত পার্কিং এলাকা, যা প্রতিদিনের যাতায়াতকে করবে আরও সুশৃঙ্খল ও আরামদায়ক।এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায়, খোয়াই জেলার সভাধিপতি অর্পণা সিনহা রায় সহ একাধিক বিশিষ্ট অতিথি। সকলে এই মহ পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেন, এই মোটর স্ট্যান্ড কেবল একটি অবকাঠামো নয়, বরং এটি তেলিয়ামুড়ার মানুষের জন্য একটি নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিল।একই দিনে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা ভার্চুয়াল উদ্বোধনের মাধ্যমে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগের সূচনা করেন। তিনি তেলিয়ামুড়া ইংলিশ মিডিয়াম দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়, মুঙ্গিয়াকামি দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয় ও কবি নজরুল বিদ্যামন্দির দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের নবনির্মিত পাকা বাড়ির উদ্বোধন করেন।এই নতুন পাকা স্কুল ভবনগুলির নির্মাণ শিক্ষাক্ষেত্রে এক অনন্য মাইলফলক। কেন্দ্রীয় ও ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে গড়ে ওঠা এসব স্থায়ী ও সুরক্ষিত ভবনে রয়েছে সুসজ্জিত শ্রেণিকক্ষ, প্রশিক্ষিত শিক্ষকদের উপযোগী কক্ষ, বিজ্ঞানাগার, কম্পিউটার রুম, গ্রন্থাগার ও স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার। এর ফলে শিক্ষার্থীরা পাচ্ছে একটি নিরাপদ, মানসম্মত ও শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ, যা তাদের পড়াশোনায় মনোযোগ বৃদ্ধির পাশাপাশি শিক্ষার গুণগত মানেও ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে।এই দিনটি তেলিয়ামুড়ার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হয়ে রইল- যেখানে উন্নয়ন শুধু প্রতিশ্রুতি নয়, বাস্তব রূপে ধরা দিল মানুষের চোখের সামনে। নেতাজি নগরের নবনির্মিত মোটর স্ট্যান্ড এবং আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির উদ্বোধন প্রমাণ করল তেলিয়ামুড়া এগিয়ে চলেছে উন্নয়নের পথে, আত্মবিশ্বাস নিয়ে, নতুন দিগন্ত ছুঁয়ে।

হনুমান জয়ন্তীতে পুজো দিয়ে দিল্লিতে প্রগতির আশ্বাস রেখা গুপ্তার

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল ঃ রাজধানী দিল্লিতে আরও একবার প্রগতি ও উন্নয়নের আশ্বাস দিলেন মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। দিল্লির উন্নয়নের লক্ষ্যে তাঁর সরকার কাজ করবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন রেখা। হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষ্যে শনিবার সকালে দিল্লির কারোল বাগের সঙ্কট মোচন ধাম, সিদ্ধ হনুমান মন্দিরে পুজো দেন মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা।পরে তিনি বলেছেন, হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষ্যে সমগ্র দেশে উৎসাহের ঢেউ বইছে। এই দিনে বিশাল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে এবং আমি দিল্লিতে হনুমান জয়ন্তীর একাধিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করব। আমি কামনা করি দিল্লির উপর হনুমানজির আশীর্বাদ বর্ষিত হোক, আমরা দিল্লির উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করব।

মুসলিমদের পাশাপাশি হিন্দুদের সুরক্ষা দেওয়া মমতার কর্তব্যঃগিরিরাজ সিং

বেগুসরাই, ১২ এপ্রিল ঃ ওয়াকফ সংশোধনী আইন নিয়ে মুর্শিদাবাদে হিংসা ও হিন্দুদের বাড়িতে ভাঙচুরের তীব্র নিন্দা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা গিরিরাজ সিং। তাঁর কথায়, মুসলিমদের পাশাপাশি হিন্দুদের সুরক্ষা দেওয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্তব্য।শনিবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তীব্র সমালোচনা করে গিরিরাজ সিং বলেছেন, 'হিন্দুদের পাশাপাশি মুসলিমদেরও নিরাপত্তার দায়িত্ব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। মুর্শিদাবাদের হিংসা প্রমাণ করে, হিন্দুরা পশ্চিমবঙ্গ থেকে পালাতে বাধ্য হচ্ছে। রাজ্য সরকারের সামনেই এটা ঘটছে এটা দুর্ভাগ্যজনক। আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদবের বক্তব্যের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তারা (আরজেডি) ক্ষমতায় আসার আগেই বিহারের জনগণকে ভয় দেখাতে শুরু করেছে। জনগণ তাকে ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর সুযোগ দেবে না।

ধুলোঝড়ে বিপর্যস্ত দিল্লি বিঘ্নিত উড়ান পরিষেবা, মৃত্যু একজনের

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল ঃ তাপপ্রবাহের পর এবার ধুলোঝড়ে বিপর্যস্ত রাজধানী দিল্লি। আচমকা ধুলোঝড়ে শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে বিমান ওঠানামা ব্যাহত হয়েছে দিল্লি বিমানবন্দরে। অনেক বিমান দিল্লির বিমানবন্দরে নামতেই পারেনি। সেগুলি নিকটবর্তী অন্য বিমানবন্দরে অবতরণ করানো হয়েছে। এ ছাড়া, অন্তত ৫০টি বিমান নির্ধারিত সময়ে ছাড়তে পারেনি দিল্লি থেকে। বাতিল করা হয়েছে সাতটি বিমান। দিল্লি বিমানবন্দরের একাংশে পদপিষ্ট হওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়। শুক্রবার ধুলোঝড়ের সময়ে হাওয়ার ধাক্কায় পূর্ব দিল্লিতে দেওয়াল ভেঙে এক জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন অন্তত দু'জন। ধুলোঝড়ের ফলে দিল্লির নানা প্রান্তে গাছ ভেঙে পড়েছে। তাতে রাস্তা আটকে যাওয়ায় যানজট সৃষ্টি হয়।দক্ষিণ-পশ্চিম দিল্লির হরি বিহারে নির্মীয়মান বাড়ি ভেঙে ১০ বছর বয়সী এক বালিকার মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় ২০ বছর বয়সী এক যুবতীর মৃত্যু হয় বলেন।

আজ,রবিবার গ্যারি কাসপারভের জন্মদিন

কলকাতা, ১২ এপ্রিলঃ দাবাপ্রেমীদের কাছে গ্যারি কাসপারভ খুবই পরিচিত একটি নাম। দাবার জীবন্ত কিংবদন্তিদের ভেতর নিঃসন্দেহে তার নাম চলে আসবে। অনেকের মতেই তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ দাবা‌‌।।সোভিয়েত ইউনিয়নের বাকুতে তার জন্ম ১৩ এপ্রিল ১৯৬৩। তিনি একজন রাশিয়ান দাবা গ্র্যান্ডমাস্টার , প্রাক্তন বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়ন ছিলেন ১৯৮৫ থেকে ২০০০ পর্যন্ত। ১৯৯৯ সালে তার সর্বোচ্চ ফিডে দাবা রেটিং ২৮৫১, যা ২০১৩ সালে ম্যাগনাস কার্লসেনকে ছাড়িয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত সর্বোচ্চ রেকর্ড ছিল। ১৯৮৪ সাল থেকে ২০০৫ সালে প্রতিযোগিতামূলক দাবা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের পর তিনি অবসর নেন। কাসপারভ মোট ২৫৫ মাস ধরে বিশ্বের এক নম্বর খেলোয়াড় ছিলেন। কাসপারভের কাছে টানা সবচেয়ে বেশিবার পেশাদার টুর্নামেন্ট জয় (১৫) এবং দাবা অস্কার (১১) জয়ের রেকর্ডও রয়েছে। দাবা থেকে অবসর নেওয়ার পর তিনি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হন, বিশেষ করে রাশিয়াতে গণতন্ত্রের পক্ষে।

দেশজুড়ে বিকল ইউপিআই, দু ঃখপ্রকাশ ন্যাশনাল পেমেন্টস কর্পোরেশনের

মুম্বই, ১২ এপ্রিল ঃ শনিবার বিপত্তি হল অনলাইন পেমেন্টের ক্ষেত্রে। এদিন হঠাই ইউপিআই পরিষেবা বিকল হয়ে যায়। ফলে দেশের বহু গ্রাহক অনলাইন পেমেন্ট করতে গিয়ে আটকে যান। যে খবর পাওয়া গিয়েছে, শনিবার দুপুর থেকেই ইউপিআই সার্ভিস ডাউন হয়। ফলে টাকা ট্রান্সফারও থমকে যায়। এই নিয়ে শনিবার দু ঃখপ্রকাশ করলো ন্যাশনাল পেমেন্টস কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া (এনপিসিআই)।তাদের তরফে জানানো হয়েছে, বর্তমানে এনপিসিআই মাঝে মাঝে প্রযুক্তিগত সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে, যার ফলে আংশিক ইউপিআই লেনদেন বিফল হচ্ছে। আমরা সমস্যা সমাধানের জন্য কাজ করছি এবং এই বিষয়ে আপডেট দেওয়া হবে। এই অসুবিধার জন্য আমরা দু ঃখিত।

লালজি ট্যান্ডনের জন্মজয়ন্তীতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন মুখ্যমন্ত্রী যোগীর

লখনউ, ১২ এপ্রিল ঃ প্রাক্তন রাজ্যপাল লালজি ট্যান্ডনের জন্মজয়ন্তীতে শনিবার উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন।লালজি ট্যান্ডনের মূর্তিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী। তিনি বলেন, লালজি ট্যান্ডন ৭ দশক ধরে রাজনীতিতে তাঁর পরিচিতি গ।ছিলেন। তিনি সারা জীবন আদর্শ অনুসরণ করে চলেছেন। তিনি আরও বলেন, ট্যান্ডন জি জীবনে নিজের নীতিতে অটল থেকে শীর্ষে পৌঁছাতে পেরেছিলেন।

বিধানসভায় আব্দুর রেজ্জাক মোল্লার মরদেহে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

কলকাতা, ১২ এপ্রিল ঃ প্রয়াত প্রাক্তন মন্ত্রী আব্দুর রেজ্জাক মোল্লার শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে। শনিবার এই খবর পারিবারিক সূত্রে জানা গিয়েছে। তবে, তার আগে প্রয়াত নেতার প্রতি শেষ শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্য নিয়ে আসা হয় কলকাতায়। দলীয় সূত্রে এই খবর জানানো হয়েছে যে, রাজ্য বিধানসভাতে মরদেহ পৌঁছয়। শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, ফিরহাদ হাকিম প্রমুখ শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও অন্যান্য বিধায়করা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও বিধানসভার সচিবালয়ের কর্মীরাও উপস্থিত ছিলেন। তাঁর প্রতি এদিন সকাল ১১টা নাগাদ শেষ শ্রদ্ধা জানাতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয় বলে বিধানসভা সূত্রে জানা গিয়েছে।

বিহারে ঝড়-বৃষ্টি ও বজ্রপাতের পূর্বাভাস, জারি কমলা সতর্কতা

পাটনা, ১২ এপ্রিলঃ ঝড়-বৃষ্টি ও বজ্রপাতে বিহারের বিভিন্ন জেলায় ইতিমধ্যেই বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এমতাবস্থায় আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী ৪-৫ দিন বিহারের বেশ কিছু অংশে বজ্রপাত ও শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আবার ভারী থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতও প্রত্যাশিত। এই মর্মে বিহারে কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে।আগামী দিনগুলিতে উত্তর-পূর্ব থেকে পশ্চিম বিহার পর্যন্ত অঞ্চলভিত্তিক বৃষ্টিপাতের ওঠানামা দেখা দিতে পারে, বজ্রপাতের পাশাপাশি দমকা হাওয়াও বইবে। বৃষ্টির সময় খোলা স্থানে যেতে বারণ করা হয়েছে।

অসমে প্রকাশিত মাধ্যমিকের ফলাফল, পাশের হার ৬৩.৯৮ শতাংশ, শতাংশের হারে ছেলেদের দাপাদাপি

গুয়াহাটি, ১২ এপ্রিলঃপ্রকাশ করা হয়েছে ' অসম রাজ্য স্কুল শিক্ষা পর্ষদ' (আসাম স্টেট স্কুল এডুকেশন বোর্ড সংক্ষেপে এএসএসইবি), (পূর্ববর্তী সেকেন্ডারি এডুক্যাশন বোর্ড অব আসাম, সংক্ষেপে এসইবিএ বা সেবা) পরিচালিত মাধ্যমিক (দশম শ্রেণি) পরীক্ষা (এইচএসএলসি) ২০২৫-র ফলাফল। গত শুক্রবার সকাল সাড়ে দশটায় এএসএসইবি-র চারটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত ফলাফল অনুযায়ী সার্বিকভাবে পাশের হার ৬৩.৯৮ শতাংশ। শতাংশের হারে এবার মেয়েদের টেক্কা দিয়েছে ছেলেরা। এবার উল্লেখযোগ্যভাবে মাধ্যমিকের পাশের হার হ্রাস হয়েছে। গতবার পাশের হার ছিল ৭৫.৭ শতাংশ।৪,২৯,৪৪৯ জন রেজিস্টার্ড শিক্ষার্থীর মধ্যে ৪,২২,৭৩৭ জন পরীক্ষায় বসেছিল। তাদের মধ্যে ছাত্র ১,৮৭,৭৫২ এবং ছাত্রী ছিল ২,৩৪,৯৮৫ জন। পরীক্ষায় অনুপস্থিত ছিল ৬,৭১২ জন। সরকারি রেকর্ড অনুযায়ী ২২ জনের ফলাফল স্থগিত রাখা হয়েছে এবং ১০১ জন পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষা প্রক্রিয়া চলাকালীন বহিষ্কার করা হয়েছে।বিভাগভিত্তিক ফলাফল এ রকম - ৮৯,০৪১ জন পরীক্ষার্থী প্রথম বিভাগে, ১,৩৫,৫৬৮ জন শিক্ষার্থী দ্বিতীয় বিভাগে এবং ৪৫,৮৬২ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। এবার প্রথম বিভাগে পাশ করেছে ৮৯,০৪১ জন। এর মধ্যে ডিশটিংশন মার্কস পেয়েছে ৫,৩৩৬ শিক্ষার্থী। স্টার মার্কস ১৬,৫১৭ জন এবং লেটার মার্কস পেয়েছে ১,৬৮,৩১২ জন শিক্ষার্থী।লিঙ্গ এবং জেলাভিত্তিক পরীক্ষার ফলাফলঃ ছেলেরা এবা মহিলা পরীক্ষার্থীদের পেছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছে। ছেলেদের পাশের হার ৬৭.৫৯ শতাংশ এবং মেয়েদের হার ৬১.০৯ শতাংশ। ৪,২২,৭৩৭ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১,৮৭,৭৫২ জন ছেলে এবং ২,৩৪,৯৮৫ জন মেয়ে এবার পরীক্ষায় বসেছিল।জেলাভিত্তিক পাশের হার এ রকম ঃ৮৫.৫৫ শতাংশ পাশের হার নিয়ে শীর্ষ স্থান দখল করেছে শিবসাগর। তার পরেই দ্বিতীয়স্থানে ডিব্রুগড়। ডিব্রুগড়ে পাশের ৮১.১০ শতাংশ এবং ধেমাজিতে ৮০.৬৪ শতাংশ পাশ করে তৃতীয়স্থান দখল করেছে। অন্যদিকে শ্রীভূমি জেলার ফলাফল সর্বনিম্ন। মাত্র ৪৭.৯৬ শতাংশ শিক্ষার্থী পাশ করেছে শ্রীভূমি জেলায়।প্রসঙ্গত, এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল চলতি বছর ২০২৫ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ৩ মার্চ পর্যন্ত। প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২১ এবং ২২ জানুয়ারি।

প্রাক্তন সৈনিকদের জন্যই দেশ সুরক্ষার মজবুত বন্ধনে রয়েছেঃলেফটেন্যান্ট জেনারেল

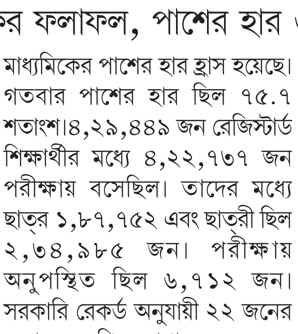

আগরতলা, ১২ এপ্রিলঃ এক্স সার্ভিসম্যান বীর নারী এবং বীর মাতাদের চাকরিসহ অন্যান্য সাহায্য সহযোগিতা প্রদানে সেনাবাহিনী সচেষ্ট। শনিবার রাজধানী আগরতলায় শালবাগানস্থিত আর্মি ক্যাম্পে এক্স আর্মিম্যানদের রেলি উপলক্ষে এই কথা বলেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল অভিজি এস পেন্ডারকার। এই রেলিতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রাক্তন সৈনিক, বীর নারী এবং বীর মায়েরা অংশগ্রহণ করেন।শনিবার রাজধানীর শালবাগানের আর্মি ক্যাম্পে প্রাক্তন সেনাদের এক রেলি সংঘটিত করা হয়। এই রেলিতে সেনাবাহিনীর আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন। এই রেলি উপলক্ষে প্রাক্তন সৈনিক, বীর নারী এবং বীর মাতাদের সামনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সেনাবাহিনীর লেফটেন্যান্ট জেনারেল অভিজি এস পেন্ডাকার জানান, প্রাক্তন সৈনিক, বীর নারী এবং বীর মাতাদের কর্মসংস্থান সহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর আধিকারিকরা যথেষ্ট সক্রিয়।তিনি আরো জানান, রাজ্যে এক্স সার্ভিস ম্যান, বীর নারী এবং বীর মাতা সহ মোট ২৬২২ জন রয়েছেন। এর উপর দশ হাজারেরও বেশি মানুষ নির্ভরশীল।। প্রাক্তন সৈনিক, বীর নারী এবং বীর মাতাদের সাহায্য সহযোগিতা ও সম্মান প্রদান সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। প্রাক্তন সেনাবাহিনীর জওয়ানদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আপনাদের জন্যই দেশ আজ মজবুত ভিতের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে।এদিন সেনাবাহিনীর লেফটেন্যান্ট জেনারেল অভিজি এস পেন্ডাকার আরো বলেন, সেনাবাহিনীর ৫৭ নম্বর আরটি ব্রিগেডের আধিকারিকরা প্রাক্তন সৈনিক ,বীর নারী এবং বীর মাতাদের কর্মসংস্থান এবং সাহায্য সহযোগিতা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে রাজ্য সরকারের মুখ্য সচিবের কাছে দাবি জানিয়েছেন। পাশাপাশি ওএনজিসিতে চাকরি প্রদানের জন্য ওএনজিসি'র জেনারেল ম্যানেজারের সাথেও বার্তালাপ চলছে বলে জানান তিনি।

ওয়াকফ এবং চাকরিহারাদের নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ শিক্ষাবিদের

কলকাতা, ১২ এপ্রিল ঃওয়াকফ এবং চাকরিহারাদের নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করলেন শিক্ষাবিদ ডঃ অচিন্ত্য বিশ্বাস।শুক্রবার তিনি সামাজিক মাধ্যমে ' প্রথম বৃত্ত থেকে' শিরোনামে লিখেছেন, মনে হচ্ছে সব তালগোল পাকিয়ে গেছে। কিছুই আর নিয়ন্ত্রণে নেই! ওয়াকফ বিলের বিরোধিতার জন্য শীর্ষ আদালত আছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কিছু কি করার আছে? অথচ শোনা যাচ্ছে, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গের এক ফোঁটা জমি অন্য কেউ নিতে পারবেন না!জমি কি তাঁর ব্যক্তিগত মালিকানার? সৌরভকে এক টাকায় দেবেন, বি এস এফ কে দেবেন না! মন্ত্রী সিদিকুল্লা যা বলছেন তা তাঁর অধিকারের বাইরের বিষয়। আপনি তাঁকে উৎসাহ দিচ্ছেন! আসলে এই আন্দোলন চাকরিহারা শিক্ষকদের আন্দোলনকে দমাবার আন্দোলন। অদ্ভুত অমানবিক ঘৃণ্য কৌশল। চাকরিহারাদের অনেকেই তো মুসলমান! তাঁদের বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্য স্পষ্ট হচ্ছে মাদ্রাসা শিক্ষার কমিটির প্রধানের বিবৃতিতে। উনি বলছেন, আন্দোলন ছাড়ুন, শীর্ষ আদালত ছাড়া গতি নেই।সত্যিই তো। কিন্তু এই অবস্থার জন্য দায়ী কে? এস এস সি আর মন্ত্রিসভা। স্কুল সার্ভিস কমিশন যোগ্য অযোগ্য ভাগ করেন নি। মন্ত্রিসভা 'সুপার নিউমেরারি' বলে একটি উদ্ভট ক্যাটিগরি ভেবেছেন, যাতে যোগ্য অযোগ্য মিশে যায়। এর বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন গড়ার সময়ই পথ আটকানোর অপচেষ্টা ওয়াকফ বিলের বিরোধিতার বিক্ষোভ। বুঝছেন সবাই কিন্তু পথে নামতে দ্বিধা! কারণ ১. রাজ্যটা বৃদ্ধা- শ্রম হয়ে গেছে। শহরের তরুণ তরুণীরা বাইরে দূরে। গ্রামের যুবক পরিযায়ী শ্রমিক। ২. সদ্য তরুণদের ধারনা, রাজনীতি ধান্দাবাজি ছাড়া কিছু নয়। ৩. অনেকের ধারনা, অন্য কোনও নতুন নেতৃত্ব নেই।মানছি। কিন্তু অবস্থা দিন দিন অতলতর হচ্ছে। আমরা দান্তের নরকের প্রথম বৃত্তে আছি। বের হতেই হবে।

সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করে হনুমান জয়ন্তীর শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল ঃ সমগ্র দেশবাসীকে হনুমান জয়ন্তীর শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দেশবাসীর সুস্বাস্থ্য, সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার সকালে সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষ্যে দেশবাসীকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা।প্রধানমন্ত্রী মোদী এক্স হ্যান্ডেলে আরও লিখেছেন, সঙ্কটমোচনের আশীর্বাদে, আপনারা সবাই সর্বদা সুস্থ, সুখী এবং সমৃদ্ধ থাকুন, এটাই আমার কামনা। উল্লেখ্য, দেশজুড়ে শনিবার যথোচিত মর্যাদায় পালিত হচ্ছে পবন পুত্র হনুমানের জয়ন্তী।

জঙ্গিপুরে এখনও চাপা উত্তেজনা রয়েছে, জোরদার করা হয়েছে নিরাপত্তা

মুর্শিদাবাদ, ১২ এপ্রিল ঃ ওয়াকফ সংশোধনী আইন নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের একের পর এক জেলায় হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেই চলেছে। ওয়াকফ সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে অশান্ত হয়ে ওঠে মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর। বিক্ষোভকারীরা বেশ কয়েকটি গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। জঙ্গিপুরে শনিবার সকালেও চাপা উত্তেজনা রয়েছে। এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে।পুলিশের মতে, জঙ্গিপুরের সুতি এবং সামসেরগঞ্জ এলাকার পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে। শনিবার সকালে বিভিন্ন এলাকায় পুলিশের নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলার ধুলিয়ানও ওয়াকফ সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে অশান্ত হয়ে ওঠে। হিন্দুদের সম্পত্তি হামলা চালানো হয়, আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় বেশ কয়েকটি গাড়িতে। স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেছেন, বাইক-সহ অনেক জিনিসপত্র ভাঙচুর ও আগুন ধরিয়ে দিয়েছে তারা। আমার মামার দোকান ভাঙচুর করা হয়েছে এবং তারা দোকানের জিনিসপত্রও নিয়ে গিয়েছে। ভয়ে আমরা সারা রাত ঘুমাতে পারিনি। যখন এই ঘটনা ঘটে তখন পুলিশ এখানে ছিল না।

বাড়ির ছাদে গেরুয়া ধ্বজ ওড়ালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত

কলকাতা, ১২ এপ্রিল ঃ শনিবার নিজের বাড়ির ছাদে গেরুয়া ধ্বজ ওড়ালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজেপি-র সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।সেই পতাকা উত্তোলনের তিনটি ছবি-সহ তিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন, হনুমান জয়ন্তীর সকালে আমার নিজের বাসভবনে গেরুয়া ধ্বজ বন্ধন করলাম। জয় শ্রী রাম। জয় বজরংবলী।এর আগে, এদিন সকালে সুকান্ত মজুমদার লিখেছেন, আপনাদের সকলকে হনুমান জয়ন্তীর শুভেচ্ছা! শক্তি, ভক্তি এবং নিষ্ঠার প্রতীক শ্রী হনুমানজির আশীর্বাদ সর্বদা আপনার উপর বর্ষিত হোক। আমাদের বিপদ থেকে রক্ষা করুন এবং আমাদের জীবনে সাহস ও শক্তি আনুন।তিনি লিখেছেন, যদি কেউ তার মন, কর্ম এবং বাক্যের উপর মনোযোগ দেয়, তাহলে হনুমান তোমাকে ঝামেলা থেকে মুক্তি দেবেন। ভক্তদের রক্ষাকর্তা, রামদূত পবনপুত্রকে লক্ষ লক্ষ প্রণাম।

হাওড়ায় নওশাদের গাড়িতে লরির ধাক্কা, দুর্ঘটনার থেকে রক্ষা ভাঙড়ের বিধায়কের

হাওড়া, ১২ এপ্রিল ঃ কলকাতা থেকে বাড়ি ফেরার সময় দুর্ঘটনার কবলে পড়ল দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকির গাড়ি। শুক্রবার রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ হাওড়ার ডোমজুড়ের অঙ্কুরহাটি চেকপোস্টের কাছে তাঁর গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। সেই সময় একটি ট্রাক এসে তাঁর গাড়িতে ধাক্কা মারে। তবে এই দুর্ঘটনায় আহত হননি বিধায়ক নওশাদ।পুলিশ জানিয়েছে, কলকাতা থেকে বাড়ি ফিরছিলেন আইএসএফ বিধায়ক সিদ্দিকি। সিগন্যালে তাঁর গাড়ি ডোমজুড়ের অঙ্কুরহাটি চেকপোস্টের কাছে দাঁড়িয়েছিল। তখনই বাঁ দিক থেকে একটি ট্রাক এসে বিধায়কের গাড়িতে ধাক্কা মারে। স্থানীয় সূত্রে খবর, ধাক্কার তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে গাড়ির সামনের দিকের একটি টায়ার ফেটে যায়। এই ঘটনায় বিধায়ক অল্পের জন্য রক্ষা পান। তিনি বা তাঁর গাড়িচালক এবং নিরাপত্তারক্ষীদের কেউ আহত হননি। দুর্ঘটনার পরে বিধায়কের জন্যে বিকল্প গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়।

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি আন্দোলনে বিজেপি-র সক্রিয়তায় অখুশি সুজন

কলকাতা, ১২ এপ্রিল ঃ গত আগস্ট মাসে আর জি কর হাসপাতাল-কান্ডের দীর্ঘ আন্দোলনপর্বের নেতৃত্বের রাশ শেষ পর্যন্ত পরোক্ষভাবে চলে গিয়েছিল বামেদের হাতে। শিক্ষক নিযোগে দুর্নীতি আন্দোলনের প্রথম পর্বে নেমে পড়েছেন বিজেপি-র সাংসদ অভিজি গঙ্গোপাধ্যায় ও অন্যান্যরা। তাঁদের এই সক্রিয়তায় অখুশি সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী।সুজনবাবু শুক্রবার রাতে ১ মিনিট ৪ সেকেন্ডের তাঁর ভিডিয়োবার্তা-সহ এক্সবার্তায় লিখেছেন, শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির মাথায় স্বয়ং মুখ্য এবং শিক্ষামন্ত্রী। সবচেয়ে বড় দোসর তখনকার তৃন-মন্ত্রী এবং এখনকার বিজেপি দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। একথা সর্বজনবিদিত। এদের কারুর হয়ে, শিক্ষকদের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনে কেউ ঢুকে পড়লে, মাষ্টারমশাইরা মেনে নেবে কেন? বোঝার চেষ্টাই শ্রেয়।

পাটনায় কংগ্রেসের মিছিলে জলকামান, কানহাইয়া-সহ অনেকেই আটক

পাটনা, ১২ এপ্রিল ঃ পাটনায় কংগ্রেসের পলাযন রোকো, চাকরি দো মিছিল রুখে দিল পুলিশ। এই মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে জলকামান ব্যবহার করা হয়। কংগ্রেস নেতা কানহাইয়া কুমার-সহ বেশ কয়েকজনকে আটক করে গাড়িতে তোলা হয়। ডিএসপি (আইন ও শৃঙ্খলা) কৃষ্ণ মুরারি প্রসাদ বলেন, আমরা ইতিমধ্যেই সকলকে শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল করার জন্য অনুরোধ করেছিলাম, কিন্তু তারা শোনেনি এবং বেশ আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছিল। এরপর, আমরা জলকামান ব্যবহার করেছি এবং বেশ কয়েকজনকে আটক করেছি।রাজাপুর ব্রিজের কাছে বিক্ষোভ চলাকালীন পুলিশ কংগ্রেস কর্মীদের আটক করে এবং জলকামান ব্যবহার করে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। বিক্ষোভ চলাকালীন কানহাইয়া কুমার-সহ বেশ কয়েকজন নেতাকে আটক করা হয়। আটক হওয়ার প্রাক্কালে কংগ্রেস নেতা কানহাইয়া কুমার বলেছেন, এই যাত্রা বিহারের বিভিন্ন জেলা পেরিয়ে গেছে এবং স্থানীয় মানুষ তাদের নির্দিষ্ট সমস্যাগুলি তুলে ধরেছে।উল্লেখ্য, যুব কংগ্রেসের অধীনে 'পলায়ন রোকো, চাকরি দো' যাত্রার আওতায় শচীন পাইলট ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতারা মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের দিকে একটি প্রতিবাদ মিছিল বের করেন। কংগ্রেস নেতা কানহাইয়া কুমার, সুপ্রিয়া সুলে, এনএসইউআই জাতীয় সভাপতি বরুণ চৌধুরী এবং আরও বেশ কয়েকজন দলীয় কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

বিজাপুরে এনকাউন্টারে নিহত ৩ মাওবাদী, তল্লাশি অভিযান অব্যাহত

রায়পুর, ১২ এপ্রিল ঃ নকশাল-মুক্ত ভারত অভিযানে আবারও সাফল্য মিলল ছত্তিশগড়ে। শনিবার ছত্তিশগ।রে বিজাপুর জেলায় সিআরপিএফ, ছত্তিশগ। পুলিশ ও জেলা রিজার্ভ গার্ড-এর যৌথ অভিযানে নিহত হয়েছে ৩ মাওবাদী। এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে ৩টি দেশি পিস্তল। সিআরপিএফ-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শনিবার সকালে ছত্তিশগড়ের বিজাপুর জেলার কোলনার এলাকায় সুরক্ষা বাহিনী ও নকশালদের মধ্যে গুলির ল।াই শুরু হয়। এই এনকাউন্টারে ৩ মাওবাদীর মৃত্যু হয়েছে। সিআরপিএফ-এর ২০২ ও ২১০ কোবরা ব্যাটেলিয়ন, ছত্তিশগ। পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স ও ডিআরজি জওয়ানরা এই অভিযান চালান। এখনও পর্যন্ত ৩ মাওবাদীর দেহ উদ্ধার হয়েছে।

ফের তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস রাজস্থানে, গরমে জ্বলবে গুজরাটও

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিলঃ রাজস্থানে ফের তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস জারি করলো ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। আগামী ১৫ এপ্রিল থেকে তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে পশ্চিম রাজস্থান ও গুজরাটে। এরপর ১৬ এপ্রিল তীব্র তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে পঞ্জাব, হরিয়ানা, দিল্লি, গুজরাট ও পূর্ব রাজস্থানে।ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, ১৭ এপ্রিল পশ্চিম রাজস্থানে তীব্র তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে। ওই দিন পঞ্জাব, হরিয়ানা, দিল্লি, গুজরাট ও পূর্ব রাজস্থানে তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত অসম ও মেঘালয়ের বেশ কিছু অংশে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টি হতে পারে জানান।

পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জিকা

৩০চৈত্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, রবিবার, ইংরেজীঃ১৩ এপ্রিল ২০২৫, ৫৩৯ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ২৬ চৈত্র, চান্দ্র ৩০ বিষ্ণু মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৫ চৈত্র ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ২৪ চৈত্র ১৯৪৭, মৈতৈঃ৩০ লমতা, আসামঃ ১৫ চ'ত, মুসলিমঃ২৯-রমজান-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৩৪ঃ২৪ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ৪৮ঃ১১।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৫৩ঃ৪১(৩০) এবং অস্ত বিকাল ০৬ঃ৫৫ঃ১৮(৩০)।কৃষ্ণ পক্ষ ।তিথিঃঅমাবশ্যা (পূর্ণা) বিকাল ঘ ০৫ঃ০৫ঃ০৯ দং ২৮৪৬৩৭.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃউত্তরভাদ্রপদ রাত্রিঃ ০৮ঃ২১ঃ৪৩ দং ৩৬৫৮২.৫ পর্যন্ত পরে রেবতী করণঃনাগ বিকাল ঘ ০৫ঃ০৫ঃ০৯ দং ২৮৪৬৩৭.৫ পর্যন্ত পরে কিন্তুঘ্ন যোগঃব্রহ্ম রাত্রিঃ১১ঃ ১২ঃ৪৩ দং ৪৪৫৩২.৫ পর্যন্ত পরে ইন্দ্র অমৃতযোগঃদিন ০৯ঃ৩৯ঃ০৫ থেকে - ১২ঃ৫৪ঃ৪৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৮ঃ০৯ঃ৩১ থেকে - ১০ঃ ৩০ঃ৪৬ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ০৪ঃ ৫৬ থেকে - ০১ঃ৩৯ঃ০৫ পর্যন্ত, তারপর ০২ঃ২৬ঃ১০ থেকে - ০৪ঃ ০০ঃ২০ পর্যন্ত। কুলিকবেলাঃদিন ০৬ঃ২৩ঃ২৫ থেকে - ০৭ঃ১২ঃ২০ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ থেকে - ০৬ঃ৩৫ঃ২১ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০১ঃ১৩ঃ০৬ থেকে - ০২ঃ৪৪ঃ৫০ পর্যন্ত।কালবেলা দিন ০৫ঃ৩৪ঃ৩০ থেকে - ০৭ঃ ০৬ঃ১৩ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১৬ঃ ৩৩ থেকে - ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ থেকে - ০৭ঃ১৬ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ ০৬ঃ১৩ থেকে - ০৫ঃ৩৪ঃ৩০ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ১১১৫৯১৩ (২৬) ৪ পদচন্দ্রঃ ১১২০৫৬২৩ (২৭) ২ পদমঙ্গলঃ ২২৬৫৭৪৭ (৭) ৩ পদবুধঃ ১১৩২৪৪৮ (২৬) ১ পদ বৃহস্পতিঃ১২১৪১৫২ (৪) ৪ পদ শুক্রঃ১০২৭৩৯১৫ (২৫) ৩ পদ শনিঃ১০২৭২১১১ (২৫) ৩ পদ রাহুঃ১১৪৫৫১৯ (২৬) ১ পদকেতুঃ ৫৪৫৫১৯ (১২) ৩ পদবুধ বক্রি শুক্র বক্রি।লগ্নঃমীন রাশি সকাল ০৬ঃ২৩ঃ৩২ পর্যন্ত। মেষ রাশি সকাল ০৮ঃ০৪ঃ০৬ পর্যন্ত। বৃষ রাশি সকাল ১০ঃ০২ঃ২৯ পর্যন্ত। মিথুন রাশি সকাল ১২ঃ১৫ঃ৪৮ পর্যন্ত। কর্কট রাশি দুপুর ০২ঃ৩১ঃ৩১ পর্যন্ত। সিংহ রাশি বিকাল ০৪ঃ৪২ঃ ৫১ পর্যন্ত। কন্যা রাশি বিকাল ০৬ঃ

আবহাওয়া

বিগত কয়েকদিনের বৃষ্টির পর ফের আবহাওয়ার উন্নতি হয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরে। আপাতত বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। পূর্বাভাস মতোই, শনিবার থেকেই আবহাওয়ার উন্নতি হয়েছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ১২-১৭ এপ্রিল আবহাওয়া মূলত শুষ্ক থাকবে জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া।একইসঙ্গে আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ১৮-২০ এপ্রিল আবারও জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন স্থানে হালকা বৃষ্টি ও উঁচু পাহা।ে তুষারপাত হতে পারে। আগামী ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত কৃষকদের জন্য কোনও সতর্কতা নেই। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, সোমবার থেকে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় ঝড়বৃষ্টি হতে পারে। কলকাতায় বিক্ষিপ্ত ভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে হতে পারে বজ্রপাত। দমকা হাওয়ার বেগ থাকতে পারে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার। একই পূর্বাভাস রয়েছে হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়ায়। বাকি জেলাগুলিতে ঝড়ের গতি হতে পারে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার। বেশ কয়েকটি জেলায় ঝড়বৃষ্টি হতে পারে মঙ্গলবারেও। জোয়ার-সকাল ১০ টা ৫১ মিনিট এবং রাত ০৭টা ৫০ মিনিট। ভাটা-সকাল৭ টা৫৬মনিট এবং রাত ৮ টা ৫৭মনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫টা ২৫মিনিট এবং অস্ত ৫টা ৫৫মনিট

২৪ ঘন্টার মধ্যে চুরি যাওয়া ৩৩ বস্তা সিমেন্ট উদ্ধার করল নববারাকপুর থানার পুলিশ, গ্রেপ্তার ৩

নববারাকপুর, ১২ এপ্রিলঃ শুক্রবার সকালে নববারাকপুর পুরসভার ২নং ওয়ার্ডের কালি বাড়ি রোড সেকেন্ড লেনে নির্মীয়মাণ বহুতল আবাসনে গোডাউন থেকে ছোট হাতি করে ৩৩ বস্তা সিমেন্ট চুরি করে নিয়ে পালায় দুস্কৃতীরা। ঐদিন বিকেলে ডেভলপার নববারাকপুর থানায় অভিযোগ জমা করে। তদন্তে নেমে নব বারাকপুর থানার তদন্তকারী অফিসার এসআই শুভম সরকার একটি সিসি ফুটেজ পায়। দেখা যায় একটি ছোট হাতি গাড়িতে করে নির্মীয়মাণ আবাসনের সামনে থেকে সিমেন্ট ভরে নিয়ে মধ্যমগ্রামের দিকে যাচ্ছিল। অনেক চেষ্টা করে গাড়ির নম্বর উদ্ধার করে। সেই গাড়ির সূত্র ধরে গাড়ির ড্রাইভার সুমঙ্গল বিশ্বাস (২৮) কে আটক করে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর উঠে আসে অশোকনগর নিবাসী এক ব্যবসায়ী যিনি অল্প দামে চোরাই সিমেন্ট কিনেছে। এক সূত্রে মারফত জানা গিয়েছে তিনি এইরুপ করে চোরাই সিমেন্ট বিক্রি নিম্নমানের কাজ করে থাকেন। শুক্রবার রাতে অভিযান চালিয়ে মধ্যমগ্রাম সিমেন্ট চুরি কান্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ তিনজনকে গ্রেপ্তার করে।

সমস্ত চুরি যাওয়া সিমেন্ট উদ্ধার করা হয়। পুলিশি তৎপরতার সাথে ২৪ ঘন্টার মধ্যে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার ও সিমেন্ট মালামাল উদ্ধার প্রশংসার দাবি রাখে। অপর দুই জন অভিযুক্ত হলেন হাবড়া অশোকনগরের সুজিত দাস(৫৩) ও শম্ভু দাস (৪৯)। শনিবার দুপুরে গাড়ির চালক সহ অপর দুই জন অভিযুক্ত কে ব্যারাকপুর মহকুমা আদালতে হাজির করা হয়।

জুলপিয়ায় পথ দূর্ঘটনায় মৃত চম্পাহাটি পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধানের ভাইপো

দুরন্ত বার্তা, বারুইপুর, ১২ এপ্রিল ঃ শনিবার বারুইপুর থানার জুলপিয়া রোডে ঘটে গেল এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনা। একটি দ্রুতগামী সবজি বোঝাই ছোট হাতি গাড়ির সঙ্গে একটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারায় চম্পাহাটি হালদার পাড়ার বাসিন্দা সন্তু নস্কর অরফে নাড়ু,বয়স ৩২ বছর। ওই বাইকে আরও দু'জন ছিলেন,তাঁরা গুরুতর আহত হলে ও প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন। বর্তমানে তাঁরা স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। জানা যায়, এদিন তিনজন বন্ধু মিলে জয়রামপুরে একটি পারিবারিক পূজোয় গিয়েছিলেন। পুজো দিয়ে মোটরবাইকে করে ফিরছিলেন চম্পাহাটির বাড়িতে। প্রত্যক্ষদর্শী দের মতে, মোটরবাইকটি দ্রুত গতিতে চলছিল, হেলমেট ছিল না কারোরই। জুলপিয়া রোডে উলটো দিক থেকে আসা একটি সবজি বোঝাই ছোট হাতির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।আর মোটর বাইক চালক সন্তু নস্করের মাথায় গুরুতর আঘাত লেগেঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। আর তাঁর পরেই বারুইপুর জুলপিয়া রোডে উত্তেজনা তৈরি হয়।এ ব্যাপারে স্থানীয়রা জানান, ভোরবেলা ও রাতের দিকে এই রাস্তায় গাড়ির গতি থাকে লাগাম ছাড়া। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, গাড়ি চালকরা নিয়ম না মেনে চালান, যার ফলে প্রায়শই ঘটে দুর্ঘটনা। এই রাস্তায় পুলিশের টহল প্রায় নেই বললেই চলে। গাড়ি গুলো ৭০-৮০ কিমি বেগে ছুটে চলে। দিনের পর দিন আমরা দুর্ঘটনা দেখে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। মৃত সন্তু নস্কর ছিলেন চম্পাহাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধানের ভাইপো। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর খবরে গোটা চম্পাহাটি জুড়ে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। বারুইপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে তদন্তের কাজ শুরু করেছে। দুর্ঘটনায় জড়িত মোটর বাইক ও ছোট হাতি গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীর

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১২ এপ্রিল ঃ ফের দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেলেন আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী। শুক্রবার রাতে কলকাতা থেকে বাড়ি ফেরার সময় হাওড়ার ডোমজুড় অঙ্কুরহাটি চেকপোস্টের কাছে সিগন্যালে তাঁর গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। সেইসময় বাঁ দিক থেকে একটি লরি বিধায়কের গাড়িকে ধাক্কা মারে। ধাক্কার তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল গাড়ির সামনের দিকে একটি চাকা ফেটে যায়। যদিও এই ঘটনায় বিধায়ক অল্পের জন্য রক্ষা পান। এই ঘটনায় তাঁর গাড়ির চালক এবং নিরাপত্তা রক্ষীরাও কেউ আহত হননি বলে জানা গেছে। দুর্ঘটনার পর ছুটে আসেন এলাকার লোকজন।

তাঁরা লরিটিকে ধরে ফেলেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে ডোমজুড় থানার পুলিশ। নওশাদ সিদ্দিকী জানিয়েছেন, সিগন্যালে তাঁর গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকার সময় লরিটি ধাক্কা মারে। ওই এলাকাটি অত্যন্ত দুর্ঘটনাপ্রবণ। তাই আন্ডারপাসের দরকার। তবে এই ঘটনার পিছনে অন্য কোনও উদ্দেশ্য আছে কিনা সে ব্যাপারে তিনি মন্তব্য করতে অস্বীকার করেন। উল্লেখ্য, বছর দুয়েক আগেও কোনা এক্সপ্রেসওয়ের গড়ফার কাছে তাঁর গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল। সেবারেও তিনি অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছিলেন। এদিন রাতে দুর্ঘটনার পর ডোমজুড় থানার পুলিশ বিধায়কের জন্য অন্য একটি গাড়ির ব্যবস্থা করে। সেই গাড়িতে চেপেই তিনি বাড়িতে ফেরেন। হাওড়া সিটি পুলিশের পক্ষ থেকে জানা গেছে, লরি চালককে আটক করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

এই দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী বলেন, সিগন্যালে একটি লরি বাম দিকে টার্ন নিতে গিয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটায়। যেকোনও মুহূর্তে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। আমি বাড়ি ফিরছিলাম। আমার গাড়ির উপর লরিটি তুলে দেয়। এখানে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে। অনেক জায়গায় আন্ডারপাস হয়েছে। কিন্তু এখানে আন্ডারপাস হয়নি।

চোর সন্দেহে এক যুবককে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগে চাঞ্চল্য ক্যানিং-এ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ১২ এপ্রিলঃ শুধুমাত্র চোর সন্দেহে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে এক যুবককে মারধর ও খুনের অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়ালো এবার ক্যানিং পূর্ব বিধানসভা এলাকায়। মৃতের পরিবারের দাবি, মোবাইল চুরি করেছে এই সন্দেহে যুবককে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে মারধর করেন স্থানীয় কয়েক জন। আর এই অত্যাধিক মারের কারনে মৃত্যু হয়েছে ওই যুবকের। আর এই ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে ক্যানিং পূর্ব বিধানসভা এলাকায়। তবে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, শুক্রবার রাতে ক্যানিং পূর্ব বিধানসভা এলাকার চন্দনেশ্বর থানার বাকরি গাজীপুর এলাকার এক যুবককে মোবাইল চুরির অভিযোগে বাড়ি থেকে ডেকে এনে কয়েক জন বেধড়ক মারধর করে পুকুরে ফেলে দেয় বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় চন্দনেশ্বর থানার পুলিশ। পুকুর থেকে উদ্ধার হয় যুবকের দেহ। মৃত যুবকের নাম আমিরুল লস্কর। তবে কী কারণে তাঁকে খুন করা হয়েছে, সে বিষয়ে পরিষ্কার নয় পুলিশ। তবে শনিবার মৃতের পরিবারের তরফে দাবি করা হয়, মোবাইল চুরি করেছে এই সন্দেহে তাদের বাড়ির ছেলেকে শুক্রবার রাতে কয়েকজন বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বেধড়ক মারধর করে। মৃতের স্ত্রী এদিন বলেন,বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে তাঁর স্বামীকে। জানা যাচ্ছে, পেশায় রিকশাচালক ছিলেন মৃত যুবক। তাঁর স্ত্রীর দাবি, যাঁরা স্বামীকে পিটিয়ে খুন করেছেন, তাঁদের মধ্যে তৃণমূলের স্থানীয় এক কর্মী ও ছিলেন। যদি ও স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব তাদের বিরুদ্ধে তোলা সব অভিযোগ অস্বীকার করেছে। মৃতদেহ শনিবার ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করছে পুলিশ।

পুলিশ কর্তার ছেলের জন্মদিনে অতিথি দিব্যাঙ্গ শিশু ও গৃহহীন মানুষেরা

দুরন্ত বার্তা, নববারাকপুর, ১২ এপ্রিলঃ শুক্রবার ঘড়িতে তখন সাড়ে দশটা। হঠাৎ করে হরিপদ বিশ্বাস প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ে হাজির হন নিউ বারাকপুর থানার আইসি সুমিত কুমার বৈদ্য। প্রধান শিক্ষিকাকে বিনয়ের সাথে অনুরোধ করেন তার স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের ও তাদের অভিভাবক সহ শিক্ষক শিক্ষিকারা দুপুরে প্রীতিভোজে যদি অংশগ্রহণ করে তবে তিনি কৃতজ্ঞ থাকবেন। থানার ওসির আমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সহ ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ। ইতিমধ্যেই সমস্ত আয়োজন করা ছিল নববারাকপুর পুরসভার কস্তুরি ভবনে।

সকলকে সাদরে দুপুরে আপ্যায়ন করে ও মধ্যাহ্ন ভোজ সম্পন্ন করান থানার অফিসার থেকে সিভিক ভলান্টিয়াররা। এছাড়াও পুরসভা পরিচালিত স্নেহের বন্ধন আবাসনে গৃহহীন বৃদ্ধ বৃদ্ধা ও আবাসনের পরিচালন সমিতির সকলের জন্য মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা করা হয়। কস্তুরি ভবনে মধ্যাহ্ন ভোজন সম্পন্ন হলে সকল দিব্যাঙ্গ শিশুদের হাতে খাতা কলম পেনসিল ও টিফিনের প্যাকেট তুলে দেন থানার বড় বাবু। অনুষ্ঠানে থানার বড় বাবু ছাড়া ও ছিলেন অন্যান্য আধিকারিক পুলিশ কর্মী ও পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা।

বড় বাবুর এহেন আপ্যায়নে বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা ছাত্র ছাত্রী অভিভাবক অভিভাবিকারা খুব আনন্দ ও তৃপ্ত হয়েছেন। পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা এবং প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা থানার বড় বাবুর মানবিক কর্মকান্ডের প্রশংসা করেন।

সুন্দরবনের মৎস্যজীবিদের চোর বলার নিন্দা করলেন এপিডিআর

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ১২ এপ্রিলঃ সুন্দরবনের বাঘে আক্রান্তদের বনমন্ত্রীর চোর অপবাদ দেওয়ার বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার জানালো এপিডিআর নামে একটি মানবাধিকার সংগঠন। গত ১১ ই এপ্রিল হাইকোর্টের ক্ষতিপূরণের বিষয়ে বিবৃতি দিতে গিয়ে বাঘের আক্রমণে নিহতদের পরিবার গুলিকে রাজ্যের বনমন্ত্রী বিরবাহা হাঁসদা মৎস্যজীবীদের চোর বলে অপবাদ দিয়েছেন। মন্ত্রীর এই অসংবেদনশীল উক্তিকে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি এপিডিআরের তরফে তীব্র ধিক্কার জানালো হয়।শনিবার এপিডিআরের সাধারণ সম্পাদক রঞ্জিত শূর প্রেস বিবৃতিতে বলেন, বনমন্ত্রীকে মৎসজীবীদের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। নহলে তীব্র আন্দোলন চলবে। ২০২৩ সালের ৩রা অক্টোবর এপিডিআরের উদ্যোগে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে প্রথম মামলা করেছিলেন কুলতলির শান্তিবালা দেবী। এই মামলায় জাস্টিস সব্যসাচী ভট্টাচার্য তাঁর ঐতিহাসিক রায়ে বলেছিলেন, কোর বা বাফার এরিয়া নয়, বাঘের আক্রমণে ঘটা সমস্ত মৃত্যুতে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। তার পর থেকে কোলকাতা হাইকোর্টে এ পর্যন্ত ৭ জন মৎস্যজীবী মামলা করে ক্ষতি পূরণের টাকা পেয়েছেন।এই ন্যায্য দাবি আদায়ে কেন মৎস্যজীবীদের বারবার কোর্টে যেতে হবে? কোর্টের অর্ডার কেন বনদপ্তর মানছেন না? অথচ গড়ে প্রতি বছরে ২০ জনের মত বাঘের আক্রমণে নিহত ও আহতের ঘটনা ঘটে। সুন্দরবনের বাঘের আক্রমণ নিহত আহতদের পরিবারের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে জানা যাবে, বাঘ বা কুমিরের প্রতি তাদের কোনো রাগ নেই। তাদের যত ক্ষোভ, আক্ষেপ বনদপ্তর আর সরকারের উপর। মৎস্যজীবী আছে বলে সুন্দরবন বেঁচে আছে। বনদপ্তর মনে করছেন তারা সুন্দরবনকে একার দায়িত্ব বাঁচিয়ে রেখেছেন। এটা তাদের সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। মৎস্যজীবী যদি চুরি করতো তাহলে বাঘ, আর কুমিরের সংখ্যা বাড়তো না, কমে যেতো। টন টন মধু ও উৎপন্ন হত না, আমাদের খাওয়ার মাছও মিলত না। এরা জীবন বাজি রেখে জঙ্গল এবং মানুষের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে চলেছে। এই কথাটি চির সত্য। অথচ সারা সুন্দরবনে শয়ে শয়ে বাঘে, কুমিরের আক্রমণ নিহত মৎস্যজীবী পরিবার যদি সরকারি সুযোগ সুবিধা পেতো তাহলে তাদের পরিবারের বাচ্চাদের পড়াশোনা বন্ধ করে পরিযায়ী শিশুশ্রমিক হতে হত না, মহিলাদের ও পরিচারিকার কাজে বাইরে যেতে হত না। এপিডিআর একটি মানবাধিকার সংগঠন।

বাইরে থেকে এসে এলাকার মানুষের মন জয় করা যায় না

'৫ বছর মানুষের পাশে থাকতে হয়, মানুষের দুঃখ, কষ্ট, উন্নয়নে পাশে থাকতে হয়'

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১২ এপ্রিল ঃ বাইরে থেকে এসে এলাকার মানুষের মন জয় করা যায়না। ৫ বছর মানুষের পাশে থাকতে হয়। মানুষের দুঃখ, কষ্ট, উন্নয়নে পাশে থাকতে হয়। শুভেন্দু প্রসঙ্গে প্রশ্নের উত্তরে মন্তব্য উত্তর হাওড়ার বিধায়ক গৌতম চৌধুরীর। হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষে শনিবার সকালে উত্তর হাওড়ায় এক বিশাল শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। ওই শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল বিধায়ক। এদিনই হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষে অন্য এক অনুষ্ঠানে সন্ধ্যায় শুভেন্দু অধিকারীর আসার আগে এই শোভাযাত্রা তার পাল্টা কিনা এবিষয়ে প্রশ্নের জবাবে বিধায়ক গৌতম চৌধুরী বলেন, ভগবান কি কারও পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি নাকি ? আমাদের পূর্বপুরুষ যা শিখিয়েছেন আমরা সেটা করে যাচ্ছি। আমরা নিজের ধর্মকে পুজো করি আর অপরের ধর্মকে আমরা সম্মান করি। এটাই বাংলার সংস্কৃতি, শিক্ষা। ধর্ম কারও সম্পত্তি নয়। আমরা শ্রীরামচন্দ্রের, বজরংবলীর, দেবী দুর্গার পুজো করি। আমরা ঈদ, মহরম, বকরি ঈদ করি। এটাই বাঙালির সভ্যতা। এই এলাকার সমস্ত মানুষ আজকের শোভাযাত্রায় সামিল হয়েছেন। ভগবানকে নিয়ে নোংরা খেলা উচিৎ নয়। আমরা এটা প্রতি বছর করে আসি। কিন্তু হঠাৎ করে এলাকার বাইরের একজন লোক এখানে এসে অনুষ্ঠান করছে। ঈশ্বর সকলের মঙ্গল করুক। চোরের ভাত আছে। কিন্তু বেইমানের ভাত হয় না। এই উৎসব এটা আমরা ছোটবেলা থেকে করে আসছি। আমরা বাবা-মায়ের এবং পরিবারের কাছ থেকে যা শিখেছি তা কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না। বাইরে থেকে এসে এলাকার মানুষ জয় করা যায় না। ৫ বছর মানুষের পাশে থাকতে হয়। মানুষের দুঃখ, কষ্ট, উন্নয়নে পাশে থাকতে হয়। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি মানুষের যে সমস্ত কাজ এখনও অসম্পূর্ণ আছে সেগুলো যেন আমরা করে দিতে পারি। মিছিলে যে সর্ব ধর্মের মানুষ পা মিলিয়েছেন সেটাই হওয়া উচিৎ।

পাণীয় জলের হাহাকার মল্লিকপুরে, কিনে খেতে হচ্ছে জল বাসিন্দাদের

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১২ এপ্রিলঃ গরমের শুরুতেই পাণীয় জলের হাহাকার বারুইপুরে। কেনা জলের উপর নির্ভরশীল বারুইপুরের মানুষ। জলের সন্ধানে সকাল বিকেল লাইন। তীব্র জলসংকট, পয়সা খরচ করেও মিলছে না প্রয়োজনীয় জল। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর মহকুমার একাধিক পঞ্চায়েত এলাকায় ভয়াবহ জল সংকটের মুখে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। গরম পড়তেই পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছে। পানীয় জল তো দূরের কথা,রান্না, স্নান, শৌচকর্ম দৈনন্দিন কাজে ব্যবহারের জন্যও বাসিন্দাদের নির্ভর করতে হচ্ছে কিনে আনা জলের উপর। সব চেয়ে গুরুতর পরিস্থিতি মল্লিকপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। উত্তরায়ণ, সুমন বেকারি লেন, মল্লিকপুর স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় জলের হাহাকার চলছে। বহু জায়গায় একেবারেই জল আসে না, কোথা ও আবার দিনে একবার, তাও এত কম পরিমাণে যে কোন ও কাজের উপযোগী নয়। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন,জলের অভাবে নিত্যদিন আমাদের দুর্বিষহ অবস্থা হয়ে উঠেছে। এলাকায় দিনদিন জন সংখ্যা বাড়ছে, কিন্তু জলের কোন ও পরিকল্পিত পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়নি। বাধ্য হয়ে প্রতিদিন জলের ড্রাম কিনতে হচ্ছে আমাদের।নলকূপে ও ভরসা নেই, জলের স্তর নেমে গেছে মাটির অনেক নিচে।একসময় বাড়িতে বসানো নলকূপই ছিল ভরসা। কিন্তু বর্তমানে সেই নলকূপে ও আর জলের দেখা মিলছে না। বেশিরভাগ নলকূপ ১০০-২০০ ফুট গভীর হলেও, সেখান থেকেও জল উঠছে না। অনেকেই নিজ উদ্যোগে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন সাব মার্সিবল পাম্প বসাচ্ছেন। কিন্তু এই অস্থায়ী সমাধানই দীর্ঘমেয়াদী ভূগর্ভস্থ জলের স্তরের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলছে বলে আশঙ্কা বিশেষজ্ঞদের। মল্লিকপুর পঞ্চায়েতের তরফে বসানো গভীর নলকূপ গুলি ও পরিস্থিতি সামাল দিতে পারছে না। একটি নলকূপ ঘিরে নির্ভরশীল প্রায় শতাধিক পরিবার। ফলে প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় জলের জন্য দীর্ঘ লাইন, ধাক্কাধাক্কি,এমনকি কখনও কখন ও বচসা ও হচ্ছে। সুমন বেকারি লেনের বাসিন্দারা বলেন, পাইপ লাইনে কোনওদিন জল আসে, কোনওদিন আসে না। এলেও এত কম চাপ থাকে যে এক গ্লাস জল ভরতেই মিনিট পাঁচেক লেগে যায়। বাধ্য হয়ে প্রতিদিন ৭০-৮০ টাকা দিয়ে জল কিনে আনতে হচ্ছে। এই অবস্থায় মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে এত খরচ চালানো অসম্ভব।গত কয়েক বছরে মল্লিকপুর ও আশেপাশের অঞ্চলে জনসংখ্যা বেড়েছে কয়েক গুণ। কিন্তু সেই অনুপাতে পরিকাঠামো তৈরি হয় নি। পঞ্চায়েত এলাকার বড় অংশ এখনও আধুনিক জল পরিসেবা থেকে বঞ্চিত।

এ ব্যাপারে স্থানীয় মল্লিকপুর পঞ্চায়েত প্রধান হবিবুর রহমান বৈদ্য বলেন, আমরা সমস্যা স্বীকার করছি। ইতিমধ্যেই কিছু এলাকায় নতুন গভীর নলকূপ বসানো হয়েছে। পাশাপাশি ২০২৫ সালের মধ্যে নতুন পাইপলাইনের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি জল সরবরাহের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। আপাতত জলট্যাঙ্কারের মাধ্যমেও জল সরবরাহের চেষ্টা করা হচ্ছে।

ট্রেনের গেট থেকে মুখ বের করে সিগন্যাল পোস্টে ধাক্কা খেয়ে আহত যাত্রী

বনস্পতি দে, চন্দননগর হুগলি, ১২ এপ্রিলঃ ট্রেনের গেট থেকে মুখ বের করে থুতু ফেলতে গিয়ে সিগন্যাল পোস্টে ধাক্কা খেয়ে সাংঘাতিক আহত হন এক যাত্রী। রেলের সমস্ত রকম বাধা নিষেধকে হাওয়ায় উড়িয়ে দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত যাত্রী। রীতিমতো ট্রেনের ভিতরে ছিটকে পড়েন। মাথা ফেটে প্রায় অজ্ঞান হয়ে যাওয়া আহত যাত্রীর সহায়তায় এগিয়ে আসেন এক তরুণ। জানা গিয়েছে, আহত যাত্রীর নাম সেজাবুর রহমান(১৮) মুর্শিদাবাদের নবগ্রাম থানার মহুরুল অনন্তপুরে বাড়ি। তিন দিন আগে মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় আসেন কাজের সূত্রে। এক পরিচিতর সঙ্গে বীরশিবপুরে রাজমিস্ত্রির কাজ করছিলেন তিনি। ভালো লাগছে না বলে শুক্রবার ফিরছিলেন বাড়ি। হাওড়া থেকে ব্যান্ডেলগামী মাতৃভূমি লোকালে উঠেছিলেন। ব্যান্ডেল থেকে কাটোয়া লোকাল ধরে কাটোয়া যাওয়ার কথা ছিল। সেখান থেকে খাগড়াঘাট হয়ে বাড়ি পৌঁছানোর কথা ছিল সেজাবুরের। কিন্তু, মানকুন্ডু থেকে চন্দননগর ঢোকার আগে এই দুর্ঘটনা ঘটে। তরুণ যাত্রী চোখের সামনে এরকম দুর্ঘটনা দেখে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। তাঁর এক বন্ধুকেও ফোন করে ডাকেন। তারপর চন্দননগর স্টেশন থেকে টোটো করে আহত এই যাত্রীকে চন্দননগর হাসপাতালে নিয়ে যান। আহত ওই যাত্রীকে কয়েকজন সহযাত্রীর সাহায্যে চন্দননগর স্টেশনে নামান সায়ন্তন সরকার। তিনি ওই ট্রেনেরই এক যাত্রী। সায়ন্তন ওই ট্রেনেই উত্তরপাড়া থেকে চুঁচুড়ায় নিজের বাড়ি ফিরছিলেন। আহত যাত্রীর মাথায় সাতটি সেলাই পড়ে। তার কাছে থাকা মোবাইল নিয়ে বাড়িতে খবরও দেন সায়ন্তন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পরিবারের লোকজন চন্দননগরের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় বলে জানা গিয়েছে। সায়ন্তন বলেন,'আমরা ট্রেনের ভেতরে দাঁড়িয়েছিলাম। গেটের বাইরে মুখ বাড়িয়ে ওই যাত্রী থুথু ফেলতে যায়। হঠাৎ করে একটা শব্দ হলো ছিটকে ট্রেনের ভেতরেই পড়ে গেল সে। পা দুটো বাইরে ছিল আমরা তাকে ট্রেনে ভেতরে ঢোকালাম। আটটা নাগাদ চন্দননগর স্টেশনে ঢুকছিল ট্রেনটি।

কয়েকজন যাত্রীর সাহায্যে তাকে চন্দননগর হাসপাতালে নিয়ে যাই। বাড়িতেও খবর দিই। রাজমিস্ত্রির কাজে কলকাতা এসেছিল। এদিন বাড়ি ফিরছিল।' হাসপাতাল সূত্রে খবর, আহত ওই যাত্রীর অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক।

বিডিওকে ডেপুটেশন

বিলোনিয়া, ১২ এপ্রিলঃ রেগা শ্রমিকরা ৬ মাস ধরে পাচ্ছেন না মজুরী। মজুরীর দাবিতে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়া মহকুমার অন্তর্গত ভারতচন্দ্র নগর আরডি ব্লক আধিকারিক অরিজিৎ পালের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করল ক্ষেতমজুর ইউনিয়ন বিলোনিয়া বিভাগীয় পরিষদ। শনিবার দুপুরে বিলোনিয়ার মনুরমুখস্থিত ভারত চন্দ্র নগর আরডি ব্লক কার্যালয়ে গিয়ে ডেপুটেশন প্রদান করে ক্ষেত মজুর ইউনিয়ন বিলোনিয়া বিভাগীয় পরিষদের এক প্রতিনিধি দল। দলে ছিলেন সারা ভারত কৃষি শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বিধায়ক দীপংকর সেন, মহকুমা সম্পাদক সুবল রায়, সংগঠনের মহকুমা নেতৃত্ব বিপুল বৈদ্য , মৃদুল দত্ত, কানু চৌধুরী। চৈত্র সংক্রান্তির আগে ১৭ দিনের মজুরী রেগা শ্রমিকদের তুলে দেওয়ার দাবি জানানোর পর বিডিও অরিজিৎ পাল জানান, ৮৫ লক্ষ টাকা দরকার রেগা মজুরীর জন্য। তবে সংক্রান্তির আগে মজুরী প্রদান সম্ভব নয়। সংক্রান্তির পরে দুই দিনের মজুরী পিডিএফ ফান্ডের টাকা থেকে প্রদান করা হবে।

'এই সময় দীপ্তি ২০২৫'-এর মুকুট উঠল ঋতুপর্ণা দাসের মাথায়

বিজয়ীর মুকুট পরালেন টলিউড তারকা শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা,১২ এপ্রিলঃ 'এই সময় দীপ্তি ২০২৫'-এর বিজয়ী হলেন ঋতুপর্ণা দাস। বর্ণময় গ্র্যান্ড ফিনালে অনুষ্ঠিত হয় কলকাতার জে ডব্লিউ ম্যারিয়টে। দীপ্তির মুখ ও টলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের হাত থেকে বিজয়ীর মুকুট গ্রহণ করেন ঋতুপর্ণা। প্রথম রানার-আপ হয়েছেন তিথি বন্দ্যোপাধ্যায় (ব্যারাকপুর, উত্তর ২৪ পরগনা) এবং দ্বিতীয় রানার-আপ হয়েছেন আরফিন ইয়াসমিন (বর্ধমান)।

দীপ্তির ভাবনা ''স্বপ্নের কোনও সীমা নেইপ্রতিফলিত হয়েছে শুভশ্রীর নিজের জীবনেও। বর্ধমান থেকে উঠে এসে আজ তিনি টলিউডের প্রথম সারির অভিনেত্রী, আর সেই স্বপ্নের সিঁড়ি এবার ঋতুপর্ণাদের জন্য খুলে গেল। অনুষ্ঠানে বিচারকের আসনে ছিলেন একঝাঁক বিশিষ্ট মানুষ। অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা সরকার, অভিনেতা অর্জুন চক্রবর্তী, পরিচালক প্রতীম ডি. গুপ্ত, অভিনেত্রী আলেকজান্দ্রা টেলর, ফটোগ্রাফার সোমনাথ রায়, ডিজাইনার সন্দীপ জয়সওয়াল, কাস্টিং ডিরেক্টর সন্দীপ চট্টোপাধ্যায়, অভিনেত্রী পিয়ান সরকার ও উদ্যোগপতি প্রতিভা দুধোরিয়া।

এবার প্রথমবার কলকাতা ছাড়িয়ে দীপ্তি পৌঁছল জেলায় জেলায়উত্তরবঙ্গ, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও কলকাতা এই চারটি জোনে অনুষ্ঠিত হয় জোনাল অডিশন। প্রায় ৩,০০০ প্রতিযোগীর মধ্যে থেকে বাছাই হয়ে চূড়ান্ত পর্বে পৌঁছান ২০ জন প্রতিযোগী। এই অডিশনের বিচারকের দায়িত্বে ছিলেন পিয়ান সরকার, সন্দীপ জয়সওয়াল ও সন্দীপ চট্টোপাধ্যায়। এই ২০ জন ফাইনালিস্টকে গ্রুমিং ও প্রশিক্ষণ দেন ফেমিনা মিস ইন্ডিয়া ইউনিভার্স ২০১০ উষসী সেনগুপ্ত। তিনি তাঁদের শেখান র্যাম্প ওয়াক, ব্যক্তিত্ব গঠন ও মঞ্চে উপস্থাপনা। ২০১৪ সালে শুরু হওয়া 'এই সময় দীপ্তি' আজ শুধুমাত্র একটি সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা নয় এটি হয়ে উঠেছে এক আত্মবিশ্বাসী, স্বাধীন ও স্বপ্ন দেখা আধুনিক নারীর মঞ্চ। ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সী ছাত্রী, পেশাদার, গৃহবধূ ও উদ্যোক্তারা অংশগ্রহণ করে নিজেদের স্বপ্নকে ছুঁয়ে দেখার সুযোগ পেয়েছেন। বিজয়ীরা এবার সুযোগ পাবেন হইচই, এসভিএফ মিউজিক ও এসভিএফ ট্যালেন্টের সঙ্গে কাজ করার। ফলে তাঁদের জন্য খুলে যাচ্ছে বিনোদন দুনিয়ার দরজা, আর স্বপ্ন হয়ে উঠছে বাস্তব।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক ১৩২ সংখ্যা, রবিবার, ৩০ চৈত্র , ১৪৩১

থামাতে এদের হবেই

সম্পাদকীয়

বাড়ল আবার গ্যাসের দাম। সিলিন্ডার প্রতি ৫০ টাকা। নিম্ন ও মধ্যবিত্তর প্রাণ ওষ্ঠাগত। সাধারণ মানুষের জীবন কি শুধুই এ্রি রিকম চলবে।

রান্নার গ্যাস আর মধ্যবিত্তর জীবন- সম্পর্কটা ঠিক যেন বহুদিনের। একটি বাড়লে অবধারিতভাবে আরেকটির মান পড়ে। অভ্যাসটা এমনই হয়ে গিয়েছে। গ্যাস ছাড়া গতি নেই এ জীবনে। সেই গ্যাসের দামেই এবার মধ্যবিত্তর হেঁশেলে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে। ট্রাম্পের পাল্টা শুল্কের ধাক্কায় শেয়ার বাজার বেশ কিছুটা ব্যাকফুটে গিয়েছে, ক্রমাগত বাড়ছে নানান আশঙ্কা। তারই মাঝে এল রান্নার গ্যাসের দাম বাড়ার খবর। সিলিন্ডার প্রতি ৫০ টাকা করে দাম বৃদ্ধির কথা সোমবার মধ্যরাতে ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার আওতায় থাকা ক্রেতাদেরও গুনতে হবে অতিরিক্ত দাম। পেট্রোল, ডিজেলের ওপর আবগারি শুল্কের বোঝা বেড়ে গিয়েছে, ফলে রান্নার গ্যাসের দাম একলাফে বেড়ে গেল ৫০ টাকা। কি মনে হয় রান্নাঘরে তালাচাবি লাগিয়ে দিই। তাহলে পেট কি করবে। কলকাতায় রান্নার গ্যাসের দাম ছিল ৮২৯ টাকা। ৫০ টাকা বৃদ্ধির ফলে এখন সেই গ্যাসের দাম বেড়ে দাঁড়াল ৮৭৯ টাকা। কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী হরদীপ সিংহ পুরী জানাচ্ছেন মধ্যবিত্তকে বিপদে ফেলা তাঁদের উদ্দেশ্য নয়। তেল সংস্থাগুলির ক্ষতি কমাতেই এই উদ্যোগ। গ্যাসের দামে ভরতুকি দেওয়ার কারণে নাকি তেল সংস্থাগুলির ৪৩ হাজার কোটি টাকা লোকসান হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, সব কোপ কেন পড়ে মধ্যবিত্তর জীবনে। প্রথমে ওষুধের দাম বৃদ্ধি, এখন গ্যাস। মধ্যবিত্তর জীবনে দুটো দিয়ে শাঁড়াশির মতো চেপে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে।

সেই নিত্যপ্রয়োজনীয়র দাম বাড়ানোর কি খুব প্রয়োজন ছিল? জীবনের সর্বক্ষেত্রে শুধু মধ্যবিত্তই পিষেই চলেছে। মূল্যবৃদ্ধি থেকে শুরু করে চাকরি-হারানোর যন্ত্রণা- ভুগছে জনসাধারণ। মধ্য বা নিম্ন- তাদের সেই বিত্ত কোথায় যে, অতিরিক্ত ৫০ টাকার সঙ্গেও সমঝোতা করে নেবে! এমনিই ভাল স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জীবনযাত্রার মান নিশ্চিত করতে মাথার ঘাম পায়ে পড়ে। তার মধ্যে মূল্যবৃদ্ধি মরার উপর খাঁড়ার ঘা। লোন আর ইএমআই-নির্ভর জীবনে পড়ে থাকে বেতনে কি করে সংসার চালানো যাবে তাই নিয়ে চিন্তা বাড়ছে। আর তাই চাপ সামলাতে না পারলে কখনওসখনও কারুই শেষ সময়ের সঙ্গী হয় মেট্রোর লাইন। কথিত রয়েছে, অন্নপূর্ণাকে ঈশ্বরী পাটনী বলেছিলেন, ' সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে।' আজ সেই দুধ-ভাতটুকুও ফোটাতে গেলে প্রয়োজন গ্যাস। বিলাসিতা কি গরিব মানুষ করতে পারে? না কি ফিরে যাওয়া সম্ভব আর উনুনের যুগে? ভোটের আগে দাম কমিয়ে কতবার আর মানুষকে বোকা বানানো হবে? প্রশ্ন সেটাই। সামনেই ২৬ সালে ভোট, মনে করা হচ্ছে তার আগে গ্যাসের দাম কমানো হবে। আবার পরে বাড়িয়ে দেবে সরকার।১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত করছাড় সবই আইওয়াশ নয় তো। কেন্দ্রের হাতে আছে সমস্ত অস্ত্র। যখন-তখন যেমন খুশি চালিয়ে দিতে পারে। সাধারণ মানুষের পকেট কেটে ছোটাতে পারে উন্নয়নের বুলি। মধ্যবিত্তকে ফাঁদে ফেলা এদের যেন মোক্ষম কাজ হয়ে গিয়েছে। মধ্যবিত্তদের হাতেও যে এদের বধের অস্ত্র রয়েছে সেটা ভুললে চলবে না। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের হাজারো বন্দোবস্ত তার জানা আছে। চরম গরমে সূর্যের প্রখর তাপ যেমন শুষে নেয় মানুষের জীবনীশক্তি, তেমন মানুষের বেঁচে থাকার অন্যতম সম্বলটুকুও শুষে নেওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরী করছে সরকার। মুখে বড় বড় কথা বললেই কাজে তা করা যায় কি। মানুষকে এই ভাবে মেরে কাদের কি লাভ হবে। রেশনে বিনা পয়সায় চালগম দিচ্ছে, কিন্তু বাড়িতে নিয়ে এসে কি ভিজিয়ে খাবে মানুষ।ভাবার দিন এসেছে। কি করবে মানুষ তার। তাই মুখে কিছু না বলে কাজে করে দেখাতে হবে এদের। তবেই এরা থামবে। আর থামাতে এদের হবেই। কি করে তা ভাবুন।

বুকফাটা কান্না আর হাহাকার

বিশ্বজুড়ে এখন লক্ষ লক্ষ মানুষের বুকফাটা কান্না আর হাহাকার শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। মানুষের আর্তনাদ যেন কানে ভেসে আসছে দুর থেকে। আমেরিকা থেকে আমাদের রাজ্য, সাধারণ চাকুরিজীবী মানুষের মাথায় ভেঙে পড়েছে আকাশ। সরকারি চাকরি পেয়ে মানুষ মনের সুখে নিজের বাসা বেঁধে ছিল। কিন্তু নির্দেশের ঝড়ে তা ভেঙ্গে টুকরো হয়ে গেল। যে কোনও সরকারি চাকরির নিশ্চয়তা যে কোনও বেসরকারি চাকরির খুঁটির জোরের চেয়ে অনেক বেশি, সন্দেহ নেই। বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির অর্থনৈতিক অবস্থা ও পরিকাঠামোর ভাগ্যে সরকারি চাকরির শিকে ছিঁড়লে মধ্যবিত্ত নিজেকে ভাগ্যবান মনে করেন।কিন্তু এই মুহূর্তে ভাগ্যের অপ্রত্যাশিত পরিহাস হল, বিশ্বজুড়ে চাকরিহারাদের আর্তনাদ নিয়ে এসেছে এক অপরিমেয় মানবিক সমস্যা। এবং বিচার্য বিষয়, তাদের অধিকাংশই যুক্ত এবং সম্পূর্ণ নির্ভরশীল সরকারি চাকরিতে। আরও একটি জায়গায় দুর্ভাগ্য বা ' এই চাকরিহারাদের সমস্ত ভৌগোলিক এবং সামাজিক পার্থক্য মুছে দিয়ে মিলিয়ে দিয়েছে। এই মুহূর্তে যে সরকারি চাকরির শক্ত জমিতে পেতেছে সংসার, দেখছে ভবিষ্যতের স্বপ্ন, বড় করছে সন্তানদের, পালন করছে সাংসারিক ও সামাজিক দায়দায়িত্ব। বর্তমানে পায়ের তলায় অন্ধকার, অনিশ্চিত পাতাল। সরকারি চাকরির মতো নির্ভরযোগ্য প্রতিশ্রুত আশ্রয়ও মুহূর্তে হারিয়ে যেতে বসেছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে সারা বিশ্বজুড়ে দুর্ভাগ্যের অতর্কিত হানা শুরু হয়েছে। দুর্ভাগ্যের একটি করাল ছোঁ উপড়ে ফেলল নিশ্চয়তার সব শিকড়। ধস নামাল সংসারে। চুরমার করল সামাজিক মানসম্মান। কেড়ে নিল ভবিষ্যৎ। কি করবেন এই সমস্ত মানুষজন। ভেবে কুলকিনাড়া করতে পারছেন না।গেরস্ত জীবন আয়নার মতো উত্তরহীন, সমাধানশূন্য। কোথা থেকে আসবে সাধারণভাবে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার টাকা? কীভাবে লেখাপড়া শিখিয়ে বড় করব ছেলেমেয়েদের? কী উপায়ে অসুখে চিকিৎসার খরচ চালাবেন তারা? কোন পথে মেটাবেন সংসারের ঝড়ঝাপটা? চাকরি যাওয়া মানে তো বেঁচে থাকার পথ। পায়ের তলা থেকে আজ মাটি সরে গিয়েছে। চারিদিকটা শুধু অন্ধকার। কি হবে, কি করবেন তা নিয়েই চিন্তা। উত্তর সেই এক, নেই নেই আর নেই।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

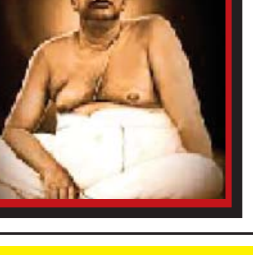

তোমার ভাষা যদি
কুৎসাকলঙ্কজড়িতই হয়ে থাকে,
অপরের সুখ্যাতি করতে না পারে,
তবে যেন কারো প্রতি কোনো
মতামত প্রকাশ না করে। আর
মনেমনে তুমি নিজ স্বভাবকে ঘৃনা
করতে চেষ্টা করো এবং ভবিষ্যতে
কুৎসানরক ত্যাগ করতে
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বলতেন

একযোগে কাজ করতে হবে। মনের মধ্যে অপরাধবোধকে দূর করতে হবে। মায়ের সাধনা করতে হবে। তন্ত্র সাধনারৈ দ্বারা মাকে জয় করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই জয়ের শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। মা তারাপীঠ কাউকে নিরাশ করেন না। তিনি সবাইকে সমানভাবে শক্তি দিয়েছেন। মায়ের কাছ থেকে শক্তিকে সঞ্চয় করে শরীরে ধারন করতে হবে। শ্যামা মা তার সঠিক উপায় বলে দেবেন। শক্তিকে কীভাবে এবং কোনও পথ ধরে পরিচালিত করলে সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া সম্ভব।

নজরুলের সঙ্গে আলাপ করার জন্য ছটফট করতে থাকেন সত্যেন্দ্রনাথ

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৮২জন্ম। ২৫ জুন ১৯২২ তাঁর মৃত্যু হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় কবি ও ছড়াকার। রবীন্দ্র যুগের খ্যাতনামা ছন্দরাজ কবি। তাঁর কবিতায় ছন্দের কারুকাজ, শব্দ ও ভাষা যথোপযুক্ত ব্যবহারের কৃতিত্বের জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে 'ছন্দের যাদুকর' নামে আখ্যায়িত করেন। মধ্যযুগে ভারতের ইতিহাস, সংস্কৃতি, পৌরাণিক প্রভৃতি বুদ্ধি- বৃত্তিবিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ে তিনি সিদ্ধহস্তের অধিকারী ছিলেন। প্রারম্ভিক জীবন- সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের জন্ম ১৮৮২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি কলকাতার নিকটবর্তী নিমতা গ্রামে। তাঁর পৈতৃক নিবাস বর্ধমান এর চুপী গ্রামে। পিতা রজনীনাথ দত্ত ছিলেন কলকাতার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, মাতা মহামায়া দেবী। পিতামহ অক্ষয় কুমার দত্ত ছিলেন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় নানা ভাষার শব্দ নিপুণ ছন্দে যুক্ত হয়েছে। এছাড়া তিনি বিভিন্ন ভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদকর্মও করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ কলকাতার সেন্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুল থেকে এন্ট্রান্স (১৮৯৯) এবং জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন (বর্তমান স্কটিশ চার্চ কলেজ) থেকে এফএ (১৯০১) পাস করেন। কিন্তু পরে বিএ পরীক্ষায় অকৃতকার্য হন।

কর্মজীবন- কাব্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করার আগে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত পিতার ব্যবসায় যোগ দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন ভারতী পত্রিকাগোষ্ঠীর অন্যতম কবি। প্রথম জীবনে তিনি মাইকেল মধুসূদন দত্ত, অক্ষয় কুমার বড়াল প্রমুখের দ্বারা প্রভাবিত হন। পরে রবীন্দ্র অনুসারী হলেও তিনি স্বতন্ত্র হয়ে ওঠেন। বাংলা শব্দের সঙ্গে আরবি-ফার্সি শব্দের সমন্বিত ব্যবহার দ্বারা বাংলা কাব্যভাষার শক্তি বৃদ্ধির প্রাথমিক কৃতিত্ব তাঁরই। অনুবাদের মাধ্যমে তিনি বিশ্বের কাব্যসাহিত্যের সঙ্গে বাংলার যোগাযোগ ঘটান। নবকুমার, কবিরত্ন, অশীতিপর শর্মা, ত্রিবিক্রম বর্মণ, কলমগীর প্রভৃতি ছদ্মনামে তিনি কবিতা লিখতেন। দেশাত্মবোধ, মানবপ্রীতি, ঐতিহ্যচেতনা, শক্তিসাধনা প্রভৃতি তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু। ১৯১৮ সালে ভারতী পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যায় ছন্দ সম্পর্কিত তাঁর প্রসিদ্ধ রচনা 'ছন্দ-সরস্বতী' প্রকাশিত হয়। তাঁর অপর কৃতিত্ব বিদেশী কবিতার সফল অনুবাদ। আরবি-ফার্সি, চীনা, জাপানি, ইংরেজি এবং ফরাসি ভাষার বহু কবিতা অনুবাদ করে বাংলাসাহিত্যের বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধি সাধন করেন। মেথরদের মতো অস্পৃশ্য ও অবহেলিত সাধারণ মানুষ নিয়েও তিনি কবিতা লিখেছেন। কবিতায় ছন্দের সমৃদ্ধতার জন্য তিনি ছন্দের রাজা ও ছন্দের যাদুকর বলে খ্যাত। মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে ১৯২২ সালের ২৫ জুন তারিখে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত পরলোকগমন করেন। সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন- তুমি বঙ্গভারতীর তন্ত্রী-'পরে একটি অপূর্ব তন্ত্র এসেছিলে পরাবার তরে এ শুধু পিয়জনের প্রশংসা নয়, এ এক ঐতিহাসিক সত্য। বাংলার সাহিত্যজগতে কাজী নজরুল ইসলাম তখন নিতান্তই তরুণ তাঁর সাহিত্যচর্চার বয়স তখন সবেমাত্র বছর তিনেক। আর রবীন্দ্রযুগে রবীন্দ্র-প্রভাব থেকে মুক্ত কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তখন বাংলার সাহিত্যজগতে খ্যাতির শীর্ষে। ' কবির কাব্য-প্রতিভায় মুগ্ধ ছন্দের জাদুকর। তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে রীতিমতো আগ্রহী তিনি। পল্টনে থাকতে থাকতেই ১৯১৯-এর মাঝামাঝি করাচি সেনানিবাস থেকে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'য় কবিতা পাঠিয়েছিলেন নজরুল। ' শিরোনামের সেই কবিতা পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল। এটিই ছিল কোনও পত্রিকায় ছাপানো

নজরুলের প্রথম কবিতা। এর পর ওই পত্রিকায় তাঁর লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯২০-এর মার্চে বেঙ্গল রেজিমেন্ট ভেঙে দেওয়া হলে নজরুল চলে আসেন কলকাতায়। তিন-চার দিন বন্ধু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বোর্ডিং হাউজে কাটানোর পর চলে আসেন ৩২ কলেজস্ট্রিটে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির অফিসে। থাকতে শুরু করেন মুজফ্ফর আহমদের সঙ্গে। তাঁর লেখা গল্প, কবিতা তখন প্রকাশিত হচ্ছে 'সওগাত' 'প্রবাসী' 'মোসলেম ভারত' প্রভৃতি পত্রিকাতে। পাশাপাশি সাংবাদিকতাও করেছেন 'নবযুগ','সেবক' 'মোহাম্মদী' পত্রিকায়। 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় নজরুলের কবিতা পড়ে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন সত্যেন্দ্রনাথ। তিনি স্পষ্টই বলেছেন, পত্রিকা-কর্তৃপক্ষ ভালোবেসে 'মোসলেম ভারত' পত্রিকা পাঠান বলে যে তিনি তা নিয়মিত পড়েন তা নয়, কাজী নজরুল ইসলামের কবিতাগুলো তাঁকে টানে। ওঁর কবিতা পড়ার আশাতেই তিনি 'মোসলেম ভারত'-এর পথ চেয়ে বসে থাকেন। কিন্তু কেন তাঁকে নজরুলের কবিতা এত টানে? সত্যেন্দ্রনাথের কথাতেই তার জবাব আছে-কি অনবদ্য মিল ও ছন্দ, অথচ কত আরবী পারশি শব্দ নিয়ে সে ছন্দমিলকে গাঁথতে হয়েছে। অদ্ভুত ক্ষমতা ছোকরার। আর কি জোরালো দৃষ্টিভঙ্গি! নজরুলের সঙ্গে আলাপ করার জন্য ছটফট করতে থাকেন সত্যেন্দ্রনাথ। বিবেকানন্দ রোডের মোড়ের কাছেই ৩৮ নম্বর কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটে (অধুনা বিধান সরণি) থাকতেন গজেন্দ্রকুমার ঘোষ। কবি-সাহিত্যিক মহলে তিনি পরিচিত ছিলেন গজেন, গজেনদা, বা গজেনবাবু হিসাবে। সেই বাড়িতে প্রতি সন্ধ্যায় আড্ডা বসত কবি-সাহিত্যিকদের। কে আসতেন না সেই আড্ডায়- প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, নরেন্দ দেব, মোহিতলাল মজুমদার প্রমুখ! সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কিন্তু কবি-সাহিত্যিকদের অন্য আড্ডায় খুব একটা যেতেন না। এই গজেনদার বাড়িতেই এক সন্ধ্যায় সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে আলাপ হল নজরুলের এবং আলাপটা হয়েছিল সত্যেন্দ্রনাথের আগ্রহেই। তার আগের দিনই গজেনদার বাড়িতে আড্ডা জমিয়েছেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। কিছুক্ষণ পর সেখানে হাজির পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। পবিত্র যে নজরুলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু সেটা জানতেন সত্যেন্দ্রনাথ। পবিত্রকে দেখেই সত্যেন্দ্রনাথ 'শাত্-ইল-আরব'-র কবি কোথায়, তা জানতে চাইলেন। তিনি যে আলাপ করার জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছেন! পরের দিনই নজরুলকে গজেনদার বাড়িতে নিয়ে আসার জন্য পবিত্রকে অনুরোধ করলেন সত্যেন্দ্রনাথ। কবি সত্যেন দত্ত আলাপ করতে চেয়েছেন, পবিত্রর কাছে এ কথা শুনে বিশ্বাসই হচ্ছিল না নজরুলের। পরের দিন গজেনদার বাড়িতে নজরুলকে নিয়ে গেলেন পবিত্র। একটু পরে এলেন বুড়োদা তথা প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। কিছুক্ষণ পরে এলেন সত্যেন দত্ত। পবিত্র তাঁর সঙ্গে বন্ধুর আলাপ করিয়ে দিতেই উচ্ছ্বসিত নজরুল সত্যেন দত্তের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে গেলেন। নজরুলকে দু'হাতে বুকে টেনে নিলেন কবি সত্যেন দত্ত। বললেন, তুমি ভাই নতুন ঢেউ এনেছ। আমরা ত নগণ্য, গুরুদেবকে পর্যন্ত বিস্মিত করেছ তুমি। গুরুদেব তাঁর লেখা পড়েছেন শুনে বিহ্বল নজরুল। সত্যেন দত্ত জানালেন, আসলে গুরুদেবই তাঁর কাছে একদিন জানতে চেয়েছিলেন কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা পড়েছি কিনা। গুরুদেব বলেছেন, ভাবের সংস্কৃতি-সমন্বয়ের সাধনায় নজরুল এক নতুন অবদান আনছেন। গুরুদেব এ কথা বলেছেন শুনে আনন্দের আতিশয্যে নজরুলের মুখে কোনও কথা সরছে না তখন। শুধু 'পবিত্র' বলে ডেকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলেন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের দিকে। বুড়োদা জানতে চাইলেন, কোথায় লেখেন নজরুল! সত্যেন্দ্রনাথ জবাব দিলেন, 'মোসলেম ভারত'-এ। তিনি এও জানাতে ভুললেন না যে গুরুদেব নিয়মিত পড়েন 'মোসলম ভারত'। সে দিন সত্যেন্দ্রনাথ আসার আগেই গজেনদার ঘরে রাখা একটা অকেজো অর্গান সারিয়ে নজরুল গান গেয়েছিলেন- সে কোন্ বনের হরিণ ছিল আমার মনেকে তারে বাঁধলে অকারণে-।গজেনদা বললেন, সমন্বয়, অবদান এসব তিনি বোঝেন না। তবে যিনি এমন প্রাণ খুলে গাইতে পারেন তাঁকে পেয়ে তাঁর আনন্দের খোরাক অনেক বেড়ে গেল। নজরুল জানিয়ে দিলেন, গান তাঁর বাতিক। কেমন গান গাইছেন, এ সব সাত-পাঁচ না ভেবে গলা ছেড়ে গান গেয়ে যান তিনি। এ প্রসঙ্গেই চলে এল লেটো বা লেটুর দলে গান গাওয়ার কথা। সে আবার কী?- সত্যেন্দ্রনাথের এই প্রশ্নে নজরুল জানালেন, বর্ধমান-বীরভূমের পাড়াগাঁয়ে কবিগানেরই এক রকমফের এই 'লেটু' । ছেলেবেলায় গান গাওয়ার নেশায় তাদেরই দলে ভিড়েছিলেন নজরুল। তবে সেখানে গান গাওয়ার চেয়ে গান লেখাই বড় কাজ হয়ে গেল। (ক্রমশ)

সুকুমার সেন ছিলেন রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ব্যাখ্যাতা ও রসজ্ঞ

'**বিশেষ প্রতিবেদক** ঃ সুকুমার সেনকে ছাড়া বাংলা সাহিত্য অসম্পূর্ণ। পৃথিবীর যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পড়তে গেলে সুকুমার সেনকে স্মরণ করতেই হবে। নিজেকে কখনও পণ্ডিত হিসেবে দাবি করেন নি বরং নিজেকে পাণ্ডিত্যের পন্থী বলতে ভালবাসতেন। বলতেন প্রবন্ধ পড়ে লোকে তাঁকে যতটা পণ্ডিত ভাবে তিনি আসলে তেমন পণ্ডিত নন, পাঁচটা বই দেখে প্রবন্ধ লিখেছেন মাত্র। তবে সত্যিকারের পণ্ডিত হওয়ার স্পৃহা বারবার জেগে উঠে তাঁকে গবেষণার কাজে ঠেলে দিয়েছে। সুকুমার সেন ছিলেন একজন ভাষাতাত্ত্বিক ও সাহিত্য বিশারদ। বৈদিক ও ধ্রুপদী সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, বাংলা, আবেস্তা ও প্রাচীন পারসিক ভাষায় তার বিশেষ ব্যুপত্তি ছিল। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব ও পুরাণতত্ত্ব আলোচনাতেও তিনি তার বৈদগ্ধের পরিচয় রেখেছিলেন। কঠিন অসুখে পড়ে জীবন সংশয় হলে গৃহদেবতা রঘুনাথের আশীর্বাদে রোগমুক্তির পরে নামকরণ হল রঘুনাথ। তবে অনিল হোক বা রঘুনাথ কেউ স্থায়ী হতে পারেননি, স্কুলে ভর্তি হওয়ার সময় সুকুমার নাম সবার পছন্দ হলে সেই নামে আত্মপ্রকাশ ও আত্মপরিচয়। পাণ্ডিত্য আর রসবোধের সন্মিলনে আচার্য সুকুমার সেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে একটি চিরস্মরণীয় নাম। ইন্টারমিডিয়েট পড়ার সময় সব থেকে পছঃদের সাবজেক্ট ছিল গণিত,সেই সময়ে বীজগণিত নিয়ে কিছু গবেষণা করেছেন।ক্যালকাটা ম্যাথামেটিক্যাল সোসাইটিতে নিজের আবিস্কৃত থিয়ারেম পাঠিয়ে প্রশংসা অর্জন করেছেন। তবে দু ঃখের বিষয় সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হয়ে.গণিত ছাড়তে হয় কারণ সেখানে গণিত ছিল না। ১৯২৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে এম.এ. পরীক্ষায়

উত্তীর্ণ হন। ১৯২৫ সালে সিনট্যাক্স অফ বৈদিক প্রোজ নামে একটি থিসিস লিখে প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। ১৯২৬ সালে তার প্রথম গবেষণা প্রবন্ধ নোটস অফ দি ইউজ অফ কেসেস ইন দ্য কথক সংহিতা প্রকাশিত হয় এশিয়াটিক সোসাইটি জার্নালে। এরপর মধ্য ও আধুনিক (বাংলা) আর্যভাষার ঐতিহাসিক পদবিচারের উপর গবেষণা করে তিনি পি.এইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। যখন এম এ পরীক্ষা দিচ্ছেন একটি বাক্যে একটি পদে সামান্য ভুল, সুকুমার উত্তর পত্রে রবীন্দ্রনাথের ভাষাচার্য আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে লিখে দিয়েছিলেন আসল উত্তর। সুনীতিকুমার সেই ঘটনা ভুলে যান নি, বেশ কয়েক বছর পরে মুহাম্মদ শহীদুল্লাহের সঙ্গে অন্যতম প্রিয় ছাত্রের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সময় বলেন 'ইনি আমার ছাত্র,আমার প্রশ্নপত্রে ভুল ধরেছিলেন'। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিস পত্রিকায় সুকুমারের প্রথম গবেষণামূলক প্রবন্ধ 'বাংলার নারী ভাষা' প্রকাশিত হয়। এইভাবে গুরুশিষ্যের মধ্যে ধীরে ধীরে মানসিক অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠল। সুকুমার সেন বিলেত থেকে ডিগ্রি আনতে পারেন নি, কারণ বাংলার বাঘ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অকালমৃত্যু। তিনি সুকুমারের থিসিস কপি চেয়ে নিয়েছিলেন নিজে পড়বেন বলে। তবে সেই নিয়ে খেদ ছিল না সুকুমার সেনের মনে গর্ব করে বলতেন তিনি পুরোপুরি Home backed scholar. যদিও সবাই বলেন সুকুমার সেনের সব থেকে বড় কীর্তি 'ভাষার ইতিহাস ও সাহিত্যের ইতিহাস 'রচনা। ODBL সহজপাঠ্য ছিল না সহজপ্রাপ্য তো নয়। তাই লিখতে হল ভাষার ইতিবৃত্ত। প্রথমে আকারে কৃশকায়,পরে বিভিন্ন সংস্করণে সংস্কারে সংশোধনে ও সংযোজনের মধ্য দিয়ে প্রায় নতুন আকার ধারণ। সত্যি বলতে সুকুমার সেন কে সচরাচর ভাষাবিজ্ঞানী,মিথ ও ধর্মকথার ব্যাখ্যাতা ও ঐতিহাসিক,তথ্যসন্ধানী বলা হয়। তাই তাঁর সমাদার,খ্যাতি। কিন্তু আমরা ভুলে যাই তিনি বাঙালি সাহিত্য সমালোচকদের অগ্রগণ্য। সারাজীবন সুকুমার সেন পুরস্কার তিরস্কার কে ভ্রুক্ষেপ করেন নি, সংবর্ধনা -পুরস্কার পেয়েছেন কিন্তু যা প্রাপ্য ছিল তা পাননি। বিলাতের রয়াল্ এশিয়াটিক সোসাইটির ত্রৈবার্ষিক স্বর্ণপদক পেয়ে অত্যন্ত খুশী হয়েছিলেন, বলেছিলেন নোবেল পুরস্কার পেলেও আমি এত খুশী হতাম না।। বার্ধক্য জরা দৃষ্টিহীনতা কোনও কিছু তাঁর চিন্তাভাবনা নতুন সৃষ্টিকর্মকে থামাতে পারে নি। তাঁর মত শিক্ষাব্রতী ভাষাতাত্ত্বিক বাংলা ও বাঙালির গর্ব। ভাষাতত্ত্ব ও পুরাণ ছাড়া রবীন্দ্রসাহিত্যেও সুকুমার সেনের বিশেষ প্রজ্ঞা ছিল। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ব্যাখ্যাতা ও রসজ্ঞ।

রামকৃষ্ণ পরমহংস মানবকল্যাণের জন্য মর্ত্যে অবতীর্ণ ঈশ্বরের অবতার

কৌশিক দাস ঃ ১৮৮৬ সালের ১ জানুয়ারি কল্পতরু উৎসব শুরু হয়েছিল। এই দিন রামকৃষ্ণ পরমহংস তাঁর অনুগামীদের কাছে নিজেকে ঈশ্বরের অবতার বলে ঘোষণা করেছিলেন। বিভিন্ন জায়গায় এই উৎসব পালিত হলেও কাশীপুর উদ্যানবাটীতে (বর্তমানে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের একটি শাখাকেন্দ্র) এই উৎসব মহাসমারোহে পালিত হয়। এখানেই রামকৃষ্ণ পরমহংস জীবনের শেষদিনগুলি অতিবাহিত করেছিলেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসের অনুগামীরা এই উৎসবকে ঠাকুরের বিশেষ উৎসবগুলির অন্যতম উৎসব হিসেবে গণ্য করেন।রামকৃষ্ণ পরমহংস দুরারোগ্য গলার ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং তাঁর শারীরিক অবস্থারও যথেষ্ট অবনতি ঘটেছিল। তখন ঠাকুরকে নিয়ে আসা হয় বরানগরে। বরানগরের এই বাগানবাড়ির মালিক ছিলেন জমিদার রানি কাত্যায়নীর জামাই গোপাললাল ঘোষ। রামকৃষ্ণের ভক্তরা মাসিক ৮০ টাকায় প্রথমে ৬ মাস, তারপর আরও ৩ মাস বাড়িটি ভাড়া নেন। বাগানবাড়ির মোট এলাকার আয়তন ছিল ১১ বিঘা ৪ কাঠা ২ ছটাক। চারদিক ছিল উঁচু পাঁচিলে ঘেরা। উত্তর-পশ্চিম কোণে আছে প্রধান ফটক। উত্তর অংশে কয়েকটা ছোটো ছোটো ঘর আছে, যেগুলো রান্নাঘর এবং ভাঁড়ার হিসেবে ব্যবহার করা হত। উত্তর কলকাতার কাশীপুর অঞ্চলের এই একটি বাগানবাড়িতে চিকিৎসার সুবিধার জন্য তাঁকে নিয়ে আসা হয়েছিল। তাদের সামনেই দোতলা বসতবাড়ি, যার একতলায় চারটি এবং দোতলায় আরও দুটি ঘর। ওপরের বড়ো ঘরটিতে রামকৃষ্ণ থাকতেন। এখন সেটি কাশীপুর উদ্যানবাটী মঠের প্রধান উপাসনাঘর। পাশের ঘরটি রামকৃষ্ণ স্নান এবং অন্যান্য কাজ সারতেন। বড়ো ঘরটির নিচে একতলায় যে হলঘরটি আছে, সেখানে ভক্তরা বসতেন, এখন সেটি উদ্যানবাটী মঠের দ্বিতীয় উপাসনাঘর। নিচে পুবদিকের ঘরে থাকতেন সারদাদেবী, এখন সেখানে সারদাদেবীর মঙিদর। দক্ষিণের যে ঘরটিতে সেবকরা থাকতেন, সেই ঘরে এখন ছোট্ট একটি সংগ্রহশালা রয়েছে। সেই বছর ১ জানুয়ারি একটু সুস্থ বোধ করায় তিনি বাগানে হাঁটতে

বেরিয়েছিলেন। সেখানে তিনি তাঁর অনুগামী নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার কী মনে হয়, আমি কে? গিরিশচন্দ্র বলেন, তিনি বিশ্বাস করেন যে রামকৃষ্ণ পরমহংস মানবকল্যাণের জন্য মর্তে অবতীর্ণ ঈশ্বরের অবতার। ব্যাস-বাল্মিকী যাঁর ইয়ত্তা করতে পারেনি, এই অধম গিরিশ তাঁর কি বলবে। রামকৃষ্ণ পরমহংস বলে, আমি আর কী বলব? তোমাদের চৈতন্য হোক। এরপর তিনি সমাধিস্থ হয়ে তাঁর প্রত্যেক শিষ্যকে স্পর্শ করেন। রামকৃষ্ণ-অনুগামীদের মতে, তাঁর স্পর্শে সেদিন প্রত্যেকের অদ্ভুত কিছু আধ্যাত্মিক অনুভূতি হয়েছিল। রামকৃষ্ণ পরমহংসের অন্যতম শিষ্য রামচন্দ্র দত্ত ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, সেই দিন রামকৃষ্ণ পরমহংস হিন্দু পুরাণে বর্ণিত কল্পতরুতে পরিণত হয়েছিলেন তিনিই এই দিনটিকে কল্পতরু দিবস নাম দিয়েছিলেন, যা পরে কল্পতরু উৎসব নামে পরিণত হয়েছিল। উল্লেখ্য, এই দিন রামকৃষ্ণ পরমহংসের গৃহস্থ শিষ্যরাই তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর সন্ন্যাসী শিষ্যেরা সেই দিন তাঁর কাছে ছিলেন না। কল্পতরুর কারণ জানার জন্য অবশ্য আমাদের পুরাণে ফিরতে হবে। হরিবংশ ইত্যাদি পুরাণে 'কল্পতরুর উল্লেখ রয়েছে। দেবতা এবং অসুরদের মধ্যে সমুদ্র মন্থন হয়েছিল, পুরাণ অনুযায়ী সমুদ্র মন্থনকালে অমৃত, লক্ষ্মীদেবী, ঐরাবত ইত্যাদির সঙ্গে উঠে আসে একটি বৃক্ষ-ও। যাকে পারিজাত বৃক্ষ বলা হতো। পরবর্ত্তীতে দেবরাজ ইন্দ্রের বিখ্যাত নন্দনকাননের স্থান পায় এই পারিজাত বৃক্ষ এবং সেখান থেকে স্ত্রী সত্যভামার আবদারে শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীতে নিয়ে আসেন এই বৃক্ষ। এই পারিজাত বৃক্ষকে-ই 'কল্পতরু বলা হয়েছে। অর্থাৎ সেই বৃক্ষ, যার কাছে যা চাওয়া হয় তাই পাওয়া যায়। কল্পতরু উসবের দিন ঠাকুরের ভক্তরা তাঁকে অবতার রূপে মেনে নেন। কথিত আছে, সেদিন উপস্থিত সমস্ত ভক্তের মনোবাঞ্ছা ঠাকুরের কৃপায় পূরণ হয়েছিল। ভক্তদের বিশ্বাস রয়েছে, এই দিন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব সকলের মনের ইচ্ছা পূরণ করেন। তাই তিনি কল্পতরু। এই দিন রামকৃষ্ণ পরমহংসের অনুগামীরা এই উৎসবকে ঠাকুরের বিশেষ উসব গুলির অন্যতম উসব হিসেবে গণ্য করেন। রামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসীবৃন্দ ও রামকৃষ্ণ মিশনের গৃহস্থরা উৎসব পালন করেন। বিশ্বব্যাপী বেদান্ত সোসাইটিগুলিতেও এই উসব পালিত হয়। এই উৎসব পালিত হলেও কাশীপুর উদ্যান বাটীতে বর্তমানে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের একটি শাখাকেন্দ্র এই উৎসব মহাসমারোহে পালিত হয়। এখানে রামকৃষ্ণ পরমহংস জীবনের শেষ দিনগুলি অতিবাহিত করেছিলেন। রামকৃষ্ণ-অনুগামী তীর্থযাত্রীরা এই দিন দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে পুজো দিতে আসেন। এই উৎসবে দরিদ্রদের দাতব্য চিকিৎসা ও কম্বল বিতরণের আয়োজন করা হয়।

২১ বিলিয়ন ইউরোর অস্ত্র সহায়তা পাচ্ছে ইউক্রেন

বিশেষ প্রতবেদক ঃ ইউক্রেনকে ২১ বিলিয়ন ইউরোর (প্রায় ২৪ বিলিয়ন ডলার) সামরিক সহায়তা দেওয়ার অঙ্গীকার করেছে বন্ধুদেশগুলো। গত শুক্রবার ব্রাসেলসে ইউক্রেন ডিফেন্স কনটাক্ট গ্রুপের সম্মেলনে এ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলা শুরুর পর কিয়েভকে সামরিক সহায়তা দেওয়ার

জন্য প্রায় ৫০টি দেশ নিয়ে এ জোট গঠিত হয়। গতকাল এই জোটের ২৭তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে দেশগুলোর প্রতিরক্ষামন্ত্রীরা অংশ নেন। আগের ২৫টি সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিল যুক্তরাষ্ট্র। তবে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে ওয়াশিংটন নিজেকে গুটিয়ে নিলে যুক্তরাজ্য সভাপতিত্ব করছে। অবশ্য গতকালের সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিও অংশ নেন। পাশাপাশি প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ ভার্চ্যুয়ালি যুক্ত হন। সম্মেলনে ভার্চ্যুয়ালি যুক্ত হয়ে বক্তব্য দেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিও। সম্মেলন শেষে যুক্তরাজ্যের প্রতিরক্ষামন্ত্রী জন হিলি বলেন, ইউক্রনকে ২১ বিলিয়ন ইউরোর সামরিক সহায়তা দেওয়ার অঙ্গীকার করেছে জোটের সদস্য দেশগুলো। এটি ইউক্রেনের জন্য তহবিল সংগ্রহে নতুন রেকর্ড। এর মধ্যে যুক্তরাজ্য এ বছর ৪ দশমিক ৫ বিলিয়ন ইউরো সহায়তা দেবে যা এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের পূর্ণ যুদ্ধবিরতির পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন এবং আলোচনা বিলম্বিত করছেন বলে হিলি অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, এই যুদ্ধের জন্য ২০২৫ সাল খুবই গুরুত্বপূর্ণ বছর। ইউক্রেনে নিকট ভবিষ্যতে শান্তি অধরাই থেকে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন জার্মানির প্রতিরক্ষামন্ত্রী বরিস পিস্টোরিয়াস। এ সময় কিয়েভের জন্য নতুন সহায়তার বিস্তারিত তুলে ধরে তিনি বলেন, ২০২৯ সাল নাগাদ আরও ১১ বিলিয়ন ইউরোর সহায়তা দেবে জার্মানি। এটি ইতিমধ্যে প্রতিশ্রুত অর্থসহায়তার অতিরিক্ত। এ সময় ইউক্রেনের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রুস্তেম উমেরভ বলেন, কিয়েভকে নিরাপত্তাসহায়তার নেতৃত্ব নিচ্ছে ইউরোপ। এ জন্য ইউক্রেন কৃতজ্ঞ বলেও জানান তিনি। অবশ্য উমেরভ বলেন, এই সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রও অংশ নিয়েছে। এতে দেশটি যে নিরাপত্তা সহযোগিতা অব্যাহত রেখেছে এবং আমাদের পাশে আছে, তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটল। ব্রাসেলস সম্মেলনের মধ্যেই রাশিয়া সফরে গেছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ। গতকাল ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে তাঁর বৈঠক হলে, তা গণমাধ্যমকে অবহিত করবেন বলেও জানান পেসকভ। এর আগে মার্চে মস্কো সফর করেছিলেন উইটকফ। ওই সময় তিনি প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন। চলতি মাসের শুরুর দিকে ওয়াশিংটনে পুতিনের অর্থনৈতিক দূত কিরিল দিমিত্রিয়েভের সঙ্গেও বৈঠক করেন উইটকফ। ব্রাসেলসে সংবাদ সম্মেলনে উইটকফের এই সফরের উদ্দেশ্য নিয়ে ইউক্রেনের প্রতিরক্ষামন্ত্রী উমেরভের কাছে জানতে চাওয়া হয়। জবাবে তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যুদ্ধবিরতি চান। এই সফরের অর্জন নিয়ে মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রীর কাছ থেকে তিনি শিগগিরই জানতে পারবেন বলে আশা করছেন। এদিকে ইউক্রেনে সামরিক আইনের (মার্শাল ল) কার্যকারিতার মেয়াদ ৯ মে পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। রাশিয়ার হামলার পরপরই দেশটিতে সামরিক আইন জারি করা হয়েছিল। ইউক্রেনের আরেকটি গ্রাম দখলে নিয়েছে রুশ সেনারা। রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় গত মঙ্গলবার এ কথা জানিয়েছে। দখলে নেওয়া গ্রামটির নাম রোজলিভ। এটি ইউক্রেনের পূর্ব দিকের দোনেস্ক প্রশাসনিক অঞ্চলের একটি গ্রাম। গ্রামটি দখল নেওয়ায় অঞ্চলটিতে রুশ সেনাদের পশ্চিমমুখী অগ্রযাত্রা আরেকটু অগ্রসর হলো। রোজলিভ দখলে নেওয়া নিয়ে কোনো মন্তব্য করেনি ইউক্রেন। তবে দেশটির সেনাবাহিনী বলেছে, রোজলিভ ও প্রতিবেশী কোস্টিয়ানটিনোপিল গ্রামে পাঁচবার হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। অন্যদিকে গতকাল সন্ধ্যায় ইউক্রেনের জেনারেল স্টাফ বলেন, ওই অঞ্চলে তিনটি লড়াই চলছে। ডিপ স্টেট নামে ইউক্রেনের একটি ব্লগ রয়েছে, যারা উন্মুক্ত উস ব্যবহার করে প্রায় এক হাজার কিলোমিটারের সম্মুখসারির (ফ্রন্ট লাইন) তথ্য হালনাগাদ করার কাজ করে। তারা জানায়, পূর্ববর্তী ২৪ ঘণ্টায় রোজলিভ গ্রামের কাছাকাছি চলে এসেছে রুশ সেনারা। অন্যদিকে টরেটস্ক নামক গ্রামেও ব্যাপক ল।ইয়ের খবর দিয়েছে ব্লগটি।রোজলিভ হলো পোকরোভস্ক শহরের দক্ষিণের একটি গ্রাম। ইউক্রেনের রান্নার কয়লা তৈরির একমাত্র খনি পোকরোভস্ক শহরে অবস্থিত। শহরটি দখলে নেওয়ার জন্য কয়েক সপ্তাহ ধরে চেষ্টা করছিলেন রুশ সেনারা। সম্প্রতি তাঁরা কাছাকাছি চলে আসায় খনিটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে হামলার শুরুতে রাজধানী কিয়েভ দখলে নেওয়াই ছিল রাশিয়ার লক্ষ্য। কিন্তু কয়েক সপ্তাহের মাথায় সেই পরিকল্পনা বাতিল করে ইউক্রেনের পূর্ব দিকের দনবাস অঞ্চলের প্রশাসনিক অঞ্চল দোনেস্ক ও লুহানস্ক দখলে নেওয়ার দিকে মনোনিবেশ করেন রুশ সেনারা।ওই দুই অঞ্চলের বড় অংশ বর্তমানে রাশিয়ার দখলে। রুশভাষী অঞ্চল দুটিতে গণভোট দিয়ে নিজেদের পার্লামেন্টে আইন পাস করে তা নিজেদের ভূখণ্ডের অংশ করে নিয়েছে রাশিয়া।

গ্যাস ট্যাঙ্কারের সঙ্গে বাইকের সংঘর্ষে মৃত্যু বাইক আরোহীর

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১২ এপ্রিল ঃ গ্যাস ট্যাঙ্কারের সঙ্গে বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল এক যুবকের। গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি অপর আরোহী। শুক্রবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাটি থানার অন্তর্গত দুর্লভপুর বড়জোড়া শিল্প করিডোরের শ্রীচন্দ্রপুর মোড়ে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত যুবকের নাম আশিস বাদ্যকর (২৪), বাড়ি গঙ্গাজলঘাটির দুবেরডাঙ্গা গ্রামে। জখম যুবকের নাম সুদেব সূত্রধর। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আশিস ও সুদেব একটি বাইকে করে দুর্লভপুরের দিকে যাচ্ছিলেন। সেই সময় উল্টো দিক থেকে আসা একটি গ্যাস ট্যাঙ্কারের সঙ্গে তাদের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। প্রচণ্ড ধাক্কায় বাইক থেকে ছিটকে পড়েন দুই যুবক। স্থানীয়রা গুরুতর জখম অবস্থায় দু'জনকেই প্রথমে অমরকানন গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে তাঁদের বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে চিকিৎসক আশিসকে মৃত ঘোষণা করেন। পুলিশ ঘাতক ট্যাঙ্কারটিকে আটক করেছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

ছাত্রীকে শ্লীলতাহানি, গ্রেপ্তার শিক্ষক

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১২ এপ্রিল ঃ রাজ্যজুড়ে চলছে চাকরিহারা শিক্ষকদের বিক্ষোভ আন্দোলন। তারই মাঝে নাবালিকা ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল বর্ধমানের এক স্কুল শিক্ষকের বিরুদ্ধে। নাবালিকা মায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে বর্ধমানের তেজগঞ্জ হাই স্কুলের শিক্ষক বিশ্বরূপ দাসকে গ্রেফতার করে বর্ধমান সদর থানার পুলিশ। তার বয়স ৫৬ বছর। তিনি বর্ধমান শহরের পাঁচ নম্বর ইচ্ছালাবাদের বাসিন্দা। শনিবার অভিযুক্ত শিক্ষককে তোলা হয় বর্ধমান জেলা আদালতে শিক্ষকের বিরুদ্ধে পসকো আইনে মামলা রুজু করে। পরিবারের দাবি, বিভিন্ন অছিলায় ষষ্ঠ শ্রেণীর এই নাবালিকা ছাত্রীকে স্কুলের মধ্যে সংবেদনশীল জায়গায় স্পর্শ করত। বাড়িতে না জানানোর জন্য ভয় দেখাতেন অভিযুক্ত শিক্ষক। এই বিষয়টি নাবালিকা তার পরিবারের লোকজনকে জানালে, পরিবারের পক্ষ থেকে তেজগঞ্জ হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকের কাছে অভিযোগ জানায়। অভিযোগ জানানোর পরেও শিক্ষক তার স্বভাব বদল করেনি। এর জেরে শুক্রবার স্কুল চত্বরে বিক্ষোভ দেখায় ছাত্রীর পরিবার। এরপরেই বর্ধমান সদর থানায় অভিযোগ জানানো হলে গ্রেফতার করা হয় শিক্ষককে। পরিবারের পক্ষ থেকে আক্ষেপের সঙ্গে জানানো হয়েছে, শিক্ষক সব সময় ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে পিতার সমান। তাদের এই দুষ্কর্ম স্কুল সহ সমাজে খারাপ প্রভাব ফেলে। এইরকম অভিযুক্ত শিক্ষকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী করেন নাবালিকা ছাত্রীর পরিবার।

হাঙ্গেরিতে আবার মহামারী

হাঙ্গেরি, ১২ এপ্রিল ঃ ৫০ বছর পর হাঙ্গেরিতে আবার মহামারী। ঠিক প্রথমবারের মতো অত্যন্ত সংক্রামক পা এবং মুখের রোগের (FMD) প্রাদুর্ভাবের খবর ছড়িয়ে পরেছে। ইউরোপ তাদের সীমান্ত সিল করে দিয়েছে এবং আবারও পর্যটকদের জন্য ভ্রমণ নির্দেশিকা জারি করেছে। স্লোভাকিয়ান সীমান্তের কাছে কিসবাজস্কের একটি গবাদি পশুর খামারে ২০২৫ মার্চের প্রথম দিকে প্রথম দেখা দেয় এই মারাত্মক ভাইরাস। এখন কাউন্টির অন্যান্য খামারেও ছড়িয়ে পড়েছে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে, হাঙ্গেরির প্রশাসন একটি বিবৃতি জারি করেছে। তাঁরা আশঙ্কা করেছেন যে দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়া পা এবং মুখের রোগের মহামারী জৈবিক কারণেই হয়েছে। বিশ্ব প্রাণী স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে যে, গত মাসে অস্ট্রিয়া এবং স্লোভাকিয়া সীমান্তের কাছে উত্তর-পশ্চিমে একটি গবাদি পশুর খামারে প্রথম এই সংক্রমণ ধরা পড়ে, যার ফলে সীমান্ত বন্ধ এবং গবাদি পশুর গণহত্যা শুরু করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের একটি গবাদি পশুর খামারে এই প্রাদুর্ভাব ধরা পড়ার ফলে অস্ট্রিয়া এবং স্লোভাকিয়ার সাথে সীমান্ত বন্ধ হয়ে গেছে এবং গণহত্যা শুরু হয়েছে। এই প্রাদুর্ভাবে হাঙ্গেরির গবাদি পশুর উপর প্রভাব ফেলেছে, যা ইউরোপের মোট গবাদি পশুর ১.২১ প্রায় ৩,০০০ পশু হত্যা করতে হয়েছে।

কঙ্কালীতলার পবিত্র কুণ্ড থেকে উঠল পঞ্চমশিব, ভক্তকুলের ভিড় সতীপীঠে

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১২ এপ্রিল ঃ সতীপীঠ কঙ্কালীতলায় আজ এক বিশেষ আধ্যাত্মিক মুহূর্তের সাক্ষী থাকল ভক্তসমাজ। মায়ের আবির্ভাব দিবসের তিথিতে পবিত্র কুণ্ড থেকে তোলা হয়েছে পঞ্চমশিবকে। দেবীর আরাধনায় নিয়োজিত পুরোহিত, সন্ন্যাসী ও ভক্তবৃন্দ এই মহতী কর্মযজ্ঞে অংশগ্রহণ করেন। এই উপলক্ষ্যে ছয় দিন ধরে চলছে বিশেষ ভোগ নিবেদন ও পূজার্চনা। তারই প্রস্তুতি হিসাবে আজ মায়ের সেই বিশেষ কুন্ডটি সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার করা হয়েছে। প্রাচীন শাস্ত্রানুসারে অঘোর, তপুরুষ, ঈশান, সদ্যোজাত ও বামদেব-এই পাঁচটি শিলাকে একত্রে পঞ্চমশিব বলা হয়। বছরের এই একমাত্র সময়ে কুণ্ড থেকে এই পঞ্চমশিবকে তোলা হয় এবং কোপাই নদীর জলে স্নান করিয়ে তাঁকে মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়। বিশেষ পূজা ও ভোগ নিবেদনের শেষে আগামী ১ বৈশাখ, পঞ্চমশিবকে পুনরায় মায়ের কুন্ডে নিমজ্জিত করা হবে। এই সময় কঙ্কালীতলা পরিণত হয় এক আধ্যাত্মিক মেলায়, যেখানে ভক্তদের ঢল নামে দূর-দূরান্ত থেকে। কথিত আছে, সতীর কাঁকাল বা কোমরভাগ এই তীর্থভূমিতে পতিত হয়েছিল, তাই এর নাম ' অনেকে আবার মনে করেন, দক্ষযজ্ঞের পর দেবী পার্বতীর কঙ্কাল এখানে পড়েছিল, সেই থেকেই এই নামকরণ। এই শক্তিপীঠে দেবী গর্ভাদেবী নামে পূজিতা হন এবং ভৈরব রূপে বিরাজমান রুরু। মন্দিরসংলগ্ন কুণ্ডটিকে ঘিরে রয়েছে বহু অলৌকিক বিশ্বাস। কুন্ডের জলে থাকা পাথরের খণ্ডগুলিকে সাধকরা দেবীর শরীরের অংশ হিসেবে মান্য করে থাকেন। বিশ্বাস, এই কুণ্ডের সঙ্গে কাশীর মনিকর্নিকা ঘাটের এক অদৃশ্য যোগ রয়েছে। তাই এই কুণ্ডে স্নান, স্পর্শ ও পূজা অনেকেই মনে করেন আত্মার মুক্তির পথ। আজকের কুন্ড পরিষ্কার এবং পঞ্চমশিবের উত্থাপন কঙ্কালীতলার আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের ধারাকে আরও জোরদার করল, যা ভক্তদের মনে বয়ে আনল ভক্তি, শ্রদ্ধা ও আশীর্বাদের অনির্বচনীয় অনুভব।

বাসে গেরুয়া পতাকা লাগানো নিয়ে বর্ধমানে বিজেপি কর্মীদের সাথে পুলিশের বচসাঃ আটক ৫, থানা ঘেরাও

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১২ এপ্রিল ঃ শনিবার হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষ্যে 'ওঁম' লেখা পতাকা লাগানোকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল বর্ধমানের কার্জনগেটে। বেসরকারি বাস সহ বিভিন্ন চার চাকা যানবাহনকে থামিয়ে পতাকা লাগাতে গেলে উত্তেজনা ছড়ায় পুলিশের সাথে বিজেপি কর্মীদের। এই ঘটনাকে ঘিরে পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন বিজেপি কর্মীরা। পুলিশ আটক করে জেলা বিজেপির যুব মোর্চার সভাপতি পিন্টু সাম সহ আরও চারজন বিজেপি কর্মীকে। জানা গেছে, হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষ্যে বর্ধমানের কার্জনগেটে রাস্তার ধারে পতাকা লাগানোর কাজ করছিলেন বিজেপির কিছু কার্যকর্তা। পাশাপাশি কার্জন গেট চত্বরে জিটি রোডে যাতায়াত করা বাস সহ কিছু চারচাকাতেও পতাকা লাগানোর কাজ চালাচ্ছিল তারা। অভিযোগ, তারা বিভিন্ন যানবাহনকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে 'ওম লেখা পতাকা লাগানোর সময় পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাতে আপত্তি জানায়। তখনই বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়। যা পরে বচসার রূপ নেয়। জেলা যুব

মোর্চার সভাপতি পিন্টু সাম জানান, আমরা অনুমতি নিয়েই পতাকা লাগাচ্ছিলাম। স্থানীয়রা আন্তরিকভাবে তা গ্রহণ করছিলেন। অথচ পুলিশ এসে আমাদের কাজে বাধা দেয়। চারজনকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। আমাকেও কোমর ধরে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই ঘটনা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অর্ক ব্যানার্জি জানান, আমরা কেন এবং কী কারণে আটক করেছি, তা পরে সাংবাদিক বৈঠকে বিস্তারিতভাবে জানানো হবে। ঘটনাটি ঘিরে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। আটকদের অবিলম্বে ছেড়ে দেওয়ার দাবী জানিয়ে বিজেপির পক্ষ থেকে বর্ধমান থানায় বিক্ষোভ দেখায়। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন তুলেছে বিজেপি নেতৃত্বরা। তারা জানিয়েছে ওয়াকফ নিয়ে প্রতিবাদ আন্দোলনের সময় হিন্দুদের গেরুয়া ধ্বজ বাস থেকে খুলে নেওয়া হয় পুলিশের উপস্থিতিতে। তখন পুলিশ কেন বোবা কালা সেজে থাকলো। আর বিজেপির কর্মীরা শান্তিপূর্ণ ভাবে অনুমতি নিয়ে হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষ্যে যখন হিন্দুত্বের প্রতীক ওম লেখা গেরুয়া ধ্বজ লাগানোর কাজ করছিল তখন তারা সক্রিয় হয়ে তাদের কর্মীদের আটক করল। পুলিশের দু মুখো নীতিতে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠে যায়। তারা নিরীহ শিক্ষকদের পেটায়, লাথি মারে আবার সংখ্যালঘুদের ভয়ে লুকিয়ে প্রান বাঁচায় বলে কটাক্ষ করেছে বিজেপি নেতৃত্ব।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের দ্বারা উজান বাজারে ৩০৬.৯ কেডব্লিউপি সোলার প্ল্যান্ট উন্মোচন

মালিগাঁও, ১২ এপ্রিল ঃ পরিবেশগত স্থায়িত্ব এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি গ্রহণের দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপে নিয়ে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে গুয়াহাটির উজানবাজার জল শোধনাগারে একটি ৩০৬.৯

কেডব্লিউপি সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প চালু করেছে। এই প্রকল্পটির আনুষ্ঠানিকভাবে ১০ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তবের নেতৃত্বে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে উদ্বোধনে করা হয়, যেখানে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের লামডিং ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার শ্রী সমীর লোহানি এবং প্রিন্সিপাল চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার শ্রী সন্দীপ কুমারও উপস্থিত ছিলেন। এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হাউসকিপিং ম্যানেজমেন্ট (ইএনএইচএম) তহবিলের অধীনে বিকশিত করা এই অত্যাধুনিক সৌর প্রকল্পটি প্রতিদিন গড়ে ৯২৮ ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপন্ন করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যার ফলে আনুমানিক বার্ষিক ৩০ লক্ষ টাকা সাশ্রয় হবে, তথা পরিচালনগত শক্তি খরচ-এ উল্লেখনীয় হ্রাস হবে। সোলার সিস্টেমে মনো ক্রিস্টালাইন সোলার মডিউল রয়েছে, যেখানে ৫৫৮টি সৌর মডিউল প্লেট ব্যবহার করা হয়েছে, এবং প্রত্যেকটির ক্ষমতা ৫৫০ ডব্লিউপি ও এটি ৩১৫ কেভিএ-এর সম্মিলিত ইনভার্টার ক্ষমতাযুক্ত ০৮টি লুমিনাস মেক ইনভার্টার দ্বারা সমর্থনযুক্ত। মোট ২.৪৮ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে নির্মাণ করা এই প্রকল্পটি ৭ মার্চ, ২০২৫-এ সম্পূর্ণ করা হয়। উজান বাজার ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে মহত্বপূর্ণ অপারেশনগুলিকে শক্তি প্রদানের জন্য ডিজাইন করা এই সিস্টেমটিতে একটি বিস্তৃত বৈদ্যুতিক নেটওয়ার্ক রয়েছে যা বার্জ এবং জেটি পর্যন্ত বিস্তৃত, ফলে বাধাহীন শক্তি বিতরণ এবং অপারেশনাল দক্ষতা নিশ্চিত করে। মাত্র আট বছরের পেব্যাক সময়কাল এবং ২৫ বছরের একটি প্রত্যাশিত কর্মক্ষম আয়ুকালের সাথে, উজান বাজারে সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্পটি শক্তি দক্ষতা, সবুজ প্রযুক্তি গ্রহণ এবং কার্বন ফুটপ্রিন্ট হ্রাস করার প্রতি উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের উৎসর্গের উপর গুরুত্ব দেয়। এই পদক্ষেপটি কেবল বহনক্ষম পরিকাঠামো বাস্তবায়নে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের নেতৃত্বকে প্রতিফলিত করে না বরং ভারতীয় রেলওয়ে নেটওয়ার্কে অনুরূপ পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি প্রকল্পগুলির জন্য একটি মানদণ্ডও স্থাপন করে। প্রকল্পটি ভারতীয় রেলওয়ের বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গির একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, যার অধীনে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তিকে তার মূল পরিকাঠামোতে স্থাপিত করা হবে এবং প্রচলিত শক্তির উৎসের উপর নির্ভরতা কমে যাবে। গুরুত্বপূর্ণ সুবিধাগুলিতে ক্লিন এনার্জি সামাধান মোতায়েন করে, ভারতীয় রেল অপারেশনাল দক্ষতাকে বৃদ্ধি করেছে, সাথে সাথে কার্বন নিঃসরণ কম করার জাতীয় উদ্দেশ্যকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করেছে।

হনুমান জয়ন্তীতে সম্প্রীতির ছবি কোচবিহারে, শোভাযাত্রায় পুষ্পবৃষ্টি মুসলিমদের

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১২ এপ্রিল ঃ রামনবমীতে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় সম্প্রীতির ছবি দেখা গিয়েছিল। মালদা, ভাঙড়-সহ একাধিক জায়গায় রামভক্তদের পানীয় জল ও পুষ্পবৃষ্টি দেওয়ার ঘটনা দেখা গিয়েছিল। এবার হনুমান জয়ন্তীতেও সেই একই সম্প্রীতির ছবি দেখা গেল। কোচবিহারের পুণ্ডিবাড়িতে হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষ্যে মিছিল বার করা হয়েছিল। সেই মিছিলের উপরেও হল পুষ্পবৃষ্টি। মিছিলে উপস্থিত ব্যক্তিদের হাতে তুলে দেওয়া হল পানীয় জলের বোতল। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা দিতেই এই উদ্যোগ বলে জানানো হয়েছে। আজ শনিবার রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় হনুমান জয়ন্তী পালন করা হয়। বিভিন্ন জায়গায় মিছিলও বার করা হয়েছিল। কোচবিহারের পুণ্ডিবাড়ি এলাকায় এদিন বেলায় একটি শোভাযাত্রা বার করা হয়েছিল। সেই মিছিলে কেবল হিন্দু নয়, অন্যান্য ধর্মের মানুষরাও সামিল হয়েছিলেন বলে জানানো হয়েছে। ওই মিছিলের আগাম খবর ছিল ওই এলাকার মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে। সেই মতো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষজনও সম্প্রীতির বার্তা দিতে পথে নেমেছিলেন। মিছিল সেখানে পৌঁছলে পুষ্পবৃষ্টি করা হয় তাঁদের উপরে। শুধু তাই নয়, পানীয় জলের বোতল দেওয়া হয় প্রত্যেককে। মিছিলে সামিল হওয়া ব্যক্তিদের অভ্যর্থনা জানানো হয়। হনুমান জয়ন্তীতে এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল। সব সম্প্রদায়ের মানুষ বাংলার একসঙ্গে আছে। সেই সম্প্রীতির ছবি উঠে এল। এমনই মনে করা হচ্ছে। নুরুল ইসলাম জানিয়েছেন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি তুলে ধরার জন্যই এই পদক্ষেপ। পানীয় জল, পুষ্পবৃষ্টিতে সংবর্ধনা পেয়ে খুশি শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারীরা।

মর্মান্তিক! কুয়োয় পড়ে গিয়ে মা ও মেয়ের মৃত্যু

রাজস্থান, ১২ এপ্রিল ঃ রাজস্থানের ভীলওয়াড়া জেলায় শুক্রবার গভীর রাতে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনাটি ঘটেছে দেবখেড়া গ্রামে। মধ্যরাতে কুয়োয় পড়ে রতনি দেবী (৩২) ও তার মেয়ে রভিনা (৭)-র মৃত্যু হয়েছে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে , রতনি সার দিতে জমিতে গিয়েছিলেন, সঙ্গে ছিল মেয়ে রভিনা। রাত হয়ে গেলেও বাড়ি না ফেরায় পরিবারের লোকজন খুঁজতে গিয়ে কুয়োর পাশে রতনির জুতো দেখতে পান। পুলিশ ও গ্রামবাসীদের সহায়তায় রাতেই দুজনের দেহ উদ্ধার করা হয়। শনিবার সকালে পুলিশ দেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।

৬৪০০০ iOS ব্যবহারকারী 'মেট্রো রাইড কলকাতা' অ্যাপ ডাউনলোড করেছেন

কলকাতা, ১২ এপ্রিল ঃ 'মেট্রো রাইড কলকাতা অ্যাপ' তার ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার সাথে আরেকটি মাইলফলক স্পর্শ করেছে! এখন পর্যন্ত ১০.৯৫ লক্ষেরও বেশি অ্যান্ড্রয়েড এবং ৬৪০০০ এরও বেশি iOS ব্যবহারকারী এই অ্যাপটি ডাউনলোড করেছেন। সেন্টার ফর রেলওয়ে ইনফরমেশন সিস্টেমস (CRIS) দ্বারা তৈরি এই অ্যাপটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে ব্যবহারকারীদের মধ্যে জনপ্রিয়। এই অ্যাপটি মেট্রো যাত্রীদের যেকোনো সময় যেকোনো জায়গা থেকে তাদের স্মার্ট কার্ড রিচার্জ করতে বা কিউআর কোড ভিত্তিক টিকিট বুক করতে সক্ষম করেছে। যাত্রীদের সুবিধার জন্য, 'মেট্রো রাইড কলকাতা' অ্যাপটি ০৫.০৩.২০২২ তারিখে অ্যান্ড্রয়েড প্ল্যাটফর্মে এবং ২২.০৩.২০২৪ তারিখে iOS প্ল্যাটফর্মে চালু করা হয়েছিল। ১২.০৪.২০২৫ পর্যন্ত, ১০.৯৫ লক্ষেরও বেশি অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারী গুগল প্লে স্টোর থেকে এই অ্যাপটি ডাউনলোড করেছেন এবং ৬৪০০০ এরও বেশি iOS ব্যবহারকারী অ্যাপল স্টোর থেকে এই অ্যাপটি ডাউনলোড করেছেন। এই পরিসংখ্যান মেট্রো ব্যবহারকারীদের মধ্যে এই অ্যাপটির গ্রহণযোগ্যতা এবং জনপ্রিয়তা নির্দেশ করে। মেট্রো কর্মীরা যাত্রীদের গুগল প্লে স্টোর এবং অ্যাপল স্টোর থেকে এই অ্যাপটি ডাউনলোড করতে সহায়তা করছেন এবং বিভিন্ন স্টেশনে এটি ব্যবহারের পদ্ধতি দেখিয়েছেন। গত মাসে, মেট্রো রেলওয়ে মাসে ৩০শতাংশ এরও বেশি ডিজিটাল লেনদেন অতিক্রম করে একটি মাইলফলক স্থাপন করেছে। যাত্রীদের ডিজিটাল লেনদেন গ্রহণ করার এবং মেট্রো স্টেশনে পৌঁছানোর আগে অনলাইনে টিকিট কেনার অনুরোধ করা হচ্ছে, বিশেষ করে ব্যস্ত সময়ে বুকিং কাউন্টারে দীর্ঘ লাইনের কারণে ভিড় এড়াতে। উল্লেখ্য, ২৬ জানুয়ারী, ২০২৫ থেকে, এই অ্যাপের সমস্ত ব্যবহারকারীদের জন্য একটি বৈশিষ্ট্য চালু করা হয়েছে যাতে তারা নতুন পরিষেবা চালু, বিশেষ পরিষেবা, পরিষেবার ফ্রিকোয়েন্সিতে পরিবর্তন এবং পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার মতো মেট্রো পরিষেবা সম্পর্কে নিয়মিত বিজ্ঞপ্তি পেতে পারেন।

বিদ্যাভবন পরিদর্শনে উপাচার্য

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ১২ এপ্রিল ঃ উপাচার্যকে কাছে পেয়ে বিদ্যাভবনের বিভিন্ন ভবনের শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, আধিকারিক ও পড়ুয়াদের সাথে বিদ্যাভবনের সার্বিক উন্নয়ন নিয়ে সদর্থক আলাপ হয়। বিদ্যাভবনের বর্তমান পরিকাঠামো এবং সার্বিক কাজ কর্ম নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষ।

এছাড়াও শূন্য পদ, পদোন্নোতি, অতিরিক্ত ক্লাসরুম, আরও শৌচালয়, পানীয় জলের সমস্যা দূরীকরণ সহ খাবারের মানোন্নয়ন নিয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়। বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষ বলেন, সর্বপ্রথম কোনো উপাচার্য নিজ দায়িত্বভার গ্রহণ করেই এভাবে কোনো ভবনে সশরীরে এসে সকলের সাথে গঠনমূলক এবং আশাব্যঞ্জক কোনো আলোচনা করলেন। রবীন্দ্র ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ এমন উপাচার্য সান্নিধ্যে বিশ্বভারতী উত্তোরত্তর উন্নতি করবে। এদিন উপাচার্যর হাতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতি তুলে দিয়ে তাঁকে সম্বর্ধনা জানান অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। পাশাপাশি, ''এক পেড় মা কে নাম'' বিকশিত ভারত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন উপাচার্য। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষ ড. সিরাজুল ইসলাম। বিদ্যাভবনের ক্যাম্পাসে দশটি ফাল্গুন বাহার বৃক্ষরোপণ করা হয়।

তৃণমূলে থাকার সময় সৌমিত্র খাঁ নিয়োগ দুর্নীতির টাকা তুলেছে, বিস্ফোরক অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, বিষ্ণুপুর, ১২ এপ্রিল ঃ চাকরিতে দুর্নীতি হয়েছে প্রকাশ্যে স্বীকার করে এবার বিতর্কে জড়ালেন বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার আইএনটিটিইউসি-র জেলা সভাপতি তথা সোনামুখীর উপ পুরপ্রধান সোমনাথ মুখোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ চাকরির জন্য তৎকালীন তৃণমূল সাংসদ সৌমিত্র খাঁ ও সোনামুখীর প্রাক্তন বিধায়ক দীপালি সাহা বেকার যুবকদের কাছ থেকে টাকা তুলেছিলেন। তার প্রমাণও তাঁর কাছে রয়েছে বলে দাবি করেন তৃনমূলের ওই শ্রমিক নেতা। চাকরীতে দুর্নীতির ঘটনার 'পাশাপাশি এদিন স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক দিবাকর ঘরামিকেও হুঁশিয়ারি দেন ওই শ্রমিক নেতা। শিক্ষক নিয়োগ বাতিলের পিছনে বাম ও বিজেপির ষ।যন্ত্রের অভিযোগ তুলে গোটা রাজ্যের পাশাপাশি বাঁকু।ার সোনামুখিতেও পথে নামে তৃণমূল। মিছিল শেষে প্রতিবাদ সভাও করেন তৃণমূল কর্মীরা। সেই সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি-র জেলা সভাপতি সোমনাথ মুখোপাধ্যায় বলেন, আমরাও বলছি চাকরিতে দুর্নীতি হয়েছে। কিন্তু সোনামুখীতে চাকরির নামে সেই সময় টাকা তুলেছেন তকালীন তৃণমূল বিধায়ক দীপালি সাহা ও তৃণমূল সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। তাঁরা দু'জনেই এখন বিজেপিতে। সৌমিত্রর দিকে কার্যত চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বলেন, তৃণমূলের সাংসদ থাকাকালীন চাকরির নামে মিথ্যাচার করে টাকা নিয়ে গিয়েছেন। একবার প্রেস মিট করে সেই ছেলেগুলোকে বসাব নাকি? চাকরিরর নামে ওই দু'জনের টাকা তোলার প্রমাণও রয়েছে বলে দাবঞ্চ করেন তৃনমূলের ওই শ্রমিক নেতা। তাঁর এই বক্তব্য সামনে আসতেই বিতর্ক তৈরি হয়েছে। স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক দিবাকর ঘরামির দাবি, সৌমিত্র খাঁ যদি চাকরি দুর্নীতিতে যুক্ত থাকেন তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে কেন ব্যবস্থা নেয়নি রাজ্যের সরকার! আসলে এই অভিযোগের কোনো সারবত্তাই নেই। সোমনাথ মুখোপাধ্যায় যদিও দিবাকর ঘরামির উদ্দেশ্যে বলেন, ও এখন থানা ঘেরাও করে বাড়িতে অস্ত্র রাখার কথা বলছে। ২০২৬ সালে বিজেপি বিধায়ক ভোট চাইতে গেলে মা - বোনেরা বঁটি কাটারি নিয়ে তেড়ে যাবেন।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ডব্লু_এলএলএইচ_০১_২০২৫-২৬, তারিখ ০৯.০৪.২০২৫। ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/ইলেক্ট, সি অ্যান্ড ডব্লু ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া-৭১১২০৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য প্রযুক্তিগত ও আর্থিক সামর্থ্যধারী টেন্ডারদাতাদের কাছ থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার (ওপেন টেন্ডার) আহ্বান করছেন। **কাজের নাম ঃ** সি অ্যান্ড ডব্লু ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়াতে এক বছরের জন্য আইসিএফ এবং এলএইচবি ধরনের নন-এসি কোচের বৈদ্যুতিক সামগ্রীর স্ট্রিপিং, শিফ্টিং, ঘষামাজা, ধুলো ঝাড়া, পরিষ্কার করা, ফিট করা, রঙ করা এবং অন্য আনুষঙ্গিক কাজ। **কাজের আনুমানিক ব্যয় ঃ** ১,৫০,৮৪,৩২৪.৩২ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ২,২৫,৪০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০২.০৫.২০২৫ ও দুপুর ২টা। **ওয়েবসাইট যেখানে টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাবে ঃ www.ireps.gov.in**

(MISC-13/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

NOTICE

TAKE NOTICE THAT MY CLIENT IS GOING TO PURCHASE ALL THAT PIECE AND PARCEL OF LAND MEASURING ABOUT 3 KATHA FROM **SRI UTTAÀ BANERJEE** SON OF MALAY KUMAR BANERJEE OF 34 SWAMI PRANABANANDA SARANL, DAKSHIN BHARAT NAGAR, SILIGURI, POST OFFICE SILIGURI TOWN DARJEELING ALL LAND SITUATED AT MOUZA BINNAGURI, J.L NO. 3 SHEET NO 17 RECORDED IN KHATIAN NO 2475 L.R PLOT NO 1004 P S NEW JALPAIGURI DISTRICT JALPAIGURI THROUGH HIS CONSTITUTED ATTORNEY **SMT NILIMA TARAFDAR** W/O SRI SUBRATA TARAFDAR OF M M DUTTA SARAN! LAKE TOWN P.S NEW JALPAIGURI P.O BHAKTINAGAR DIST JALPAIGURI.

IF ANY PERSON, BODY, AUTHORITY, BANK, FINANCIAL INSTUTION ETC. HAVE ANY OBJECTION OR CLAIM IN WHOLE OR PART THERE OF WHATSOEVER IN NATURE, MUST INTIMATE THE UNDERSIGNED IN WRITING WITH ALL PAPAERS IN SUPPORT OF HIS/THEIR CLAIM WITHIN 7 DAYS FROM THE DATE OF PUBLICATION OF THIS NOTICE OTHERWISE IT WILL BE DEEMED THAT NOBODY HAS ANY OBJECTION AND AFTERWARDS NO COGNIZANCE WILL BE TAKEN ON THEIR CLAIM AND/OR DEMAND.

PHALG NI CHATT RJEE (ADVOCATE)
14, KRISHNA KALI BHAWAN
SHREE PALLY ROAD NO- 4
SILIGURI BAZAR
JALPAIGURI
9851006612(M)

পূর্ব রেলওয়ে

হাওড়া ডিভিশনের 'এ', 'বি', 'সি' এবং 'ডি' ক্যাটিগরি স্টেশনে মাল্টিপার্পাস স্টল (এমপিএস)-এর অ্যালটমেন্ট

নং ঃ সিওএম/সিঅ্যান্ডভি/নিউ অ্যালটমেন্ট/এমপিএস/২০২১, তারিখ ঃ ১১.০৪.২০২৫। সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, রেল যাত্রী নিবাস, নিউ কমপ্লেক্স বিল্ডিং, হাওড়া স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেনঃ **কাজের নাম ঃ** ০৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদের জন্য হাওড়া ডিভিশনের 'এ', 'বি', 'সি' এবং 'ডি' ক্যাটিগরি স্টেশনে মাল্টিপার্পাস স্টল (এমপিএস)-এর অ্যালটমেন্ট। ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-তে ই-অকশন ডাকা হয়েছে। **অকশন ক্যাটালগ নং ঃ এমপিএস-এপিআর২৪-২৫। সিকোয়েন্স নং; লট নং/ক্যাটিগরি; বিবরণ; বন্ধের তারিখ/সময় ঃ এএ/১;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিপিএই-এমপিএস-৮-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্পাস স্টল); মাল্টিপার্পাস স্টল (এমপিএস)-এর অ্যালটমেন্ট এফও... সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ২৪.০৪.২০২৫, ১২.৩০ ঘঃ। **এএ/২;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এসএনটি-এমপিএস-৭৯-২৪-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্পাস স্টল); মাল্টিপার্পাস স্টল (জিএমইউ - জেনারেল) ০৫...জন্য। অসংরক্ষিত - সকলের জন্য; ২৪.০৪.২০২৫, ১২.৪০ ঘঃ। **এএ/৩;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-সিডিএই-এমপিএস-২৬-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্পাস স্টল); মাল্টিপার্পাস স্টল (এমপিএস)-এর অ্যালটমেন্ট এফ... অসংরক্ষিত - সকলের জন্য; ২৪.০৪.২০২৫, ১২.৫০ ঘঃ। **এএ/৪;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এলওকে-এমপিএস-৩৭-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্পাস স্টল); মাল্টিপার্পাস স্টল (এমপিএস)-এর অ্যালটমেন্ট এফ... অসংরক্ষিত - সকলের জন্য; ২৪.০৪.২০২৫, ১৩.০০ ঘঃ। **এএ/৫;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-পিএসএই-এমপিএস-৪৪-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্পাস স্টল); মাল্টিপার্পাস স্টল (এমপিএস)-এর অ্যালটমেন্ট এফও... অসংরক্ষিত - সকলের জন্য; ২৪.০৪.২০২৫, ১৩.১০ ঘঃ। **এএ/৬;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-আরএসএলআর-এমপিএস-৪৫-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্পাস স্টল); মাল্টিপার্পাস স্টল (এমপিএস)-এর অ্যালটমেন্ট এফও... অসংরক্ষিত - সকলের জন্য; ২৪.০৪.২০২৫, ১৩.২০ ঘঃ। **এএ/৭;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিসিজিএম-এমপিএস-৫৭-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্পাস স্টল); মাল্টিপার্পাস স্টল (এমপিএস)-এর অ্যালটমেন্ট এফও... সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ২৪.০৪.২০২৫, ১৩.৩০ ঘঃ। **এএ/৮;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-পিকেআর-এমপিএস-৮৩-২৪-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্পাস স্টল); ০৫ বছরের জন্য মাল্টি পার্পাস স্টল (এমপিএস)। অসংরক্ষিত - সকলের জন্য; ২৪.০৪.২০২৫, ১৩.৪০ ঘঃ। **এএ/৯;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-পিকেআর-এমপিএস-৮৪-২৪-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্পাস স্টল); ০৫ বছরের জন্য মাল্টি পার্পাস স্টল (এমপিএস)। সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ২৪.০৪.২০২৫, ১৩.৫০ ঘঃ। **এএ/১০;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিজিএফ-এমপিএস-২০-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্পাস স্টল); মাল্টিপার্পাস স্টল (এমপিএস)-এর অ্যালটমেন্ট এফ... অসংরক্ষিত - সকলের জন্য; ২৪.০৪.২০২৫, ১৪.০০ ঘঃ। **এএ/১১;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-জিআরপি-এমপিএস-২৮-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্পাস স্টল); মাল্টিপার্পাস স্টল (এমপিএস)-এর অ্যালটমেন্ট এফ... অসংরক্ষিত - সকলের জন্য; ২৪.০৪.২০২৫, ১৪.১০ ঘঃ। **এএ/১২;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এলকেএক্স-এমপিএস-৬২-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্পাস স্টল); মাল্টি পার্পাস স্টল (এমপিএস)-এর অ্যালটমেন্ট এফও... সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ২৪.০৪.২০২৫, ১৪.২০ ঘঃ। **এএ/১৩;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এসএমএই-এমপিএস-৬৭-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্পাস স্টল); মাল্টি পার্পাস স্টল (এমপিএস)-এর অ্যালটমেন্ট এফও... সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ২৪.০৪.২০২৫, ১৪.৩০ ঘঃ। **এএ/১৪;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিএসএই-এমপিএস-৭-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্পাস স্টল); মাল্টি পার্পাস স্টল (এমপিএস)-এর অ্যালটমেন্ট এফও... সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ২৪.০৪.২০২৫, ১৪.৪০ ঘঃ। **এএ/১৫;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিএইচএলএ-এমপিএস-৯-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্পাস স্টল); মাল্টি পার্পাস স্টল (এমপিএস)-এর অ্যালটমেন্ট এফও... সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ২৪.০৪.২০২৫, ১৪.৫০ ঘঃ। **এএ/১৬;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এমইউজি-এমপিএস-১৭-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্পাস স্টল); মাল্টি পার্পাস স্টল (এমপিএস)-এর অ্যালটমেন্ট এফও... সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ২৪.০৪.২০২৫, ১৫.০০ ঘঃ। **এএ/১৭;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-ডিবিপি-এমপিএস-৫৮-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্পাস স্টল); মাল্টি পার্পাস স্টল (এমপিএস)-এর অ্যালটমেন্ট এফও... সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ২৪.০৪.২০২৫, ১৫.১০ ঘঃ। **এএ/১৮;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিএইচডব্লু-এমপিএস-৩-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্পাস স্টল); মাল্টি পার্পাস স্টল (এমপিএস)-এর অ্যালটমেন্ট এফও... সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ২৪.০৪.২০২৫, ১৫.২০ ঘঃ। **এএ/১৯;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এইচআইএইচ-এমপিএস-১৩-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্পাস স্টল); মাল্টি পার্পাস স্টল (এমপিএস)-এর অ্যালটমেন্ট এফও... সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ২৪.০৪.২০২৫, ১৫.৩০ ঘঃ। **এএ/২০;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিএমএই-এমপিএস-২৫-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্পাস স্টল); মাল্টি পার্পাস স্টল (এমপিএস)-এর অ্যালটমেন্ট এফ... অসংরক্ষিত - সকলের জন্য; ২৪.০৪.২০২৫, ১৫.৪০ ঘঃ। **এএ/২১;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এইচওয়াইজি-এমপিএস-৩১-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্পাস স্টল); মাল্টি পার্পাস স্টল (এমপিএস)-এর অ্যালটমেন্ট এফ... অসংরক্ষিত - সকলের জন্য; ২৪.০৪.২০২৫, ১৫.৫০ ঘঃ। **এএ/২২;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-কেএমএই-এমপিএস-৩৬-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্পাস স্টল); মাল্টি পার্পাস স্টল (এমপিএস)-এর অ্যালটমেন্ট এফ... অসংরক্ষিত - সকলের জন্য; ২৪.০৪.২০২৫, ১৬.০০ ঘঃ। **এএ/২৩;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এমএওয়াইপি-এমপিএস-৩৯-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্পাস স্টল); মাল্টি পার্পাস স্টল (এমপিএস)-এর অ্যালটমেন্ট এফও... অসংরক্ষিত - সকলের জন্য; ২৪.০৪.২০২৫, ১৬.১০ ঘঃ। **এএ/২৪;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-পিআরএই-এমপিএস-৪২-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্পাস স্টল); মাল্টি পার্পাস স্টল (এমপিএস)-এর অ্যালটমেন্ট এফও... অসংরক্ষিত - সকলের জন্য; ২৪.০৪.২০২৫, ১৬.২০ ঘঃ। **এএ/২৫;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-ডিইএ-এমপিএস-৫৯-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্পাস স্টল); মাল্টি পার্পাস স্টল (এমপিএস)-এর অ্যালটমেন্ট এফও... সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ২৪.০৪.২০২৫, ১৬.৩০ ঘঃ। **এএ/২৬;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এসএইচবিসি-এমপিএস-৬৮-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্পাস স্টল); মাল্টি পার্পাস স্টল (এমপিএস)-এর অ্যালটমেন্ট এফও... সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ২৪.০৪.২০২৫, ১৬.৪০ ঘঃ। **এএ/২৭;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-পিডিএ-এমপিএস-৭৫-২৫-২ (এমপিএস - মাল্টি পার্পাস স্টল); ০৫ বছরের জন্য মাল্টি পার্পাস স্টল। সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ২৪.০৪.২০২৫, ১৬.৫০ ঘঃ। **এএ/২৮;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-কেওজি-এমপিএস-১৬-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্পাস স্টল); মাল্টি পার্পাস স্টল (এমপিএস)-এর অ্যালটমেন্ট এফও... সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ২৪.০৪.২০২৫, ১৭.০০ ঘঃ। **এএ/২৯;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-পিএলএই-এমপিএস-১৮-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্পাস স্টল); মাল্টি পার্পাস স্টল (এমপিএস)-এর অ্যালটমেন্ট এফও... সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ২৪.০৪.২০২৫, ১৭.১০ ঘঃ। **এএ/৩০;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-জেআরএই-এমপিএস-৩৪-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্পাস স্টল); মাল্টি পার্পাস স্টল (এমপিএস)-এর অ্যালটমেন্ট এফ... অসংরক্ষিত - সকলের জন্য; ২৪.০৪.২০২৫, ১৭.২০ ঘঃ। **এএ/৩১;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-কেজেইউ-এমপিএস-৬১-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্পাস স্টল); মাল্টি পার্পাস স্টল (এমপিএস)-এর অ্যালটমেন্ট এফও... সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ২৪.০৪.২০২৫, ১৭.৩০ ঘঃ। **এএ/৩২;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এনকেএল-এমপিএস-৬৪-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্পাস স্টল); মাল্টি পার্পাস স্টল (এমপিএস)-এর অ্যালটমেন্ট এফও... সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ২৪.০৪.২০২৫, ১৭.৪০ ঘঃ। **এএ/৩৩;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিকিউওয়াই-এমপিএস-১০-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্পাস স্টল); মাল্টি পার্পাস স্টল (এমপিএস)-এর অ্যালটমেন্ট এফও... সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ২৪.০৪.২০২৫, ১৭.৫০ ঘঃ। **এএ/৩৪;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিওআই-এমপিএস-২১-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্পাস স্টল); মাল্টি পার্পাস স্টল (এমপিএস)-এর অ্যালটমেন্ট এফ... অসংরক্ষিত - সকলের জন্য; ২৪.০৪.২০২৫, ১৮.০০ ঘঃ। **এএ/৩৫;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-জেআইটি-এমপিএস-৩৫-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্পাস স্টল); মাল্টি পার্পাস স্টল (এমপিএস)-এর অ্যালটমেন্ট এফ... অসংরক্ষিত - সকলের জন্য; ২৫.০৪.২০২৫, ১০.৩০ ঘঃ। **এএ/৩৬;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এমবিই-এমপিএস-৪০-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্পাস স্টল); মাল্টি পার্পাস স্টল (এমপিএস)-এর অ্যালটমেন্ট এফও... অসংরক্ষিত - সকলের জন্য; ২৫.০৪.২০২৫, ১০.৪০ ঘঃ। **এএ/৩৭;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এসকেজি-এমপিএস-৫৫-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্পাস স্টল); মাল্টি পার্পাস স্টল (এমপিএস)-এর অ্যালটমেন্ট এফও... সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ২৫.০৪.২০২৫, ১০.৫০ ঘঃ। **এএ/৩৮;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-আরপিএইচ-এমপিএস-৭৭-২৪-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্পাস স্টল); মাল্টি পার্পাস স্টল (এসএমইউ এসসি) ০৫ বছরের জন্য... সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ২৫.০৪.২০২৫, ১১.০০ ঘঃ। **এএ/৩৯;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ- এএমবিজি-এমপিএস-৭২-২৪-৩ (এমপিএস - মাল্টি পার্পাস স্টল); ০৫ বছরের জন্য মাল্টি পার্পাস স্টল। সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ২৫.০৪.২০২৫, ১১.১০ ঘঃ। **এএ/৪০;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-কেকেএই-এমপিএস-১৫-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্পাস স্টল); মাল্টি পার্পাস স্টল (এমপিএস)-এর অ্যালটমেন্ট এফও... সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ২৫.০৪.২০২৫, ১১.২০ ঘঃ। **এএ/৪১;** এমপিএস- এইচডব্লুএইচ-ডিএমএলই-এমপিএস-২৭-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্পাস স্টল); মাল্টি পার্পাস স্টল (এমপিএস)-এর অ্যালটমেন্ট এফ... অসংরক্ষিত - সকলের জন্য; ২৫.০৪.২০২৫, ১১.৩০ ঘঃ। **এএ/৪২;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এসএলজি-এমপিএস-৪৬-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্পাস স্টল); মাল্টি পার্পাস স্টল (এমপিএস)-এর অ্যালটমেন্ট এফও... অসংরক্ষিত - সকলের জন্য; ২৫.০৪.২০২৫, ১১.৪০ ঘঃ। **এএ/৪৩;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ- বিএফজেড-এমপিএস-৫০-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্পাস স্টল); মাল্টি পার্পাস স্টল (এমপিএস)-এর অ্যালটমেন্ট এফও... সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ২৫.০৪.২০২৫, ১১.৫০ ঘঃ। **এএ/৪৪;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-জেপিকিউ-এমপিএস-৫২-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্পাস স্টল); মাল্টি পার্পাস স্টল (এমপিএস)-এর অ্যালটমেন্ট এফও... সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ২৫.০৪.২০২৫, ১২.০০ ঘঃ। **এএ/৪৫;** এমপিএস- এইচডব্লুএইচ-এসওএই-এমপিএস-৫৬-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্পাস স্টল); মাল্টি পার্পাস স্টল (এমপিএস)-এর অ্যালটমেন্ট এফও... সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ২৫.০৪.২০২৫, ১২.১০ ঘঃ। **এএ/৪৬;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এমডিএসই-এমপিএস-৬৩-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্পাস স্টল); মাল্টি পার্পাস স্টল (এমপিএস)-এর অ্যালটমেন্ট এফও... সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ২৫.০৪.২০২৫, ১২.২০ ঘঃ। **এএ/৪৭;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-পিবিজেড-এমপিএস-৬৬-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্পাস স্টল); মাল্টি পার্পাস স্টল (এমপিএস)-এর অ্যালটমেন্ট এফও... সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ২৫.০৪.২০২৫, ১২.৩০ ঘঃ। **এএ/৪৮;** এমপিএস- এইচডব্লুএইচ-টিএকে-এমপিএস-৭৪-২৪-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্পাস স্টল); ০৫ বছরের জন্য মাল্টি পার্পাস স্টল। সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ২৫.০৪.২০২৫, ১২.৪০ ঘঃ। **এএ/৪৯;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এডিএসটি-এমপিএস-২-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্পাস স্টল); মাল্টি পার্পাস স্টল (এমপিএস)-এর অ্যালটমেন্ট এফও... সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ২৫.০৪.২০২৫, ১২.৫০ ঘঃ। **এএ/৫০;**এমপিএস- এইচডব্লুএইচ-বিজিএই-এমপিএস-৪-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্পাস স্টল); মাল্টি পার্পাস স্টল (এমপিএস)-এর অ্যালটমেন্ট এফও... সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ২৫.০৪.২০২৫, ১৩.০০ ঘঃ। **এএ/৫১;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিজিএনএ-এমপিএস-৬-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্পাস স্টল); মাল্টি পার্পাস স্টল (এমপিএস)-এর অ্যালটমেন্ট এফও... সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ২৫.০৪.২০২৫, ১৩.১০ ঘঃ। **এএ/৫২;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-জিএফএই-এমপিএস-১১-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্পাস স্টল); মাল্টি পার্পাস স্টল (এমপিএস)-এর অ্যালটমেন্ট এফও... সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ২৫.০৪.২০২৫, ১৩.২০ ঘঃ। **এএ/৫৩;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এজিএই-এমপিএস-১৯-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্পাস স্টল); মাল্টি পার্পাস স্টল (এমপিএস)-এর অ্যালটমেন্ট এফ... অসংরক্ষিত - সকলের জন্য; ২৫.০৪.২০২৫, ১৩.৩০ ঘঃ। **এএ/৫৪;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ- বিজেডএল-এমপিএস-২৪-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্পাস স্টল); মাল্টি পার্পাস স্টল (এমপিএস)-এর অ্যালটমেন্ট এফ... অসংরক্ষিত - সকলের জন্য; ২৫.০৪.২০২৫, ১৩.৪০ ঘঃ। **এএ/৫৫;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-জিপিএই-এমপিএস-২৯-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্পাস স্টল); মাল্টি পার্পাস স্টল (এমপিএস)-এর অ্যালটমেন্ট এফ... অসংরক্ষিত - সকলের জন্য; ২৫.০৪.২০২৫, ১৩.৫০ ঘঃ। **এএ/৫৬;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-ডিটিএই-এমপিএস-৩২-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্পাস স্টল); মাল্টি পার্পাস স্টল (এমপিএস)-এর অ্যালটমেন্ট এফ... অসংরক্ষিত - সকলের জন্য; ২৫.০৪.২০২৫, ১৪.০০ ঘঃ। **এএ/৫৭;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এনবিএই-এমপিএস- ৪১-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্পাস স্টল); মাল্টি পার্পাস স্টল (এমপিএস)-এর অ্যালটমেন্ট এফও... অসংরক্ষিত - সকলের জন্য; ২৫.০৪.২০২৫, ১৪.১০ ঘঃ। **এএ/৫৮;** এমপিএস- এইচডব্লুএইচ-পিটিএই-এমপিএস-৪৩-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্পাস স্টল); মাল্টি পার্পাস স্টল (এমপিএস)-এর অ্যালটমেন্ট এফও... অসংরক্ষিত - সকলের জন্য; ২৫.০৪.২০২৫, ১৪.২০ ঘঃ। **এএ/৫৯;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-টিএলও- এমপিএস-৪৯-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্পাস স্টল); মাল্টি পার্পাস স্টল (এমপিএস)-এর অ্যালটমেন্ট এফও... অসংরক্ষিত - সকলের জন্য; ২৫.০৪.২০২৫, ১৪.৩০ ঘঃ। **এএ/৬০;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-ডিএইচএই-এমপিএস-৫১-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্পাস স্টল); মাল্টি পার্পাস স্টল (এমপিএস)-এর অ্যালটমেন্ট এফও... সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ২৫.০৪.২০২৫, ১৪.৪০ ঘঃ। **এএ/৬১;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিজিআরএ-এমপিএস-৫৩-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্পাস স্টল); মাল্টি পার্পাস স্টল (এমপিএস)-এর অ্যালটমেন্ট এফও... সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ২৫.০৪.২০২৫, ১৪.৫০ ঘঃ। **এএ/৬২;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-জিআরএই-এমপিএস-৬০-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্পাস স্টল); মাল্টি পার্পাস স্টল (এমপিএস)-এর অ্যালটমেন্ট এফও... সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ২৫.০৪.২০২৫, ১৫.০০ ঘঃ। **এএ/৬৩;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-জেওএক্স-এমপিএস-১৪-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পার্পাস স্টল); মাল্টি পার্পাস স্টল (এমপিএস)-এর অ্যালটমেন্ট এফও... সংরক্ষিত, বিশদের জন্য এখানে ক্লিক করুন; ২৫.০৪.২০২৫, ১৫.১০ ঘঃ। **রেট ইউনিট ঃ** প্রতিটির জন্য - বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি। **ট্রিপ/দিন ঃ** প্রতিটির জন্য - ১৮২৬। **ন্যূনতম ইনক্রিমেন্ট ঃ** প্রতিটির জন্য - ০.২%। **বায়না মূল্য ঃ** প্রতিটির জন্য - ১০%। **প্রয়োজনীয় টার্নওভার ঃ** প্রতিটির জন্য - ০।

(HWH-25/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

খাওয়া দাওয়া

বানাতে পারেন আমপোড়া শরবত

উপকরণঃ আমপোড়া ক্বাথ ১ কাপ, চিনি স্বাদ অনুসারে, বিট লবণ এক চা-চামচ, পুদিনাপাতাকুচি সামান্য পরিমাণ, কাঁচা মরিচকুচি ১ চা-চামচ, পানি পরিমাণমতো, বরফকুচি প্রয়োজনমতো।

প্রণালিঃ প্রথমে কাঁচা আম একটু ছেঁচে নিন। চুলায় পুড়িয়ে নিতে হবে। তারপর ঠান্ডা হলে আম থেকে খোসা ছাড়িয়ে ক্বাথ বের করে নিন। এবার ওপরের সব উপকরণ একসঙ্গে ব্লেন্ডারে দিয়ে ব্লেন্ড করুন। এবার ছেঁকে নিন। গ্লাসে বরফকুচি দিয়ে শরবত ঢেলে দিন। সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

শজনে-উচ্ছে দিয়ে ডালের রেসিপি

উপকরণঃ মুগডাল ২ কাপ, লবণ পরিমাণমতো, হলুদগুঁড়া সিকি চা-চামচ, শজনে ১ কাপ (লম্বা করে কেটে নিতে হবে), উচ্ছে ১ কাপ (লম্বা করে কেটে নিতে হবে), ঘি ২ টেবিল চামচ, তেজপাতা ১টি, শুকনা মরিচ ২টি, পাঁচফোড়ন সিকি চা-চামচ, আদাবাটা ২ চা-চামচ, চিনি পরিমাণমতো।

প্রণালিঃ মুগডাল সেদ্ধ করে নিন হলুদ আর লবণ দিয়ে। ডাল ভালো করে সেদ্ধ হলে উচ্ছে ও শজনে দিয়ে দিন। আরও কিছুক্ষণ সেদ্ধ করতে হবে। সবজি সেদ্ধ হয়ে গেলে নামিয়ে রাখুন। কড়া আঁচে আরেকটি কড়াইতে ঘি গরম করে নিন। তারপর আস্ত শুকনা মরিচ, তেজপাতা ও পাঁচফোড়ন দিয়ে ফোড়ন দিন। আদাবাটা দিয়ে ২০ থেকে ৩০ সেকেন্ড কষান। এবার ডাল ঢেলে দিন। একটু চিনি দিন। প্রয়োজন হলে আরেকটু ঘি ডালের ওপর ছিটিয়ে পরিবেশন করতে পারেন।

দই শজনের রেসিপি

উপকরণঃ শজনে ৫০০ গ্রাম, পেঁয়াজবাটা ১ চা-চামচ, রসুনবাটা আধা চা-চামচ, আদাবাটা আধা চা-চামচ, তেজপাতা ১টি, কাঁচা মরিচবাটা আধা চা-চামচ, লবণ স্বাদমতো, হলুদগুঁড়া আধা চা-চামচ

প্রণালিঃ শজনে ডাঁটার আঁশ ফেলে ৩ ইঞ্চি লম্বা করে টুকরা করে নিন। তেলে তেজপাতা ভেজে পেঁয়াজবাটা, রসুনবাটা, আদাবাটা, হলুদগুঁড়া ও লবণ দিয়ে কষিয়ে শজনে ঢালুন। ভালোভাবে নেড়ে টক দই দিন। অল্প জল দিয়ে ঢেকে দিন।

পাকা বেল ও তরমুজের রেসিপি

উপকরণঃ পাকা বেলের পাল্প ২ কাপ, ক্রিম আধা কাপ, মধু ২ চা-চামচ, নারকেল কোরা ১ টেবিল চামচ।
প্রণালিঃ নারকেল বাদে সব উপকরণ একসঙ্গে ব্লেন্ড করে নিন। গ্লাসে ঢেলে ওপর থেকে একটু নারকেল কোরা ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

উপকরণঃ তরমুজ কিউব ২ কাপ, মধু সামান্য, জল ২ কাপ।
প্রণালিঃ সব উপকরণ ভালোভাবে ব্লেন্ড করে ছেঁকে নিন। ফ্রিজে রেখে একটু ঠান্ডা করে গ্লাসে ঢেলে পরিবেশন করুন।

ভাজতে পারেন পাটপাতার বড়া

উপকরণঃ কচি পাটপাতা ২০ থেকে ২৫টি, বেসন ১ কাপ, লবণ স্বাদমতো, চিনি স্বাদমতো, কালিজিরা সামান্য পরিমাণ, জল পরিমাণমতো, সয়াবিন তেল পরিমাণমতো, চালের গুঁড়া ১ টেবিল চামচ, হলুদের গুঁড়া সিকি চা-চামচ (ঐচ্ছিক), মরিচের গুঁড়া সিকি চা-চামচ (ঐচ্ছিক)।

প্রণালিঃ তেল আর পাতা ছাড়া ওপরের সব উপকরণ একসঙ্গে মাখান। জল কম হলে আরেকটু মিশিয়ে নিন। পাতাগুলো ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে। কড়াইতে তেল দিন। তেল গরম হলে একটা একটা করে পাতা মিশ্রণে ডুবিয়ে ডুবো তেলে ভাজতে হবে। সোনালি রং হলে তেল থেকে উঠিয়ে পরিবেশন করুন।

‘দ্রুত যুদ্ধ শেষ করতে চাই, দ্রুত এগোতে হবে, ইউক্রেনের সঙ্গে এই যুদ্ধ অর্থহীন’

মস্কো, ১২ এপ্রিলঃ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে উদ্দেশ করে বলেছেন, ‘আমরা দ্রুত এই যুদ্ধ শেষ করতে চাই। দ্রুত এগোতে হবে। ইউক্রেনের সঙ্গে এই যুদ্ধ অর্থহীন।’ গতকাল শুক্রবার ট্রাম্পের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ মস্কোয় পুতিনের সঙ্গে বৈঠকে বসার কয়েক ঘণ্টা আগে ট্রাম্প এই মন্তব্য করেন। রাশিয়াইউক্রেন যুদ্ধ দ্রুত শেষ করা ট্রাম্পের অন্যতম নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি। গত জানুয়ারিতে ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে দ্রুত একটি শান্তিচুক্তিতে রাজি হতে তিনি মস্কো ও কিয়েভকে ক্রমাগত চাপ দিচ্ছেন। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার কর্মকর্তাদের দফায় দফায় বৈঠক সত্ত্বেও ক্রেমলিন এখন পর্যন্ত বড় কোনো ছাড় দিতে রাজি হয়নি। গত মাসে এনবিসি নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেছিলেন, ‘রুশ প্রেসিডেন্টের আচরণ নিয়ে আমি ‘‘বিরক্ত।’ গত সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও বলেছিলেন, ইউক্রেন সংঘাত মিটমাট করা নিয়ে মস্কোর সঙ্গে ‘অন্তহীন দরকষাকষি’ চালিয়ে যাবে না ওয়াশিংটন। গতকাল পুতিনের সঙ্গে উইটকফের বৈঠকের কয়েক ঘণ্টা আগে নিজের মালিকানাধীন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প লিখেছেন, ‘রাশিয়ার এগিয়ে যাওয়া দরকার’। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে শুরু হওয়া এই যুদ্ধকে ‘অর্থহীন’ মন্তব্য করে এটা ‘কখনো শুরু হওয়া দরকার ছিল না’ বলেও মন্তব্য করেন ট্রাম্প। ওয়াশিংটনমস্কোর মধ্যকার আলোচনাকে সন্দেহের চোখে দেখছেন কিয়েভের পশ্চিমা মিত্ররা। তাঁদের মতে, দরকষাকষির অজুহাতে ফলপ্রসূ শান্তিচুক্তি নস্যাৎ করতে চাইছে মস্কো। তারা সময়ক্ষেপণ করছে। গতকাল ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি অভিযোগ করেছেন, যুদ্ধে বেইজিংও সরাসরি জড়িয়ে পড়েছে। রুশ সেনাদের সঙ্গে কয়েক শ চীনা সেনা রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করছেন। কিন্তু জেলেনস্কির এই দাবিকে ভিত্তিহীন বলে মন্তব্য করেছে বেইজিং।গতকাল সেন্ট পিটার্সবার্গে রাষ্ট্রপতির গ্রন্থাগারে পুতিন ও উইটকফ বৈঠকে বসেন। বিভিন্ন সংবাদ সংস্থার তথ্যমতে, তাঁদের বৈঠক প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টা স্থায়ী হয়েছে। বৈঠকের পর ক্রেমলিন সংক্ষেপে বলেছে, সূচি অনুযায়ী যথাসময়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ‘ইউক্রেনের বিভিন্ন বসতির (রাশিয়ার অধিকৃত অঞ্চল) নানা দিককে কেন্দ্র করে বিভিন্ন আলোচনা হয়েছে’। এর বাইরে আলোচনার বিষয়বস্তু নিয়ে বিস্তারিত কিছু জানায়নি ক্রেমলিন। বৈঠকের আগে রুশ প্রেসিডেন্টের কার্যালয় ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ বলেছিলেন, এই বৈঠক থেকে ‘বড় ধরনের কূটনৈতিক কোনো ফল’ আসার সম্ভাবনা নেই। গত ফেব্রুয়ারি মাস থেকে পুতিন ও উইটকফ এবার নিয়ে তিনবার বৈঠক করেছেন। সব বৈঠক হয়েছে রাশিয়ার রাজধানী মস্কোয়। গতকাল দিমিত্রি পেসকভ এটাও বলেছেন, পুতিন ও ট্রাম্পের সম্ভাব্য বৈঠক আয়োজন নিয়ে আলোচনা করতে পারেন উইটকফ। কিন্তু আলোচনার পর এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে কি না, তা নিয়ে কোনো পক্ষই মুখ খোলেনি।

ইরানকে হুমকি দিলেন ট্রাম্প

তেহেরান, ১২ এপ্রিলঃ ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে তেহরান ও যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদলের মধ্যে বৈঠক শুরু হয়েছে। শনিবার ওমানের রাজধানী মাস্কাটে এই বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে চলমান সংঘাতের মধ্যেই এল এই বৈঠকের খবর। তবে কত দিন এ বৈঠক চলবে, সে বিষয়ে কিছু জানা যায়নি। আজ ইরানের সংবাদমাধ্যম গুলোর প্রতিবেদন অনুযায়ী আলোচনায় অংশ নিতে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদল মাস্কাটে পৌঁছেছে। ইরানের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি। অন্যদিকে মার্কিন প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন ট্রাম্পের মধ্যপ্রাচ্যবিষয়ক বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ। ইরানের একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, মাস্কাটে ওমানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বদর আল-বুসাইদির সঙ্গে বৈঠক করছেন ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি। বলা হচ্ছে, ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পরোক্ষ আলোচনার অংশ হিসেবে আরাগচি ইরানের প্রধান দাবিগুলোর পাশাপাশি এ নিয়ে তেহরানের অবস্থান ওমানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরেছেন। আলোচনা শুরুর কয়েক ঘণ্টা আগে আব্বাস আরাগচি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি ন্যায্য ও সম্মানজনক চুক্তি করতে চায় তাঁর দেশ। তিনি বলেন, ‘আমাদের লক্ষ্য হলো সমান অবস্থান থেকে একটি ন্যায্য ও সম্মানজনক চুক্তি করা। যদি অপরপক্ষ (যুক্তরাষ্ট্র) একই অবস্থান থেকে আসে তাহলে আশা করা যায় প্রাথমিক একটি বোঝাপড়া তৈরি হবে। এতে দুই পক্ষের আলোচনার পথ খুলে যাবে।’ ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনার খবর শোনা যাচ্ছিল কিছুদিন ধরেই। তবে কোথায় এ আলোচনা হবে, তা জানা যাচ্ছিল না। এদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইতিমধ্যে হুমকি দিয়ে বলেছেন, ইরান যদি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তিতে না আসে, তাহলে ওয়াশিংটন সামরিক পদক্ষেপ নেবে।

জার্মানিতে ২৮ লাখ মানুষ জীবনে কখনো ইন্টারনেট ব্যবহার করেননি

প্রযুক্তির এ যুগে ঠিকানা খুঁজে পাওয়া, কারও বিষয়ে সন্ধান করা, কোনো বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়া, বিমান টিকিট কেনা কিংবা দৈনন্দিন কেনাকাটা, অর্থাৎ দিনের প্রয়োজনীয় সব কিছুতেই দরকার ইন্টারনেট। কিন্তু ইউরোপের অন্যতম শক্তিশালী অর্থনীতির দেশ জার্মানিতে বিপুলসংখ্যক মানুষ জীবনে কখনো ইন্টারনেট ব্যবহার করেননি এমন তথ্য সামনে এলে ভ্রু কুঁচকাতে হয় বৈকি। জার্মানির জাতীয় পরিসংখ্যান দপ্তরের ২০২৪ সালের হিসাবে দেখা গেছে, দেশটির ২৮ লাখ মানুষ জীবনে কখনো ইন্টারনেট ব্যবহার করেননি। সরকারের হিসাব অনুযায়ী, জার্মানির জনসংখ্যা প্রায় সাড়ে আট কোটি। সেই হিসাবে জার্মানির প্রায় ৪ শতাংশ মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করেননি। পুরো ইউরোপে পরিচালিত তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি ব্যবহারবিষয়ক গবেষণা থেকে এ তথ্য বেরিয়ে এসেছে। জার্মান সরকারের তথ্যমতে, ১৬ থেকে ৭৪ বছর বয়সীরা এই তালিকায় রয়েছেন। যাঁরা ইন্টারনেট ব্যবহার করছেন না, তাঁদের অফলাইনার বলে অভিহিত করেছে সরকার। পরিসংখ্যান আরও বলছে, ৬৫ থেকে ৭৪ বছর বয়সী মানুষের মধ্যে ইন্টারনেট ব্যবহার না করার প্রবণতা বেশি। দেখা গেছে, বয়স যত কম, ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা তত বেশি। ইউরোপের অন্যান্য দেশের অবস্থা পরিসংখ্যান বলছে, ইউরোপের ৫ শতাংশ মানুষ জীবনে কখনো ইন্টারনেট ব্যবহার করেননি। নেদারল্যান্ডস ও সুইডেনে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। দেশ দুটিতে অফলাইনারদের সংখ্যা ১ শতাংশেরও কম। ইন্টারনেট ব্যবহার না করার দিক থেকে তালিকার শীর্ষে রয়েছে ক্রোয়েশিয়া। দ্বিতীয় অবস্থানে গ্রিস। ক্রোয়েশিয়ায় এই সংখ্যা ১৪ শতাংশ ও গ্রিসে ১১ শতাংশ। জাতিসংঘের ইন্টারন্যাশনাল টেলি কমিউনিকেশন ইউনিয়ন বলছে, ২০২৪ সালে বিশজুড়ে ৩২ শতাংশ মানুষর ইন্টারনেট ব্যবহার করেননি।

রমনা লেকে ফুল ভাসিয়ে ফুলবিজু উৎসব পালন পার্বত্য উপদেষ্টা সুপ্রদীপ চাকমার

ঢাকা, ১২ এপ্রিল ঃ ফুলবিজু উৎসব উপলক্ষ্যে রমনার লেকে ফুল ভাসিয়ে পার্বত্যবাসীর মঙ্গল কামনা করে পার্বত্য উপদেষ্টা রাষ্ট্রদূত (অবসরপ্রাপ্ত) সুপ্রদীপ চাকমা বলেন, ‘আমাদের অনাগত দিনগুলো যেন ভালোভাবে আসে। সকলের মধ্যে যাতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে পারি এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষ যাতে তাঁদের অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়, পাহাড়ি-বাঙালি যাতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মধ্যে মিলেমিশে থাকেন এবং তাঁদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করতে পারি সে লক্ষ্য নিয়েই আমরা কাজ করছি।’ আজ শনিবার রাজধানীর বেইলি রোড পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স থেকে রমনা পার্ক লেকে শোভাযাত্রা সহ ফুল ভাসানোর মধ্য দিয়ে পার্বত্য অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী ফুল বিঝু উৎসব পালন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে উপদেষ্টা সুপ্রদীপ চাকমা এ সব কথা বলেন। পার্বত্য জনগোষ্ঠীর প্রাণের উৎসব ‘বৈসাবি’, বিহু, বিঝু, বিষু, বৈসু, চাংক্রান, সাংক্রান, সাংগ্রাইন, সাংগ্রাইং উৎসব উদযাপন এবং বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন পার্বত্য উপদেষ্টা রাষ্ট্রদূত (অব) সুপ্রদীপ চাকমা। উপদেষ্টা সুপ্রদীপ চাকমা বলেন, ‘বৈষম্য-বিরোধী আন্দোলনের প্রতীকী এবারের বিজু অনুষ্ঠানে তুলে ধরা হয়েছে।’ তিনি বলেন, ‘আমরা সবাই হাতে হাত ধরে এ দেশ এবং এই জাতিকে উন্নতির শীর্ষে নিয়ে যেতে চাই, এটাই আমার আজকের দিনের প্রত্যাশা।’ তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, ‘আপনারা পার্বত্য চট্টগ্রামে আসুন, দেখুন আমরা একত্রে পার্বত্যবাসীর উন্নয়নের জন্য কী করতে চাই।’ তিনি বলেন, ‘আমাদের এই অনুষ্ঠান একটি ইনক্লুসিভ অনুষ্ঠান। আমরা গর্বিত ও আনন্দিত যে, পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী আপনারা সকলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই শোভাযাত্রায় যোগ দিয়েছেন ও একত্রিত হয়েছেন।’ এর জন্য তিনি আগত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন। উপদেষ্টা বলেন, ‘পার্বত্যবাসীদের জন্য ভবিষ্যতে আরও কিছু করে যেতে চাই। পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নতি করতে চাই।’ অনুষ্ঠানে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রালয়ের সচিব মহম্মদ আব্দুল খালেক বলেন, ‘আনন্দঘন পরিবেশে উপদেষ্টা মহোদয়ের সহযোগিতায় আমরা এখানে পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা, মারমা, তংচঙ্গ্যা, খুমি, বোম, খিয়াং, বাঙালি সহ অন্যান্য সবাই মিলে আজ খুশির এই উৎসব পালন করতে পেরেছি। এই উৎসবে বাঙালি ও পাহাড়িরা একাকার। সবাই আমরা একাত্ম হয়ে যাঁ লিতে অংশগ্রহণ করেছি। নেচে-গেয়ে আনন্দে শামিল হয়েছি।’ তিনি বলেন, ‘এ ধরনের সেতু বন্ধন আমাদের মধ্যে অটুট থাকুক।’ শোভাযাত্রায় ঢাকায় বসবাসকারী তিন জেলার অধিবাসী, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা অংশগ্রহণ করেছেন।

শনিবার নামখানা ব্লকের সাতমাইল বাজারে ইন্দিরা গান্ধী কম্পিউটার সেন্টারের বার্ষিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হলো। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ প্রানী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. শান্তনু বেরা, হরিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দেবব্রত মন্ডল, শিবরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অর্চনা মাইতি, ইন্দিরা গান্ধী কম্পিউটার সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা অসিত জানা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সদস্য অখিলেশ বারুই, বালু শিল্পী পলাশ কুমার, শিক্ষক ননী গোপাল মাইতি, অরুণ মাকুড়, শিক্ষক অসীম কুমার প্রধান ও সৌমেন বেরা সহ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। এই অনুষ্ঠানে নবাগতদের সংবর্ধনা দেওয়া হয় এবং সঙ্গে তাদের হাতে কিছু উপহার তুলে দেওয়া হয়।

৬২ কেজি শুকনো গাঁজা সহ যাত্রাপুরে গ্রেফতার এক

বক্সনগর, ১২ এপ্রিল ঃ গভীর রাতে অভিযান চালিয়ে সিপাহীজলা জেলার যাত্রাপুর থানার পুলিশ দুই লক্ষ টাকার শুকনো গাঁজা সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে। থানার ওসি সুব্রত দেবনাথের নেতৃত্বে এই অভিযান পরিচালিত হয় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে। পুলিশের দাবি, উদ্ধারকৃত গাঁজার পরিমাণ ৬২ কেজি। যার কালোবাজারে মূল্য আনুমানিক ২ লক্ষ টাকা। ওসি সুব্রত দেবনাথ জানিয়েছেন, শুক্রবার রাত একটার দিকে খবর আসে মাতাম বাড়ির বাসিন্দা মমিন মিয়ার বাড়িতে প্রচুর পরিমাণে গাঁজা মজুত রয়েছে। খবর পেয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে রাতেই অভিযানের প্রস্তুতি নেওয়া হয়। অভিযানে অংশ নেয় সাব ইন্সপেক্টর শুভঙ্কর সাহা, প্রীতম দত্ত, অজয়বরণ সাহা সহ থানার অন্যান্য পুরুষ এবং মহিলা কনস্টেবল, টিএসআর এবং এসপিও জওয়ানরা। রাত দেড়টার দিকে অভিযানে মাতাম বাড়িতে পৌঁছে মমিন মিয়ার বসতঘর থেকে তিনটি প্লাস্টিক ড্রামে ভরা গাঁজা উদ্ধার করা হয়। গ্রেফতার করা হয় মমিন মিয়াকে। পুলিশ সূত্রে খবর, তার বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে মামলা দায়ের করে শনিবার সোনামুড়া কোর্টে হাজির করা হয়।

বাংলাদেশের তিন পার্বত্য জেলার পাহাড়ে শুরু প্রাণের উৎসব বৈসাবী

চট্টগ্রাম, ১২ এপ্রিলঃ বাংলাদেশের পাহাড়ে শুরু প্রাণের উৎসব বৈসাবী। পাহাড়-হ্রদ আর অরণ্যের শহর রাঙামাটি সহ তিন পার্বত্য জেলার পাহাড়ে বর্ষবিদায় এবং বর্ষবরণের মহান উৎসব, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের প্রাণের উৎসব ‘বৈসাবি’। চাকমাদের ভাষায় এই উৎসবকে বিঝু, ত্রিপুরীদের ভাষায় বৈসুক, মারমাদের ভাষায় সাংগ্রাই এবং তংচঙ্গ্যাদের ভাষায় বিসু এবং অসমিয়াদের ভাষায় বিহু নামে পরিচিত। তিনদিন ব্যাপী এই উৎসবের প্রথম দিনকে চাকমা ভাষায় ফুল বিঝু, দ্বিতীয় দিনকে ‘মূল বিঝু’ এবং তৃতীয় দিনকে ‘নুয়াবঝর’ বা ‘গোজ্যা পোজ্যা দিন’ বলা হয়। এভাবেই ত্রিপুরীরা প্রথম দিনকে ‘হারিকুইসুক’ দ্বিতীয় দিনকে ‘বুইসুকমা’ এবং তৃতীয় দিনকে ‘বিসিকাতাল’ নামে অভিহিত করে থাকেন। এই বৈসাবী উৎসবকে ঘিরে টানা তিনদিন পার্বত্য চট্টগ্রাম জুড়ে বিরাজ করে এক অসাধারণ উচ্ছ্বলতা। পাহাড়ের আদি বাসিন্দারা মহা সমারোহে পালন করেন তাঁদের সবচেয়ে বড় সামাজিক উৎসব বৈসাবি। বৈসাবী উপলক্ষে রাঙামাটিতে ৯ এপ্রিলের প্রথম প্রহরে বিজু, সাংগ্রাই, বিষু, বিহু উদযাপন কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। আজ ১২ এপ্রিল শনিবার সকাল সাড়ে ছয়টায় রাজবাড়ি ঘাটে এবং সকাল আটটায় শহরের ত্রিপুরাপল্লি খ্যাত গর্জনতলিতে ত্রিপুরা কল্যাণ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে কাপ্তাই হ্রদে অনুষ্ঠিত হয়েছে ফুল ভাসানো অনুষ্ঠান। অপরদিকে, আগামী ১৫ এপ্রিল মঙ্গলবার প্রতি বছরের মতো এবারও বৈসাবী উপলক্ষ্যে মারমা সাংস্কৃতিক সংস্থা (মাসস)-র উদ্যোগে রাঙামাটির রাজস্থলী উপজেলার বাঙালহালিয়া মাঠে এবং ১৯ এপ্রিল রাঙামাটি মারী স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে মারমাদের ঐতিহ্যবাহী জল উৎসব ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বৈসুক ত্রিপুরীদের ধর্মীয় এবং সামাজিক উৎসবের মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় এবং প্রধানতম উৎসব বুইসুক বা বৈসুক চৈত্র মাসের শেষের দুদিন এবং নববর্ষের প্রথমদিন সহ মোট তিনদিন ধরে পালন করা হয়। চৈত্রমাসের শেষ দুদিনের প্রথমদিনকে ত্রিপুরীরা ‘হারি বুইসুক’ এবং শেষ দিনটিকে ‘বুইসুকমা’ বলে থাকেন। আর নববর্ষের প্রথমদিনকে তাঁরা বলেন ‘বিসিকাতাল’। উৎসবের প্রথমদিন ত্রিপুরী ছেলেমেয়েরা ফুল তুলেন। ফুল দিয়ে ঘর সাজান। কাপড়-চোপড় ধুয়ে পরিষ্কার করেন। ঝুড়িতে ধান নিয়ে তাঁরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে মোরগ-মুরগিকে ছিটিয়ে দেন। গৃহপালিত সব প্রাণীকে খুব ভোরে ছেড়ে দেন তাঁরা। পরিচ্ছন্ন কাপড়-চোপড় পরে ছেলেমেয়েরা গ্রামের ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়ান। ছেলেমেয়েদের বিচিত্র পিঠা আর বড়দের মদ ও অন্যান্য পানীয় পান করানো হয়। বৈসুক শুরুর দিন থেকে ‘গরয়া’ নৃত্যের দল গ্রামে গ্রামে গিয়ে প্রত্যেক বাড়ির উঠোনে নৃত্য করে। এই আনন্দদায়ক ও চিত্তাকর্ষক নৃত্যকে ত্রিপুরীরা গরয়া নৃত্য বা খেরেবাই নৃত্য বলে থাকেন। এই নৃত্যে ২২টি অসাধারণ মুদ্রা সৃষ্টি করা হয়। এই নৃত্য দলের শিল্পীদের একজনের কাঁধে একটি শূল থাকে। এই শূলে একটি খাদি বাঁধা থাকে। যদি কোনও বাড়ির উঠোনে এই শূলটি বসানো হয়। বাড়ির মালিককে গরয়া দেবতার পূজা দিতে হয়। এভাবে প্রত্যেক বাড়ির উঠোনে নৃত্য শেষে শিল্পীদের মদ, মুরগির বাচ্চা, চাল প্রভৃতি দেওয়া হয়। বিনিময়ে শিল্পীরা সুর করে সেই গৃহস্থকে আশীর্বাদ করে যান।

পারমাণবিক চুক্তি নিয়ে আলোচনা

তেহরান, ১২ এপ্রিলঃ পারমাণবিক চুক্তি নিয়ে ওমানে উচ্চপর্যায়ের আলোচনায় বসছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান। শুক্রবার ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এ তথ্য জানিয়েছে। শনিবার এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তেহরান বলছে, এদিনই এ বিষয়ে একটি সমঝোতায় পৌঁছাতে চায় তারা। গত সোমবার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সবাইকে অবাক করে ঘোষণা দেনওমানে ওয়াশিংটন ও তেহরানের মধ্যে আলোচনা শুরু হবে। উপসাগরীয় দেশ ওমান এর আগেও পশ্চিমা বিভিন্ন দেশ ও ইরানের মধ্যে আলোচনার ক্ষেত্রে মধ্যস্থতার কাজ করেছে। গত জানুয়ারিতে দ্বিতীয়বারের মতো হোয়াইট হাউসে ক্ষমতায় বসেন ট্রাম্প। এর আগে তাঁর প্রথম মেয়াদে ইরানের সঙ্গে একটি পারমাণবিক চুক্তি থেকে সরে দাঁড়ায় যুক্তরাষ্ট্র। এবারও তেহরানের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থা নিয়েছেন তিনি। মধ্যপ্রাচ্যে শক্তিধর দেশ ইরানের পারমাণবিক প্রকল্পকে হুমকি বলে মনে করে যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র দেশ ইসরায়েল। এরই মধ্যে আজ ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, ইরানকে হুমকি না দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের উচিত হবে আলোচনায় যুক্ত থাকতে তেহরানের সিদ্ধান্তকে মূল্যায়ন করা।

আর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ইসমাইল বাগেরি বলেছেন, ‘আজ আমরা অন্য পক্ষের উদ্দেশ্য মূল্যায়ন করতে চাই এবং সমাধান করতে চাই।’

Name Change
I, Umang Upendra Desai (old name) S/O Upendra Desai, residing at 6, Sarat Bose Road, L.R Sarani, Ballygunge, Kolkata- 700020, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Umang Desai (new name) as declared before the notary public at kolkata, dated 11/04/2025. Umang Desai (new name) and Umang Upendra Desai (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Mrinmoy Banerjee (old name) S/O Khwaja Tahir Hussain, residing at 59C G.J Khan Road, P.O. & P.S.- Tiljala, Kolkata- 700039, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Ghulam Ahmed Raza (new name) as declared before the Ld. Metropolitan Magistrate, 1st Class at Kolkata, dated 07/03/2020. Ghulam Ahmed Raza (new name) and Mrinmoy Banerjee (old name) both are same and identical person.

Name Change
I,SANT SHAW, SON OF MISHRI LAL SHAW, RESIDING AT 62/A/7 J.N. MUKHERJEE ROAD,PO - GHUSURI, HOWRAH - 711107,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANT KUMAR SHAW VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/04/2025.THAT SANT SHAW AND SANT KUMAR SHAW BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I,KARTICK CHANDRA MRIDHA son of Jatindra Nath Mridha ,residing at – 101,Dr.J.R.Dhar Road,Dum Dum, P.O.- Dumdum,Kolkata-700028,West Bengal.My Actual and correct name is KARTICK CHANDRA MRIDHA as per Aadhaar Card and PAN Card. My name is wrongly recorded as K.C.MRIDHA in my Driving Licence.That KARTICK CHANDRA MRIDHA and K.C.MRIDHA is the same and one identical person vide Affidavit No-5865. LD.1ST Class Judicial Magistrate at Calcutta, dated-27/03/2025.

Name Change
I, SHILPI MALLICK (old name) wife of Suvendu Mallick, residing at 61,Raja Ram Mohan Roy Sarani,Kumir Jola Road,P.O. Mallickpara,P.S. Serampore, Dist – Hooghly,Pin – 712203.West Bengal. have changed my name and shall henceforth be known as SHILPI MALLICK GHOSH (new name) as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Serampore,Hooghly vide affidavit dated 12/11/2024. SHILPI MALLICK (old name) and SHILPI MALLICK GHOSH (new name) both are same one identical person.

Name Change
I, Kanai Giri (old name) S/O Late Dhirendra Giri, residing at Vill- Biram-put, P.O.- Junput, P.S.- Junput Coastal, Dist.- Purba Medinipur, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Kanailal Giri (new name) as declared before the notary public at Contai (Affidavit No. 4632), dated 07/03/2025. Kanailal Giri (new name) and Kanai Giri (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Mukesh Kumar Saraowgi (old name) S/O Late Shankar Lal Saraowgi, resid-ing at CF5A Jyangra Ghosh Para Road Prestige Apartment, Kolkata- 700059, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Mukesh Saraowgi (new name) as declared before the notary public at kolkata, dated 11/04/2025. Mukesh Saraowgi (new name) and Mukesh Kumar Saraowgi (old name) both are same and identical person.

Name Change
I SK ABDUL KALAM,S/O Late SEKH ABDUL SALEK, R/O 7B LALA BABU LANE PO-COSSIPORE,PS-CHITPORE, 700002, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SEKH ABDUL KALAM,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/04/2025,THAT SK ABDUL KALAM AND SEKH ABDUL KALAM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Jasmina Khatun (old name) W/O Sk Monirul, residing at Vill. & P.O.- Bahirkunja, P.S.- Nodakhali, Dist.- South 24 Parganas, Pin- 743318, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Jasmina Bibi (new name) as declared before the notary public at kolkata, dated 11/04/2025. Jasmina Bibi (new name) and Jasmina Khatun (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Habibur Sekh (old name) S/O Sekh Haroj, residing at Vill. & P.O.- Bahirkunja, P.S.- Nodakhali, Dist.- South 24 Parganas, Pin- 743318, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Sekh Habibar (new name) as declared before the notary public at kolkata, dated 11/04/2025. Sekh Habibar (new name) and Habibur Sekh (old name) both are same and identical person.

Name Change
I,VIKRAM M SHIVNANI (OLD NAME) S/O MURLI SHIVNANI RESIDING AT 7B,RANI RASHMONI ROAD,PS-NEW MARKET,KOLKATA-700013 , INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS VIKRAM SHIVNANI (NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/04/2025.VIKRAM M SHIVNANI(OLD NAME) AND VIKRAM SHIVNANI (NEW NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON.

Name Change
I,NAZRUL MALLICK (OLD NAME) S/O LATE DEYANAT MALLIK ,RESIDING AT VILL-GARPURUSOTTAMPUR, PO-PRATAP-PUR,PS-PANSKURA, DIST-PURBA MEDINIPUR,PIN-721152,WEST BENGAL, INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NAJRUL MALLICK(NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE LD.1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT TAMLUK COURT ON 30/01/2025 VIDE AFFIDAVIT NO.1377.NAZRUL MALLICK(OLD NAME) AND NAJRUL.MALLICK (NEW NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, PRADIP DAS (OLD NAME) S/O LATE KALI PADA DAS, R/O CHANDIBERA, SARADANAGAR, PO-MILAN BAZAR, PS-NEWTOWN,DIST-NORTH 24 PARGANAS, PIN-700102, WEST BENGAL,INDIA.HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCE-FORTH KNOWN AS PRODIP DAS AS DECLARED BEFORE THE LD.1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT BIDHANNAGAR COURT,VIDE AFFIDAVIT NO.2790 DATED 21/12/2024.PRADIP DAS(OLD NAME) AND PRODIP DAS (NEW-NAME) BOTH ARE SAME AND ONE IDEN-TICAL PERSON.

Name Change
I, Krishna Pada Bhowmick (old names) C/O Late Sashi bhusan Bhowmick, residing at Hanspur, Ghonza, P.S.- Gaighata, Dist.- North 24 Pgs, Pin-743249, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Krishna Kanta Bhowmick (new name) as declared before the notary public at kolkata, dated 07/04/2025. Krishna Kanta Bhowmick (new name) and Krishna Pada Bhowmick (old name) both are same and identical person.

Name Change
I,NILANJANA BANDYOPADHYAY CHAUDHURY (OLD NAME),WIFE OF DEBASIS CHAUDHURY, RESIDING AT FLAT 9A/6,ANUPAMA HOUSING COM-PLEX,VIP ROAD,KAIKHALI, KOLKATA - 700052, WEST BENGAL, SHALL HENCE-FORTH BE KNOWN AS NILANJANA CHAUDHURY (NEW NAME) VIDE AN AFFI-DAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/04/2025.THAT NILANJANA BANDYOPADHYAY CHAUDHURY AND NILANJANA CHAUDHURY BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I,Hanif Mondal (Old Name), son of Omedali Mandal,residing at Ganrapota,Kamalapur, North 24 Parganas - 743251,West Ben-gal,shall henceforth be known as Hanef Mondal (New Name) vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 11/04/2025. That Hanif Mondal and Hanef Mondal all are the same and one identical person.

Name Change
I, Epsita Dey Datta & Epsita Datta (Old Names) daughter of Debabrata De, residing at RAIL BIHAR,FLAT-308, ANANDAPUR, PS:ANANDAPUR, KOLKATA-700107, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Epsita Dey (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 09/04/2025. Epsita Dey (New Name) and Epsita Dey Datta & Epsita Datta (Old Names) all are same and identical person.

Name Change
I, Buddhadeb Goutam (Old Name) son of Dhirendra Nath Gautam, residing at 25/413,RAJA RAMMOHAN ROY ROAD,PASCHIM PUTIARI,PS-BEHALA,KOLKATA-700041, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Buddhadeb Gautam (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 09/04/2025. Buddhadeb Gautam (New Name) and Buddhadeb Goutam (Old Name) both are same and identical person.

Name Change
I PROTIK DAS, S/O BIJAN DAS,R/O VILL-BADKULLA ASHRAMPARA,PO BADKULLA,PS-TAHERPUR,NADIA-741121,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PROTICK DAS,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUB-LIC AT KOLKATA ON 11/04/2025, THAT PROTIK DAS AND PROTICK DAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, SK ARIF (Old Name) S/O SHAIKH MAHAMMAD @ SK MAHAMMAD , Residing at VILL- RANISAI, P.O.- RANISAI, P.S.- RAMNAGAR, EAST MEDINIPUR, Pin- 721446,West Ben-gal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) SHAIKH ARIF (New Name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 11/04/2025. SHAIKH ARIF (New Name) and SK ARIF (Old Name) both are same identical person.

প্রযুক্তি নির্ভর যুগেও ভিড় বাড়ছে ক্যালেন্ডার ও হালখাতার দোকানে

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া ১২ এপ্রিল ঃ নববর্ষ মানেই হালখাতা ও নতুন ক্যালেন্ডার, নতুন ব্যাগ, নতুন

পোশাক। মিষ্টির প্যাকেট নিয়ে বাড়িতে গিয়ে মিষ্টিমুখ। এখন প্রযুক্তি নির্ভর যুগে সেই ছবির কোথাও যেন অদল বদল ঘটেছিল। কয়েক বছর ধরে সেভাবে চাহিদা ছিল না ক্যালেন্ডারের। ছিলনা হালখাতারও। কারণ কম্পিউটারের মাধ্যমেই এসবের চাহিদা মেটাচ্ছে প্রযুক্তি। ফলে নদীয়ার ক্যালেন্ডার ও হালখাতা তৈরির সঙ্গে জড়িত ব্যবসায়ীরা বাধ্য হয়ে অন্য পেশায় ঝুঁকেছেন। ব্যবসায়ীদের দাবি, আগে হাজার হাজার ক্যালেন্ডার ও হালখাতা তৈরি করতাম। চৈত্রর শেষের দিকে সব বিক্রি হয়ে যেত। পরে কেউ কিনতে চাইলে তার যোগান দিতে পারতেন না। এখন সেই ছবি আবার বদলাচ্ছে। এখন হালখাতা ও ক্যালেন্ডারের অর্ডার আবার আগের মত হতে শুরু করেছে। যদিও আগে প্রত্যেকটি ক্যালেন্ডার থেকে প্রায় ৪ টাকা করে লভ্যাংশ থাকত। এছাড়াও হালখাতার কার্ডও ছাপানো হত। সবই এখন ডিজিটাল মাধ্যমে চলে আসায় আর সেভাবে চাহিদা ছিল না।' ইতিহাস ঘাটলে জানা যায়, আগে জমিদারকে খাজনা দেওয়ার অনুষ্ঠান হিসেবে 'পূণ্যাহ' প্রচলন ছিল। বছরের প্রথম দিন প্রজারা সাধ্যমতো ভালো পোশাক-আশাক পরে জমিদার বাড়িতে গিয়ে খাজনা পরিশোধ করতেন। তাঁদের মিষ্টি দিয়ে আপ্যায়ন করা হত। জমিদারি প্রথা উঠে যাওয়ায় 'পূণ্যাহ' বিলুপ্ত যায়। 'পূণ্যাহ' বিলুপ্ত হওয়ার পর বাংলা সনের প্রথম দিন দোকানপাটের হিসাব আনুষ্ঠানিকভাবে হালনাগাদ করার জন্য শুরু হয় হালখাতা। ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আকবরের বাংলা সন প্রবর্তনের পর থেকেই হালখাতার প্রচলন হয় ভারতে। তবে সেই জনপ্রিয় প্রথায় বছর পাঁচ ছয় ধরে প্রযুক্তির ছোঁয়া লেগেছিল মারাত্মকভাবে। ব্যবসায়ীরা বাধ্য হয়ে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ক্যালেন্ডারের বদলে ক্রেতাদের নামিদামি গিফট দিতেন। হালখাতার কার্ডও ছাপাতেন না। হোয়্যাটসঅ্যাপের মাধ্যমে পৌঁছে যেতো হালখাতার কার্ড। ফলে আগের চেনা ভিড় ছিল না ক্যালেন্ডার ও হালখাতার দোকানে। তখন অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে নেমেছিলেন ক্যালেন্ডার ও হালখাতা তৈরির কাজের সঙ্গে জড়িত ব্যবসায়ীরা। নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জের মাজদিয়ার ক্যালেন্ডার ও হালখাতা ব্যবসায়ী স্বপন কুমার ভৌমিক জানান, আমার এই ব্যবসা গত ৫০ বছর ধরে চালাচ্ছি। গত ৫ বছর ৬ বছর ধরে ক্যালেন্ডার ও হালখাতার অর্ডার সেভাবে ছিল না। তবে আগের বছর থেকে আবার আগের মতো চাহিদা আসতে শুরু করেছে। আগে চৈত্র মাস পড়লে নাওয়া খাওয়ার সময় থাকত না। গত কয়েক বছর ধরে তার আমল পরিবর্তন হয়। প্রায় ৮০ শতাংশ বিক্রি কমে যায়। বলা যেতেই পারে কম্পিউটার এসে সেভাবে হালখাতা ও ক্যালেন্ডারের চাহিদা দেখা যায় না। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলেছে অনেক কিছুই পরিবর্তন এসেছে আভিজাত্যের ছোঁযা। তবে সব কিছুকে ফেলে আবার পুরনোর দিকে এগিয়ে চলেছে ব্যবসায়ীরা। স্বপনবাবুর কথায় মনে হচ্ছে যেন এবছর আবার হারানো ও পুরনো দিন ফিরে পেয়েছি। আগের মতই ক্যালেন্ডার ও হালখাতার অর্ডার বেড়েছে। স্কিন প্রিন্টার গোপাল মন্ডল বলেন দিনরাত পরিশ্রম করে আমরা ও কর্মচারীরা তৈরি করছেন ক্যালেন্ডারের কাজ। তিনি পাশাপাশি এটাও বলেছেন আগে শুধুমাত্র পহেলা বৈশাখ হালখাতা হলেও বর্তমানে অক্ষয় তৃতীয়া, বুদ্ধ পূর্ণিমা, রথযাত্রা সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই হালখাতার রেওয়াজ চালু হয়েছে। এই ব্যাপারে স্থানীয় ক্রেতা ইন্দ্রজিত বিশ্বাস জানান একদিনে হালখাতা করলে পুরনো বকেয়া টাকা সব জায়গায় দিতে পারে না ফলে পাওনা টাকা ঠিকভাবে আদায় হয় না। বিভিন্ন সময় হালখাতা প্রথা চালু হওয়ায় ব্যবসায়ীরা যেমন লাভবান হচ্ছেন তেমনি লাভবান হচ্ছেন দোকানদার রাও। পাশাপাশি তিনি এটাও বলছেন সারা বছর একজন ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে খুব সম্পর্ক রাখার জন্যই মিষ্টিমুখ করানো ও একটা ক্যালেন্ডার দিয়ে আতিথেয়তা কে বরণ করার জন্যই হালখাতার রেওয়াজ বাড়ছে। স্থানীয় বাসিন্দা বিদ্যুৎ বিশ্বাস বলেন যতই কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে মানুষকে আমন্ত্রণ করা হোক না কেন মানুষের মধ্যে যে আন্তরিকতা ছিল, সেই আন্তরিকতার নষ্ট হচ্ছিল। এটা সকল ব্যবসায়ীরা যেমন বুঝছেন তেমনি ক্রেতারাও বুঝতে পেরেছেন। যার ফলে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা ও রাখার জন্যই হালখাতা চিঠি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হালখাতার সাথে একটা ক্যালেন্ডার যদি ক্রেতার কাছে পৌঁছায় তাহলে সেই ক্রেতা তার নিজের বাড়িতে দেওয়ালে যখন টাঙ্গিয়ে রাখবেন তিনি যেমন সমস্ত কিছু তার ক্যালেন্ডারের মধ্যে দেখতে পাবেন পাশাপাশি তার গুরুত্বপূর্ণ কোন দিন থাকলে তিনি কিন্তু ক্যালেন্ডার এর মধ্যে চিহ্নিত করে রাখতে পারবেন। এই জন্যই এখন পুরো দিনকে ফিরিয়ে আনছে ব্যবসায়ীরা।

সীমান্তে তিন বাংলাদেশি ও এক ভারতীয় দালাল গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১২ এপ্রিল ঃ মুর্শিদাবাদে অনুপ্রবেশের দায়ে তিন বাংলাদেশি ও এক ভারতীয় দালালকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে একজন বাংলাদেশি মহিলাও আছে। শুক্রবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মুর্শিদাবাদের রানিনগরের হারুডাঙা গ্রামের কালীমন্দির এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করে পুলিশ। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। জানা গিয়েছে, ধৃত তিন বাংলাদেশির নাম জামশেদ আলি, মহম্মদ বাবু, আকমল হোসেন। প্রত্যেকের বয়স ২৬-২৭ বছর। এদের মধ্যে জামশেদের বাড়ি বাংলাদেশের চাপাই নবাবগঞ্জ জেলার ধুলাউড়ি গ্রামে। অন্য দু'জনের বাড়ি বাংলাদেশের চাঁপাই নবাবগঞ্জের নাজিপুরে। ধৃত বাংলাদেশি মহিলার নাম প্রকাশ্যে আনেনি পুলিশ। ধৃত ভারতীয় দালালের নাম সরিফুল ইসলাম শেখ। তিনি রানিনগরের শিবনগরের বাসিন্দা।

চা বাগানগুলির উন্নতির লক্ষ্যে ৩২ টি প্রকল্প প্রস্তাব জমা পড়েছে

কলকাতা, ১২ এপ্রিল ঃ চা বাগানগুলির উন্নতির লক্ষ্যে সেখানকার অব্যবহৃত ও পতিত জমিতে পরিবেশবান্ধব চা পর্যটন এবং সহযোগী বাণিজ্য নীতির উপরে নির্ভর করে এখনও পর্যন্ত সাতাশ টি সংস্থার কাছ থেকে মোট ৩২ টি প্রকল্প প্রস্তাব জমা পড়েছে। এর মধ্যে দার্জিলিং জেলার পাঁচটি বাগানে চারটি সংস্থার সাতটি প্রকল্প সহ মোট এগারো টি প্রস্তাব অনুমোদন পেয়েছে বলে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর সূত্রে জানা গেছে। এই প্রকল্পগুলিতে মোট ২ হাজার ২০৫ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। উল্লেখ্য উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, আলিপুরদুয়ার এবং কালিম্পং জেলার বিভিন্ন চা বাগানের অব্যবহৃত ও পতিত জমিতে পরিবেশবান্ধব চা পর্যটন শিল্প গড়ে তোলার জন্য রাজ্য সরকার ২০১৯ সালে এই সংক্রান্ত একটি নীতি গ্রহণ করে।

বিহারে সফর প্রধানমন্ত্রীর, প্রস্তুতি বৈঠক এনডিএ নেতাদের

পাটনা, ১২ এপ্রিল ঃ আগামী ২৪ এপ্রিল বিহার সফরে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তার আগে শনিবার প্রস্তুতি বৈঠক করলেন এনডিএ নেতারা। বিহারের মন্ত্রী এবং বিজেপি নেতা নীতিন নবীন বলেছেন, বিজেপি এবং এনডিএ-র পুরো দল প্রধানমন্ত্রীর আগমনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদবের টুইটের প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, যদি আপনি কোনও গ্রামে যান এবং জিজ্ঞাসা করেন, বিহারকে আসলে কে ধ্বংস করেছে, তাহলে সবাই বলবে লালু পরিবার। লালু পরিবার এবং আরজেডি বিহারে দুর্নীতি, কেলেঙ্কারি, জঙ্গল রাজ এবং অরাজকতার প্রতীক। বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী বিহারে আসছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর কর্মসূচি সফল করতে পুরো এনডিএ একসাথে কাজ করবে। দেশের উন্নয়ন কীভাবে হওয়া উচিত সেই ধারণা নিয়ে এনডিএ কাজ করছে। সরকার সম্পূর্ণ যত্ন নিচ্ছে, বিহারের যুবকরা বাইরে না যায়, বিহারের মানুষ যেন কর্মসংস্থান পায়।

খাদে পড়ে গেল গাড়ি, মৃত্যু ৫ জনের

দেবপ্রয়াগ, ১২ এপ্রিল ঃ উত্তরাখণ্ডের দেবপ্রয়াগে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে গেল একটি গাড়ি। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের। ওই গাড়িতে থাকা শুধুমাত্র এক মহিলা প্রাণে বেঁচে গেছেন। সবাই একই পরিবারের সদস্য। পুলিশ জানিয়েছে, শনিবার একটি যাত্রীবোঝাই গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে যায়। এই দুর্ঘটনায় ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। এক মহিলাকে উদ্ধার করা হয়েছে, গাড়িতে থাকা বাকি সবার মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ ও এসডিআরএফ বাহিনী উদ্ধারকাজ চালায়। দু'টি ক্রেনের সাহায্যে খাদ থেকে তোলা হয় গাড়িটি। উদ্ধার হওয়া মহিলাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

রাজ্য ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী তথা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হরিরামপুর বিধানসভার বিধায়ক এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা এবং ভূমিপুত্র বিপ্লব মিত্র শনিবার বিকেলে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হরিরামপুরে আয়ুষ মেলার শুভ উদ্বোধন করলেন। পাশাপাশি একটি চিকিৎসা শিবিরেরও তিনি উদ্বোধন করেন। এই দিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রত্যেকের উপস্থিতি ছিল যথেষ্ট লক্ষণীয়।

ঝড়খালি ব্যাঘ্র পুনর্বাসন কেন্দ্রে এলো নতুন অতিথি

দুরন্ত বার্তা, ঝড়খালি, ১২ এপ্রিল ঃ ঝড়খালি ব্যাঘ্র পুনর্বাসন কেন্দ্রে এল নতুন অতিথি। মাস খানেক আগে পুনর্বাসন কেন্দ্রে বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যু হয়েছিল একটি বাঘের। সেই শূন্যস্থান পূরণ করল নতুন অতিথি। আলিপুর চিড়িয়াখানা থেকে তাকে এখানে নিয়ে আসা হল। ঝড়খালির ব্যাঘ্র পুনর্বাসন কেন্দ্রের আগের বাঘ দু'টিকে দেখে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আদর করে নাম দিয়েছিলেন ' সোহান আর সোহানি'। তাদের মধ্যে আগেই প্রাণ হারিয়েছিল সোহানি। গত ১৫ মার্চ মৃত্যু হয় সোহানের ময়নাতদন্তের পর নিয়মমাফিক শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছিল। সেই শূন্যস্থান পূরণে শুক্রবার মধ্যরাতে আলিপুর চিড়িয়াখানা থেকে একটি নতুন বাঘকে নিয়ে আসা হল ঝড়খালি ব্যাঘ্র পুনর্বাসন কেন্দ্রে। সোহানের মৃত্যুর পর দু'টি বাঘিনী ছিল ঝড়খালি অ্যানিম্যাল পার্ক বা ব্যাঘ্র পুনর্বাসন কেন্দ্রে। এবার সেই তালিকায় জুড়ল বাঘও। সুন্দরবন ভ্রমণে এসে পর্যটকরা জঙ্গলে বাঘের দেখা না পেলেও ঝড়খালির এই ব্যাঘ্র পুনর্বাসন কেন্দ্রে এসে বাঘের দেখা মিলবে। উল্লেখ্য, ২০০৯ সালে বারবার সাতজেলিয়ার লোকালয়ে ঢুকে পড়েছিল সোহান। পরে বনদপ্তরের পাতা খাঁচায় ধরা পড়ে সে। তারপর রাখা হয়েছিল আলিপুর চিড়িয়াখানায়। পরবর্তীতে তাকে পুনরায় ফিরিয়ে আনা হয় ঝড়খালির ব্যাঘ্র পুনর্বাসন কেন্দ্রে। পর্যটকদের কাছে যথেষ্ট আকর্ষণীয় ছিল সোহান ও সোহানি। এবার সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করল নতুন অতিথি।

শতবর্ষের গাজন উৎসবকে ঘিরে রয়েছে ঐতিহ্যবাহী এক অষ্টক ও বুলান গান

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১২ এপ্রিল ঃ শতবর্ষের গাজন উৎসবকে ঘিরে ঐতিহ্যবাহী এক অষ্টক ও বোলান গান আজও যেন জীবন্ত গ্রামীণ সংস্কৃতি বয়ে নিয়ে চলেছে। গোটা নদীয়ায় রয়েছে এই প্রথা, ঠিক তেমনই নদীয়ার শান্তিপুর ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের স্টিমারঘাট এলাকায় প্রতি বছর চৈত্র মাসে

অনুষ্ঠিত হয় নীল পুজো ও গাজন উৎসব। আর এই উৎসবকে ঘিরেই বছরের পর বছর ধরে চলে আসছে এক অনন্য সংস্কৃতি এক অষ্টক ও বোলান গান। প্রায় ১০০ বছরের পুরোনো এই ঐতিহ্য আজও সমান উজ্জ্বল স্থানীয়দের হৃদয়ে। গাজন কমিটির সদস্যরা জানিয়েছেন, এই অষ্টক ও বোলান গান শুধু গান নয়, এটি এই এলাকার এক প্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। যা উৎসবের সময় এলাকার ছোটো, ছোটো ছেলেমেয়েরা শিব, পার্বতী ও রাধা এবং কৃষ্ণের সাজে সেজে আশপাশের গ্রামগুলোতে অষ্টগান করে থাকেন। বিভিন্ন বাড়িতে গিয়ে তাঁরা পরিবেশন করেন এই অষ্টক গান। এই গান গাওয়ার সময় যে অর্থ সংগ্রহ হয়, তা পুরোটাই খরচ হয় গাজন উৎসব ও শিব পুজোর আয়োজনের জন্য। উৎসবের প্রতিটি পর্বে স্থানীয় মানুষদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ থাকে নজরকাড়া। গাজনের মূল আকর্ষণ এই অষ্টক ও বুলান গান-যেখানে ধর্মীয় ভাবগম্ভীরতা ও লোক সংস্কৃতির মেলবন্ধনে তৈরি হয় এক অনন্য আবহ। যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এই গান ও উৎসব বয়ে নিয়ে চলেছে এক গভীর ঐতিহ্য ও সমাজ সচেতনতার বার্তা। গাজন কমিটির পক্ষে থেকে জানানো হয়েছে, ভবিষ্যতেও এই সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার বজায় রাখতে তারা নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন।

বিএসএফের কাছে হাতজোড় করে কাতর আর্জি গ্রামবাসীর 'বাঁচান আমাদের'

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১২ এপ্রিল ঃ অশান্ত মুর্শিদাবাদ। চাপা উত্তেজনা সুতি থেকে ধুলিয়ান, সর্বত্রই। সামশেরগঞ্জে রুট মার্চ শুরু করে দিল বিএসএফ। সামনে রয়েছে রাজ্য পুলিশ। ' বাঁচান আমাদের, আমরা আর পারছি না', বিএসএফের কাছে হাতজোড় করে কাতর আর্জি করতে দেখা গেল গ্রামবাসীদের। রাষ্ট্রপতি শাসনেরও দাবি তুলছেন গ্রামবাসীদের অনেকে। মূলত জাফরাবাদ, লক্ষ্মীমন্দির-সহ একাধিক অংশ এখন তপ্ত হয়ে রয়েছে। এরইমধ্যে জাফরাবাদে বাবা ও ছেলে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ উঠেছে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা বলছেন সামশেরগঞ্জের এক বাসিন্দা। তীব্র আতঙ্কের মধ্যে তিনি বলছেন, বাজারে আমার মিষ্টির দোকান রয়েছে। কিছু লোক বাইরে থেকে এসে আমার দোকানে আক্রমণ করে। লুঠপাঠ চালায়। বাড়িতেও ভাঙচুর করে। রাত থেকেই আমরা তীব্র আতঙ্কে রয়েছি। আমাদের বাড়ির লোকেরা ঝাড়খণ্ডে এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। এলাকার কিছু মহিলা বলছেন, দরজা পুরো ভেঙে ফেলেছে। পাথর ছুড়েছে। কাঁদতে কাঁদতে আর এক মহিলা বলছেন, আমাদের দোকান পুরো ভেঙে ফেলেছে। আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। কিচ্ছু বাঁচেনি। কী খাব এবার আমরা? আর এক মহিলা বলছেন, আমরা একদম নিরাপদ নই। আমাদের নিরাপত্তা দিন। রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করুন। কিছু তো করুন! আর এক মহিলা বলছেন, পুরো দোকান তো জ্বলে গিয়েছে। কী খাব কিছুই বুঝতে পারছি না। আর এক ব্যক্তি বলছেন, কেন্দ্রীয় বাহিনী ছাড়া এখানে কিছু হবে না। রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হোক। এদিকে এরইমধ্যে অশান্ত এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। অন্যদিকে শান্তির বার্তা দিয়ে সোশ্যাল মাধ্যমে পোস্ট করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পুলিশ বারবার বলছে, গুজবে কান দেবেন না, সতর্ক থাকুন।

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে বৈদ্যুতিক কাজ

ই-টেণ্ডার নোটিস সংখ্যা. এপি/ইএল/৩৪/২৪-২৫ তারিখঃ ০৯-০৪-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেণ্ডার সংখ্যা. এপি/ইএল/৩৪/২৪-২৫। কাজের নামঃ** আলিপুরদুয়ার মণ্ডলেঃ ইহার জন্যে বৈদ্যুতিক কাজঃ কামাখ্যাগুড়িতে - ৮ ইউনিট, শামুকতলা রোডে - ৮ ইউনিট এবং জোরাইতে - ৪ ইউনিট, মোট ২০ ইউনিট টাইপ-II কোয়ার্টারের নির্মাণ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ১৬,৫৪,২৫৪.১২/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৩৩,১০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ০২-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খোলা যাবেঃ** ০২-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায় ডিআরএম/ইলেক্ট (জি)/আলিপুরদুয়ার জংশন কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/ জি এণ্ড সিএইচজি, আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

HDFC Bank Limited
Four Mangoe Lane, 5th Floor, Surendra Mohan, Ghosh Sarani, Kolkata-700 001.
This is to inform you that our client had a fixed deposit in the name of NANDITA BHATTACHARYA (DECEASED) vide deposit nos CC/17601610 where Mr. JAGPAL SINGH is the nominee. Unfortunately, Ms NANDITA BHATTACHARYA expired on 22/01/2023 Now, JAGPAL SINGH is claiming that the certificates have been lost A GD has already been lodged at SHAKESPEARE SARANI P.S on 05/04/2025 (GD # 318/05/04/25). If found by anyone, please contact HDFC BANK, 5T FLOOR, FOUR MANGOE LANE, SURENDRA MOHAN GHOSH SARANI, KOLKATA-700001.
SD/-
HDFC BANK LTD.
05/04/2025 4. BBD Bag Branch

প্লাস্টিক মুক্ত হরিহরপাড়া গড়ার লক্ষ্য! পথে নামল ব্লক প্রশাসন

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১২ এপ্রিল ঃ রাজ্যে সরকারের পক্ষ থেকে প্লাস্টিক ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই প্লাস্টিক ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তাই এবার প্লাস্টিক মুক্ত গড়তে উদ্যোগী হল হরিহরপাড়া ব্লক প্রশাসন। হরিহরপাড়া ব্লকের বিডিও নিজে হাতে রাস্তায় রাস্তায় প্লাস্টিক ও নোংরা আবর্জনা কুড়ালেন। হরিহরপাড়াকে প্লাস্টিকমুক্ত করতে পথে নামলেন ব্লক প্রশাসন, পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা। শুরু হয় পরিচ্ছন্নতা অভিযান। হরিহরপাড়া ব্লকের

বিডিও ছেরিং জাম ভুটিয়ার নেতৃত্বে নোংরা আবর্জনা পরিস্কার করা হয় হরিহরপাড়া বাজার এলাকা থেকে। বিডিও বলেন, পরিবেশ রক্ষার দায়িত্ব আমাদের সকলের। প্লাস্টিক দূষণ বন্ধ করতে হলে আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। আজ আমরা শুধুমাত্র পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালাচ্ছি না, বরং সাধারণ মানুষকে সচেতনও করছি। শুধু পরিস্কার করাই নয়, এদিন স্থানীয় ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে আলোচনা করেন বিডিও। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মীর আলমগীর পলাশ, জয়েন্ট বিডিও আমোস তামাং, হরিহরপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গৌতম কুমার দাস, পঞ্চায়েত সমিতির খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ মিলটন সেখ সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। এদিন শপথ নেন, হরিহরপাড়াকে প্লাস্টিক মুক্ত করার। প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, এই উদ্যোগ শুধু আজকের জন্য নয়, আগামীদিনেও চলবে। সাধারণ মানুষকেও প্লাস্টিক বর্জনে আরও বেশি সচেতন হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। পরিবেশ বাঁচাতে চাই সচেতনতা, আর সেই সচেতনতা গড়ে তুলতে প্রশাসনের এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। এখন দেখার বিষয়, সাধারণ মানুষ কতটা এই উদ্যোগের সঙ্গে হাত মেলান। বিডিও সমস্ত ব্যবসায়ীদেরকে সচেতন করেন দোকানের পাশে নোংরা ফেলার জায়গা রেখে দেওয়ার জন্য ওই জায়গায় নোংরা আবর্জনাগুলো ফেলবে। এই সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে এলাকাবাসীর মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি পরিচ্ছন্নতার গুরুত্বও তুলে ধরা হয়। স্থানীয়রা প্রশাসনের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এবং ভবিষ্যতে এরকম কর্মসূচির আরও আয়োজনের আহ্বান জানিয়েছেন।

গ্রামের বাসিন্দারাই নিজেরাই অর্থ ও স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে তৈরি করছেন পাকা সেতু

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১২ এপ্রিল ঃ প্রধান সড়কের সঙ্গে সংযোগকারী ব্যবস্থা বলতে দুটো বাঁশ। নদীর ওপরে শুধু দুটো বাঁশ পেতে রাখা হয়েছে। এই বাঁশের ওপর দিয়ে ঝুঁকি নিয়ে পারাপার করেন বাসিন্দারা। বলা যেতে পারে প্রতিদিন সার্কাস দেখাতে হয় বাসিন্দাদের। এই ছবি দেখা যায় দক্ষিণ লতাবাড়ি গেলে। বাঁশের ছোটো সাঁকো বলা ভুল হবে। দুটি বাঁশ দিয়ে সাঁকো তৈরির চেষ্টা করেছেন বাসিন্দারা। এই বাঁশ দিয়ে পারাপার করতে হয় দক্ষিণ লতাবাড়ি সোমরা বাজার এলাকার কয়েকশো বাসিন্দাদের। কেননা সাহেব জোত ঝোরার ওপর নেই কোন পাকা সেতু। বর্ষাকালে যাতাযাত বন্ধ হয়ে যায়। তখন চার কিলোমিটার ঘুরপথে যাতায়াত করতে হয়। বাজার ঘাট, হাসপাতাল, স্কুলে যেতে হলে এই দুটি বাঁশ ভরসা দক্ষিণ লতাবাড়ি সোমরা বাজার কয়েকশো পরিবারের। এলাকাবাসীদের পক্ষ থেকে জানা যায়, স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য, প্রধানকে বারবার জানিয়েও কোন সুরহা হয়নি। অবশেষে নিজেরাই অর্থ ও স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে একটি পাকা সেতু তৈরি করছেন। বাসিন্দারা আরও জানান, নিজেরাই পাকা সেতু তৈরির কাজ শুরু করেছেন। বর্ষার আগে এই সেতু তৈরির কাজ সমাপ্ত করা তাঁদের লক্ষ্য। না হলে প্রতিবছরের মত এবছরও সমস্যা পোহাতে হবে।

নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার ১

দুরন্ত বার্তা, গলসি, ১২ এপ্রিল ঃ নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠে এলো এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। ওই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে শনিবার অভিযুক্তকে বর্ধমান জেলা আদালতে পেশ করে পুলিশ। এই ঘটনায় ইতিমধ্যে চাঞ্চল্য ছড়ালো পূর্ব বর্ধমান জেলার গলসির আদ্রাহাটি পঞ্চায়েত এলাকায়। অভিযোগ পেয়ে এই ঘটনায় তদন্তে নামে গলসি থানার পুলিশ। অভিযুক্ত কে চিহ্নিত করতে স্কেচ- আর্টিস্টের সাহায্যে নেওয়া হয়। নাবালিকার বর্ণানা অনুযায়ী কলকাতা থেকে আসা স্কেচ-আর্টিস্ট অভিযুক্তর স্কেচ তৈরী করে। সেই স্কেচ ব্যবহার করে শুক্রবার মিঠুন বর্মন নামে এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে গলসী থানার পুলিশ। বয়স ৩০। ধৃতের বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা রুজু করে এদিন বর্ধমান জেলা আদালতে পাঠায় পুলিশ। তদন্তের স্বার্থে ধৃতের পাঁচদিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানানো হয় আদালতে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত ৭ এপ্রিল সকালে নাবালিকা বাজারের উদ্দেশ্যে যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বের হয়। গ্রামের রাস্তা ধরে যাওয়ার সময় স্থানীয় এক রাইস মিলের কাছে নির্জন জায়গায় তার পথ আটকায় এক অপরিচিত ব্যক্তি। নাবালিকাকে জোরপূর্বক জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে ওই ব্যক্তি। নাবালিকাকে চুপ থাকতে বাধ্য করে ভয় দেখায় অভিযুক্ত। মেয়েটি বাড়িতে গিয়ে সব কথা খুলে বললে, পরিবারের পক্ষ থেকে গলসি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে নাবালিকার শারীরিক পরীক্ষার করা হয় এবং শিশু সুরক্ষা কমিটির সহায়তা নেওয়া হয়।

কৃষ্ণনগরে শুরু হল নতুন বাইক পরিষেবা, শহরবাসীর যাতায়াতে আসবে আরও গতি

দুরন্ত বার্তা, কৃষ্ণনগর, ১২ এপ্রিল ঃ নতুন পরিষেবার সূচনা করেছেন একটি বেসরকারি পরিবহণ সংস্থা, যারা অ্যাপ-ভিত্তিক রাইড শেয়ারিং সিস্টেমের মাধ্যমে শহরবাসীদের দ্রুত এবং নির্ভরযোগ্য পরিষেবা দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ। কৃষ্ণনগরের পথ চলায় যুক্ত হল এক নতুন অধ্যায়- শহরে শুরু হল বাইক পরিষেবা, যা নাগরিকদের দৈনন্দিন যাতায়াতকে আরও সহজ ও সাশ্রয়ী করে তুলবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই নতুন পরিষেবার সূচনা করেছে একটি বেসরকারি পরিবহণ সংস্থা, যারা অ্যাপ-ভিত্তিক রাইড শেয়ারিং সিস্টেমের মাধ্যমে শহরবাসীদের দ্রুত এবং নির্ভরযোগ্য পরিষেবা দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ। প্রাথমিক পর্যায়ে শহরের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট যেমন কৃষ্ণনগর স্টেশন, কালীবাড়ি মোড়, কলেজ স্ট্রিট ও ডি.এম. অফিস সংলগ্ন এলাকায় বাইক স্ট্যান্ড গড়ে তোলা হয়েছে। যাত্রীরা একটি মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে বাইক বুক করতে পারবেন এবং নির্ধারিত ভাড়ার বিনিময়ে গন্তব্যে পৌঁছতে পারবে। স্থানীয় বাসিন্দারাও এই নতুন উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। এক কলেজ পড়ুয়া বলেন, অটোর জন্য অপেক্ষা না করেই বাইকে চড়ে কলেজ পৌঁছে যেতে পারছি। সময় বাঁচছে অনেক। তবে নিরাপত্তার দিকটি যাতে সুনিশ্চিত থাকে, তার জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে কিছু নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। চালকদের জন্য হেলমেট বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং যাত্রীদেরও হেলমেট ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এই বাইক পরিষেবা আগামী দিনে শহরের আরও এলাকা জুড়ে সম্প্রসারণ করা হবে বলে সংস্থা সূত্রে জানানো হয়েছে।

দিদিমণিদের দ্রুত ফেরানো হোক, মাথাভাঙার স্কুলে প্রতিবাদ বিক্ষোভ ছাত্রীদের

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১২ এপ্রিল ঃ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে বাংলায় প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর চাকরি গিয়েছে। স্কুলগুলিতে পঠনপাঠনের ক্ষেত্রেও দুশ্চিন্তার মেঘ দেখা দিচ্ছে বলে মত ওয়াকিবহাল মহলের। এই দুশ্চিন্তা ছড়িয়েছে কোচবিহারের মাথাভাঙা গার্লস হাইস্কুলে। এবার চাকরি যাওয়া শিক্ষিকাদের ফিরিয়ে আনার দাবিতে প্রতিবাদে নামল স্কুলের ছাত্রীরা। ওই শিক্ষিকারা খুব ভালো পড়ান। তাঁরা স্কুলে না থাকলে সমস্যা বাড়বে পঠনপাঠনে। সেই কথা ছাত্রীদের তরফে বলা হয়েছে। জানা গিয়েছে, মাথাভাঙা হাইস্কুলে মোট ২৭ জন শিক্ষিকা ছিলেন। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরে ওই স্কুলের ছয় শিক্ষিকার চাকরি চলে গিয়েছে। তাঁদের মধ্যে পাঁচজন

আছেন বিজ্ঞান বিভাগের, আর একজন বাংলার। বিজ্ঞান বিভাগের পাঁচজনের একসঙ্গে চাকরি চলে যাওয়ায় স্কুলের পরিচালন কমিটির মধ্যেও দুশ্চিন্তা ছড়িয়েছে। কীভাবে বিজ্ঞান বিভাগের পড়াশোনা হবে? কীভাবে সিলেবাস শেষ হবে? সেই আশঙ্কা করা হচ্ছে। এই অবস্থায় এবার স্কুলের শিক্ষিকাদের ফিরিয়ে আনার দাবিতে স্কুলের গেটের সামনে প্রতিবাদ দেখাল ছাত্রীরা। এদিন প্ল্যাকার্ড হাতে তাঁরা বিক্ষোভ দেখায়। ওই ছয় শিক্ষিকা অত্যন্ত ভালো পড়ান। পড়ুয়াদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কও অত্যন্ত নিবিড়। তাঁরা স্কুলে না থাকলে পড়াশোনার অনেক সমস্যা হবে। সেই কথা বলেছে ছাত্রীরা। প্ল্যাকার্ডেও শিক্ষিকাদের অবিলম্বে ফিরিয়ে আনার কথা লেখা হয়েছে।

দুয়ারে সরকার, দুয়ারে রেশনের পর এবার দুয়ারে চিকিৎসা পরিষেবা

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১২ এপ্রিল ঃ দুয়ারে সরকার, দুয়ারে রেশনের পর এবার দুয়ারে চিকিৎসা পরিষেবা। তবে সে চিকিৎসা মানুষের নয়, বরং মানুষের গৃহপালিত গবাদি পশুদের। যেখানে গ্রামবাসীদের গৃহপালিত বিভিন্ন প্রাণী, যেমন গরু, ছাগল, বাছুর সহ হাঁস, মুরগি একাধিক প্রাণীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার চিকিৎসা পরিষেবা ও বন্ধ্যাত্ব দূরীকরণের এক বিশেষ শিবিরের আয়োজন করা হয়, যাদের নাম দেওয়া হয় দুয়ারে পশু চিকিৎসক বিশেষজ্ঞ পরিষেবা। গ্রামীণ প্রত্যন্ত এলাকার দুয়ারে পশু চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গবাদী পশুর বন্ধ্যাত্ব দূরীকরণ ও বিভিন্ন রোগ নির্ণয়ের জন্য বিশেষ শিবিরের আয়োজন করা হয় হুগলি জেলার বলাগড় ব্লকের চরকৃষ্ণবাটি গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চলের কৃষ্ণবাটি চরের মাহাতো পাড়া এলাকায়। আদিবাসী পাড়া বলে খ্যাত এই প্রত্যন্ত এলাকায় কলকাতা থেকে ও জেলা সদর চুঁচুড়া থেকে বহু বিশেষজ্ঞ পশু চিকিৎসক, গবেষক ও প্রাণী সম্পদ ও বিকাশ দফতরের দায়িত্ব প্রাপ্ত আধিকারিক বৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। এই শিবিরে যোগদান করেন কম করে গ্রামের ৫০০ জন মানুষ। তারা সকলেই নিজেদের বিভিন্ন গবাদি পশু নিয়ে তাদের চিকিৎসা করাতে হাজির হয়েছিলেন প্রাণী স্বাস্থ্য শিবিরে। এই ধরনের স্বাস্থ্য শিবির করার বিশেষ কারণ হিসাবে উদ্যোক্তারা বলছেন, মূলতঃ

যে সমস্ত এলাকাগুলিতে মানুষজন গৃহপালিত পশুদের উপর নির্ভর করে, সেই সমস্ত এলাকায় গিয়ে এই স্বাস্থ্য শিবির হচ্ছে এবং দেখা যায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে গৃহপালিত পশুদের শারীরিক অসুস্থতা থাকলেও পশু চিকিৎসালয়ের কাছে পিঠে না থাকার জন্য গবাদি পশুদের নানা ধরনের রোগ হয়। সেই রোগ ছড়িয়ে পড়ে অন্যান্য প্রাণী ও মানুষদের মধ্যেও। এই পরিষেবার মধ্যে দিয়ে একেবারে বাড়ির সামনেই নিজেদের গবাদি পশুদের চিকিৎসা করানো থেকে ওষুধ দেওয়া সবই সম্ভব হচ্ছে। যার ফলে উপকৃত হবেন গ্রামের মানুষরা। একই সঙ্গে বিশিষ্ট প্রাণী চিকিৎসকরা জানান, গবাদি পশুদের মধ্যে বন্ধ্যাত্বের প্রবণতা বেড়েছে। তাই বন্ধ্যাত্ব দূরীকরণ ও রোগ নির্ণয় করে গবাদি পশুদের সুস্থ করে তোলা হচ্ছে। যাতে আর্থিক দিক থেকে পশু পালন করে স্থানীয় মানুষজন একটু আর্থিক সচ্ছলতা পেতে পারে। সেই কারণেই এই বিশেষ উদ্যোগ।

গম কাটার মেশিনে আটকে যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যু

সিরোহি, ১২ এপ্রিল ঃ শনিবার সকালে রাজস্থানে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনাটি ঘটেছে আবু রোড থানার তালওয়ার নাকা এলাকায়। মৃতের নাম নাথুরাম (১৮)। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এদিন সকালে জমিতে গম কাটার সময়ে মেশিনে আটকে মৃত্যু হয় যুবকের। এক পুলিশ আধিকারিক জানান, ময়নাতদন্তের পর দেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

গুজরাটের বিরুদ্ধে ৬ উইকেটে জয়ী লখনউ সুপার জায়ান্টস

১২ এপ্রিল ঃ একটা সময়ে মনে হয়েছিল, হাসতে হাসতে ম্যাচ জিতে যাবে লখনউ সুপার জায়ান্টস। তবে একপেশে দ্বৈরথকে ১৮ ওভার পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখল গুজরাট টাইটান্সের বোলিং লাইন আপ। অল্প রানের পুঁজি নিয়েও নিকোলাস পুরানদের বিস্ফোরক ব্যাটিং লাইন আপকে আটকে রাখলেন ওয়াশিংটন সুন্দররা। তবে শেষরক্ষা হল না। জয়ের হাসি ফুটল লখনউ ব্রিগেডের মুখে। চলতি আইপিএলের প্রথম ম্যাচে হারলেও সেখান থেকে দুর্দান্ত কামব্যাক করেছে গুজরাট। টানা চার ম্যাচ জিতে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে শুভমান গিলের দল। অন্যদিকে, তারকাখচিত দল গড়েও ধারাবাহিকতা দেখাতে পারেনি লখনউ। পাঁচ ম্যাচে তিনটি জিতলেও প্রশ্ন রয়েছে ২৭ কোটির অধিনায়ক ঋষভ পন্থের ফর্ম নিয়ে। তবে মিচেল মার্শ-এডেন মার্করামদের দাপটে লখনউয়ের ব্যাটিং লাইন আপকে সমীহ করছে বিপক্ষ দলগুলি। সবমিলিয়ে শনিবার লখনউয়ের ঘরের মাঠে ম্যাচ হলেও গুজরাটকেই এগিয়ে রেখেছিল ক্রিকেটমহল। এদিন টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন লখনউ অধিনায়ক পন্থ। তবে একানা স্টেডিয়ামে এদিন ঝ। তোলে গুজরাটের ওপেনিং জুটি। হাফসেঞ্চুরি আসে সাই সুদর্শন-শুভমান গিল দু'জনের ব্যাট থেকেই। ১২০ রানের পার্টনারশিপ গড়ে শুভমান যখন আউট হলেন, তখন দু'শো পারের স্বপ্ন দেখছে গুজরাট। কিন্তু সেখান থেকে ধসে প।ল গুজরাটের মিডল অর্ডার। ২০ ওভারের শেষে ১৮০ রানে থেমে যায় গুজরাটের ইনিংস। তুলনামূলক সহজ লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ম্যাচের শুরুতে ঝড় তোলেন এডেন মার্করাম। ৩১ বলে ৫৮ রান আসে তাঁর ব্যাট থেকে। এদিন অবশ্য ওপেন করতে নেমে ব্যর্থ হন পন্থ। ১৮ বলে তাঁর সংগ্রহ ২১। দুরন্ত ফর্ম ধরে রেখে ৬১ রান করেন পুরান। তবে ম্যাচের শেষদিকে আচমকা রানের গতি কমে যায় লখনউয়ের। ১৮ তম ওভার পর্যন্তও মনে হয়েছিল, ম্যাচ জেতার ক্ষীণ আশা ছিল গুজরাটের। শেষ পর্যন্ত রশিদ খানের ঘূর্ণি সামলে লখনউকে ম্যাচ জেতালেন আয়ুশ বাদোনি। এদিন জয়ের ফলে পয়েন্ট টেবিলের তিন নম্বরে উঠে এল লখনউ।

মাথায় দ্বিমুকুট, যুবভারতীতে সোনার ইতিহাস বাগানের

১২ এপ্রিল ঃ ইতিহাস বলছে, এখনও অবধি ঘরের মাঠে আইএসএল ফাইনাল জিততে পারেনি কোনও টিম। অতীতে এফসি গোয়া, কেরালা ব্লাস্টার্স বেঙ্গালুরু এফসি হেরেছে। গতবার একই ফল হয়েছে মোহনবাগানেরও। ফেভারিট হয়েও ঘরের মাঠে মুম্বই সিটি এফসির কাছে হারতে হয়েছিল শুভাশিস বসুদের। সেই ম্যাচে মোহনবাগান কোচের চেয়ারে ছিলেন আরেক স্প্যানিশ কোচ আন্তেনিও লোপেজ হাবাস। তিনিও লিগ-শিল্ড জিতেছিলেন। শনিবাসরীয় সন্ধ্যায় অতীতের এই ইতিহাস কি বদলাতে পারবেন জোসে মোলিনা? সেটাই ছিল প্রশ্ন। তার উত্তর এসে গেল। খেলা শেষ। আইএসএল কাপ চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান। ২-১ গোলে বেঙ্গালুরুকে হারাল সবুজ-মেরুন বাহিনী। মরণকাম। দেওয়ার চেষ্টায় বেঙ্গালুরু। ঠিকভাবে ক্রস রাখতে পারলেন না নাওরেম। কাউন্টার অ্যাটাকে ব্যবধান বাড়াতে পারত মোহনবাগানও। সুযোগ এসেছিল পেত্রাতোসের সামনে। কিন্তু একটু বেশিই সময় নিয়ে ফেললেন তিনি। বক্সের বাইরে ফ্রি কিক পেয়েছিল বেঙ্গালুরু। কিন্তু সুনীলের শট বারের উপর দিয়ে চলে যায়। অতিরিক্ত সময়ের হাফটাইম। মোহনবাগান এগিয়ে আছে ২-১ গোলে। গোল করার পরই তুলে নেওয়া হল

ম্যাকলারেনকে। সেই জায়গায় নামলেন দিমিত্রি পেত্রাতোস। ঘোষিত মোহনবাগানের প্রথম একাদশঃ বিশাল কাইথ, অলড্রেড, অনিরুদ্ধ থাপা, মনবীর সিং, শুভাশিস বোস (অধিনায়ক), লিস্টন কোলাসো, আলবার্তো রদ্রিগেজ, জেমি ম্যাকলারেন, জেসন কামিংস, আশিস রাই, আপুইয়া।

ঘোষিত বেঙ্গালুরুর প্রথম একাদশঃ গুরপ্রীত সিং, নামগেল ভুটিয়া, চিংলেন সানা সিং, রাহুল ভেকে, নাওরম রোশন, আলবার্তো নোগুয়েরা, সুরেশ সিং, পেদ্রো কাপো, এডগার মেন্ডেজ, রায়ান উইলিয়ামস, সুনীল ছেত্রী (অধিনায়ক)। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ধাক্কা। আত্মঘাতী গোল করলেন আলবার্তো রদ্রিগেজ। ডানদিক থেকে ক্রস তুলেছিলেন উইলিয়ামসন। কিন্তু বল বিপন্মুক্ত করতে গিয়ে নিজের জালেই জড়িয়ে দিলেন মোহনবাগানের ডিফেন্ডার।

ভেঙ্কটেশের জন্য ২৩ কোটি, রাহুলের জন্য কেন নয়?

ফ্র্যাঞ্চাইজিকে তুলোধোনা প্রাক্তন ক্রিকেটারের

১২ এপ্রিল ঃ 'নতুন' কে এল রাহুলকে দেখে মুগ্ধ ক্রিকেটদুনিয়া। চলতি আইপিএলে ওপেনার থেকে ফিনিশার-সব ভূমিকাতেই দারুণ সফল তিনি। তবে আইপিএল নিলামে তাঁর দাম ওঠে মাত্র ১৪ কোটি টাকা। সেই নিয়ে এবার সুর চ।ালেন আকাশ চোপড়া। ধারাভাষ্যকারের তোপ, ভেঙ্কটেশ আইয়ারের জন্য ২৩ কোটি টাকা খরচের পরিকল্পনা, অথচ রাহুলকে কেনার ইচ্ছাই নেই! গত বৃহস্পতিবার আরসিবির বিরুদ্ধে দিল্লি ক্যাপিটালসের ম্যাচ ছিল। বিরাট কোহলিদের ঘরের মাঠে খেলতে নেমেছিল অক্ষর প্যাটেলের বাহিনী। সেই ম্যাচে মাত্র ৫৩ বলে অপরাজিত ৯৩ রানের ইনিংস খেলেন রাহুল। তবে নজর কে।ছে সেদিনের ম্যাচ জেতানোর পরে রাহুলের অভিনব সেলিব্রেশন। বিখ্যাত সিনেমা কান্তারার ঢঙে মাঠে ব্যাট ঘোরান। সাফ জানিয়ে দেন, 'এটা আমার মাঠ। মনে রেখো।' সেই সেলিব্রেশন নিয়ে বহু চর্চা হয়েছে নেটদুনিয়ায়। এবার সেই চর্চার মধ্যে মুখ খুললেন আকাশ। ইউটিউবে তিনি বলেন, রাহুলের কী দারুণ ব্যাটিং। ম্যাচের সেরা হল। তারপর মাঠের মধ্যে চক্র এঁকে ব্যাট গেঁথে দেওয়ার ভঙ্গি করল। বুঝিয়ে দিল, এটা ওর এলাকা, এখানে ও'ই

রাজা। আসলে রাহুল নিশ্চই আহত হয়েছে। ও আগে দুই কানে আঙুল দিয়ে সেলিব্রেট করত, যেন বাইরের আওয়াজ কানের ভিতরে না যায়। তবে নিজের যাবতীয় সমালোচনা, কটাক্ষ শুনেছে, সহ্যও করেছে রাহুল। নিলামের প্রসঙ্গও উঠে আসে আকাশের মুখে। মেগা অকশনের আগে শোনা যাচ্ছিল, আবারও বেঙ্গালুরুর জার্সিতে দেখা যেতে পারে রাহুলকে। নিলাম থেকে হয়তো তাঁকে কিনতে পারে আরসিবি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, ভেঙ্কটেশের জন্য ২৩ কোটি অবধি দর হাঁকলেও আরসিবি রাহুলের জন্য সেভাবে চেষ্টাই করল না। সেই বিষয়টি উল্লেখ করে আকাশ বলেন, রাহুলের প্রতিভা এখনও বোঝেনি আরসিবি। তাই রাহুল নিজেই দায়িত্ব নিয়ে আরসিবির হাত থেকে ম্যাচ ছিনিয়ে নিয়েছে।

আইপিএলঃ নিজের রেকর্ড 'ভাঙ্গলেন' ধোনি

কলকাতা, ১২ এপ্রিল ঃ এমএ চিদাম্বরম স্টেডিয়ামে শুক্রবার কলকাতার মুখোমুখি হয়েছিল চেন্নাই। ৪৩ বছর ২৭৮ দিন বয়সে ম্যাচটি খেললেন ধোনি। আগের রেকর্ড ছিল ধোনিরই। ২০২৩ আসরের ফাইনালে চেন্নাইকে নেতৃত্ব দেওয়ার দিন তার বয়স ছিল ৪১ বছর ৩২৬ দিন। ওই ম্যাচে গুজরাট টাইটানসকে হারিয়ে নিজেদের পঞ্চম শিরোপা ঘরে তুলেছিল চেন্নাই। তালিকায় পরের স্থানে আছেন প্রয়াত কিংবদন্তি লেগ স্পিনার শেন ওয়ার্ন। রাজস্থান রয়্যালসকে ৪১ বছর ২৪৯ দিন বয়সে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি। কিংস ইলেভেন পঞ্জাবকে (এখনকার পঞ্জাব কিংস) ৪১ বছর ১৮৫ দিন বয়সে নেতৃত্ব দেন আরেক কিংবদন্তি অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডাম গিলক্রিস্ট। কনুইয়ে চোট পেয়ে এবারের আইপিএল চিটকে যান চেন্নাইয়ের নিয়মিত অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের। তার জায়গায় বৃহস্পতিবার ধোনিকে নেতৃত্বভার তুলে দেওয়া হয়েছিল। ২০০৮ সালে আইপিএলের শুরু থেকেই চেন্নাইয়ের অধিনায়ক ছিলেন ধোনি। তার নেতৃত্বেই সবকটি শিরোপা জিতেছে দলটি। ২০২২ সালে চেন্নাইয়ের নেতৃত্ব থেকে সরে দাঁড়ান ধোনি। দায়িত্ব দেওয়া হয় রাভিন্দ্রা জাডেজাকে। কিন্তু দল ভালো না করায় মাঝপথে নেতৃত্ব ছেড়ে দেন জাডেজা। আবার নেতৃত্বে ফেরানো হয় ধোনিকে। পরের বছর দলকে পঞ্চম শিরোপা এনে দেন তিনি। ২০২৪ আইপিএলে ফের চেন্নাইয়ের নেতৃত্বে বদল হয়। ধোনির জায়গায় রুতুরাজকে অধিনায়কত্ব দেয় ফ্র্যাঞ্চাইজিটি।

সুখবর! ইতিহাস গড়ে মহিলাদের ফুটবলে ভারতসেরা ইস্টবেঙ্গল

১২ এপ্রিল ঃ মহিলাদের ফুটবলে ভারতসেরা হল ইস্টবেঙ্গল। আর সেটাও এক ম্যাচ বাকি থাকতেই।

শুক্রবার কল্যাণী স্টেডিয়ামে ওড়িশা এফসি'কে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হল লাল-হলুদের মহিলা বাহিনী। ম্যাচের একমাত্র গোল সৌম্য গুগুলোথের। IWL চ্যাম্পিয়ন হয়ে ইতিহাস গড়ল ইস্টবেঙ্গল। সেই সঙ্গে ছাড়পত্র পেল এএফসি ওমেন্স চ্যাম্পিয়ন্স লিগের। গোটা টুর্নামেন্ট জুড়েই অসাধারণ ফর্মে ছিলেন অঞ্জু তামাংরা। ১৩টি ম্যাচের মধ্যে জিতেছে ১১টি। ড্র একটি। হার একটি মাত্র ম্যাচে। সব মিলিয়ে পয়েন্ট ৩৪। টুর্নামেন্ট জুড়ে একমাত্র গোকুলামই সেভাবে টক্কর দিতে পেরেছে। লাল-হলুদ বাহিনীর শেষ ম্যাচ তাদের বিরুদ্ধেই। যাদের এই মুহূর্তে ১২ ম্যাচে পয়েন্ট ২৬। ফলে ইস্টবেঙ্গল ম্যাচ-সহ গোকুলাম দুটি ম্যাচ জিতলেও সুইটি দেবীদের ধরতে পারবে না। এদিন কল্যাণী স্টেডিয়ামে প্রথমার্ধের ফলাফল ছিল গোলশূন্য। ৬৭ মিনিটে মাঝমাঠ থেকে বাড়ানো বলে গোল করেন সৌম্য গুগুলোথ। সেটাই পার্থক্য গড়ে দিল। তারপর ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর মতো সেলিব্রেশন করেন ৭ নম্বর জার্সিধারী সৌম্য। আর এই ম্যাচ হেরে অবনমন হল গতবারের চ্যাম্পিয়ন ওড়িশা এফসি'র। মহিলাদের ফুটবলে ভারতসেরা হয়ে অনন্য নজির গড়ল ইস্টবেঙ্গল। ২০০৩-০৪ মরশুমে জাতীয় লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল লাল-হলুদ বাহিনী। তারপর অবশ্য আই লিগে সাফল্য আসেনি। এদিন মহিলারা চ্যাম্পিয়ন হতেই পুরুষ ও মহিলা উভয় ক্ষেত্রেই দেশের প্রথম সারির টুর্নামেন্টে সেরা হল ইস্টবেঙ্গল। এর আগে অবশ্য গোকুলামও মহিলাদের লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। কিন্তু তারা যখন আই লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়, ততদিনে আইএসএল প্রথম ডিভিশন হয়ে গিয়েছে।

পিএসএল থেকে এক বছরের জন্য নিষিদ্ধ কর্বিন বশ

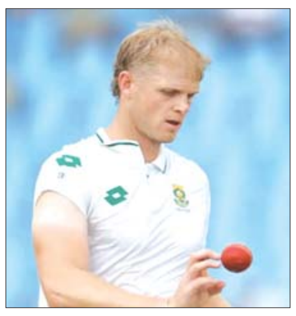

১২ এপ্রিল ঃ পাকিস্তান সুপার লিগ খেলতে চুক্তিবদ্ধ হয়েও ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে খেলার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় দক্ষিণ আফ্রিকার পেস বোলিং অলরাউন্ডার কর্বিন বশকে এক বছরের জন্য নিষিদ্ধ করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড । গত জানুয়ারিতে পিএসএলের ' ক্যাটাগরি থেকে কর্বিন বশকে দলে নেয় পেশোয়ার জালমি। তবে দক্ষিণ আফ্রিকার পেসার লিজাড উইলিয়ামস ইনজুরিতে প।লে আইপিএলে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে খেলার ডাক পান বশ। এরপরই তিনি পিএসএল থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন। বশের এই সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হয় পিসিবি। তাকে আইনি নোটিশ পাঠানোর পর এবার এক বিবৃতিতে জানানো হয়, তাকে ২০২৬ সালের ১১তম আসর পর্যন্ত পিএসএলে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। নিষেধাজ্ঞা মেনে নিয়ে কর্বিন বশ বলেছেন, ' পিএসএল থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্তে গভীরভাবে অনুতপ্ত। পাকিস্তানের জনগণ, পেশোয়ার জালমির সমর্থক এবং পুরো ক্রিকেট সম্প্রদায়ের কাছে আন্তরিকভাবে দু ঃখ প্রকাশ করছি।' তিনি আরও যোগ করেন, 'আমি বুঝতে পারছি, আমার সিদ্ধান্ত অনেককে হতাশ করেছে। আমি আমার ভুল স্বীকার করছি এবং আর্থিক জরিমানা ও নিষেধাজ্ঞা মেনে নিচ্ছি। এটা আমার জন্য বড় শিক্ষা। ভবিষ্যতে নতুন উদ্যম নিয়ে পিএসএলে ফিরতে চাই।'

এদিকে আজ থেকে শুরু হয়েছে পিএসএলের দশম আসর।

ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপকে ফাইনালে আমন্ত্রণ নয় কেন? তোপ সহ-সভাপতি কুণালের

১২ এপ্রিল ঃ ঘরের মাঠে দ্বিমুকুট জয়ের লক্ষ্যে নামছে মোহনবাগান। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের সেই ম্যাচ ঘিরে ফুটছে কলকাতা। কিন্তু সেই হাইভোল্টেজ ম্যাচে থাকবেন না রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। জানা গিয়েছে, আইএসএলের আয়োজক এফএসডিএল বা মোহনবাগান-কেউই তাঁকে আমন্ত্রণ জানায়নি। সেই বিষয়টি নিয়ে অখুশি মোহনবাগানের সহসভাপতি কুণাল ঘোষ। তাঁর বক্তব্য, ক্লাবের তরফে অবশ্যই ক্রীড়ামন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানানো উচিত ছিল। শনিবার বিকেলে বেঙ্গালুরু এফসির বিরুদ্ধে নামছে সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। খেতাবি লড়াইয়ের কয়েকঘণ্টা আগেই এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন কুণাল। সেখানে লেখেন, ' আজ ফুটবলের মহাযজ্ঞ। এফএসডিএল রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে আমন্ত্রণ করেনি। এটা রাজনৈতিক কারণে, এআইএফএফের বিজেপি সভাপতি কল্যাণ চৌবের অঙ্গুলি হেলনে। বাংলার বুকে ফাইনাল, কেন ক্রীড়ামন্ত্রীকে বলা হবে না?' মোহনবাগান সচিব দেবাশিস দত্তের দায়বদ্ধতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন কুণাল। সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, ' আক্ষেপ, খেলবে ভারতসেরা মোহনবাগান, তাদের তরফেও ক্রীড়ামন্ত্রীকে আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ করা হয়নি। ফলে তিনি মাঠে যাচ্ছেন না। ক্লাব সহসভাপতি হিসেবে এই খবর পেয়ে খারাপ লেগেছে, মন্ত্রীকে দু ঃখপ্রকাশ করেছি। ঘরোয়া ফোন

আর আনুষ্ঠানিক সসম্মান আমন্ত্রণ এক নয় বুঝি। মন্ত্রীর পদমর্যাদায় তো নয়ই। তাঁর সিদ্ধান্তবদল হচ্ছে না। সচিবকে জানাচ্ছি। এই আনুষ্ঠানিক সৌজন্যটা ক্লাবের দেখানো উচিত ছিল। যাঁরা আমন্ত্রণ বা টিকিটের বিষযটি দেখছিলেন, একটা ফাঁক থেকে গিয়েছে।' এফএসডিএল রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে আমন্ত্রণ করেনি। এটা রাজনৈতিক কারণে, এআইএফএফের বিজেপি সভাপতি কল্যাণ চৌবের অঙ্গুলি হেলনে। বাংলার বুকে ফাইনাল, কেন ক্রীড়ামন্ত্রীকে বলা হবে না? উল্লেখ্য, যুবভারতীতে বড় কোনও খেলা হলে সাধারণত রাজ্যের প্রতিনিধিদের ডাকা হয়। অতীতে একাধিকবার সেই নজির দেখা গিয়েছে। অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপের মঞ্চে দেখা গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীকে। ডুরান্ড কাপের উদ্বোধনেও আমন্ত্রণ পেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকেও অতীতে বহু খেলায় আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। কিন্তু দেশের সেরা টুর্নামেণ্টের ফাইনালেই তাঁকে ডাকা হল না? প্রসঙ্গত, যুবভারতীতেই কয়েকদিন আগে লিগ শিল্ড জিতেছিল সবুজ-মেরুন। সেদিনও পুরস্কার প্রদান মঞ্চে ব্রাত্য ছিলেন ক্রীড়ামন্ত্রী। কেন তাঁকে আইএসএল কাপের ফাইনালে আমন্ত্রণ করা হল না, সেই নিয়ে উঠছে রাজনৈতিক প্রশ্নও।

গুজরাট শিবিরে ধাক্কা, রাবাডার পর আইপিএল থেকে ছিটকে গেলেন তারকা অলরাউন্ডার

১২ এপ্রিল ঃ কাগিসো রাবাডা ছিটকে গিয়েছেন আগেই। মাত্র দু'টো ম্যাচ খেলে দক্ষিণ আফ্রিকা ফিরেছেন তিনি। এবার তালিকায় যুক্ত হলেন গ্লেন ফিলিপ্স। চোটের কবলে পড়ে গোটা আইপিএল থেকেই ছিটকে গেলেন এই কিউয়ি তারকা। রাজস্থান ম্যাচের আগে এমন খবর গুজরাট শিবিরের কাছে নিঃসন্দেহে ব। ধাক্কা। ৬ এপ্রিল সানরাইজার্স ম্যাচে ফিল্ডিং করার সময়

কুঁচকিতে চোট পান ফিলিপ্স। গুজরাট ফ্র্যাঞ্চাইজি জানিয়েছে, নিউজিল্যান্ডে ফিরে গিয়েছেন এই তারকা অলরাউন্ডার। যদিও তাঁর জায়গায় কাকে নেওয়া হবে, এখনও জানা যায়নি। দলে থাকাকালীন একবারও সুযোগ পাননি তিনি। সানরাইজার্স ম্যাচে পঞ্চম ওভারের পর বদলি হিসেবে নামেন তিনি। সেই ওভারের চতুর্থ বলে বাউন্ডারি আটকাতে গিয়ে কুঁচকির চোটের কবলে প।নে তিনি। সঙ্গে সঙ্গে ডাগ-আউটে ফিরে যান। গুজরাট টাইটান্স এক বিবৃতিতে লেখে, 'তার দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।' রাবাডার বিকল্প নাম এখনও ঘোষণা করেনি গুজরাট। তার উপর দোসর গ্লেনের চোট। এখন দেখার, এই দুইয়ের জায়গায় কাদের দলে নেওয়া হয়। এখন তাদের দলে পাঁচজন বিদেশি খেলোযাড় - শেরফেন রাদারফোর্ড, রশিদ খান, জস বাটলার, জেরাল্ড কোয়েটজি এবং আফগান অলরাউন্ডার করিম জানাত। আপাতত পরপর চার ম্যাচ জিতে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষস্থানে গুজরাট। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, চার ম্যাচ টানা জিতলেও গ্লেন ফিলিপ্সের চোট ভোগাতে পারে শুভমান গিলদের। কারণ দীর্ঘ দিন ধরে চলা কোনও প্রতিযোগিতায় এই ধরনের ক্রিকেটার বড় ভূমিকা নিতে পারেন।

অবৈধ বেটিংয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা অস্বীকার দি মারিয়া ও পারেদেসের

১২ এপ্রিল ঃ ইতালিয়ান সিরি আ-তে অবৈধ বেটিংয়ের তদন্তে অভিযুক্ত হিসেবে আর্জেন্টিনার হয়ে বিশ্বকাপজয়ী আনহেল দি মারিয়া ও লিয়ান্দ্রো পারেদেসের নাম উঠে এসেছে। তাঁদের পাশাপাশি অতীত ও বর্তমানের আরও ১০ জন খেলোয়াড় অভিযুক্ত হয়েছেন। কিন্তু দি মারিয়া ও পারেদেস অবৈধ বেটিংয়ের সঙ্গে নিজেদের সংশ্লিষ্টতা অস্বীকার করেছেন। ইতালির সংবাদমাধ্যম কোরিয়েরে দেওয়া সেরা জানিয়েছে, গত বছর বেটিংয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতায় অভিযুক্ত ও শাস্তি পাওয়া ফুটবলার সান্দ্রো তোনাল্লি ও নিকোলো ফাগিওলির ফোন যাচাই করে দেশটির বিচারক অ্যাথলেটদের একটি নেটওয়ার্ক আবিষ্কার করেছেন, যারা নিয়মের বাইরে বিভিন্নভাবে নিয়মিতই বেটিং করেছে। তোনাল্লি এসি মিলানের সাবেক মিডফিল্ডার। এখন খেলছেন নিউক্যাসল ইউনাইটেডে। গত বছর বেটিংয়ের প্রতি নিজের আসক্তির কথা স্বীকার করেন ২৪ বছর বয়সী এই ফুটবলার এবং সে জন্য ১০ মাস নিষিদ্ধও হন। ফাগিওলি জুভেন্টাস থেকে ফিওরেন্তিনায় এখন ধারে খেলছেন। বেটিংয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতায় গত বছর সাত মাস নিষিদ্ধ হওয়া ফাগিওলি জুভেন্টাসে দি মারিয়া ও পারেদেসের সতীর্থ ছিলেন। বেটিংয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অস্বীকার করেছেন আর্জেন্টিনার হয়ে ২০২২ বিশ্বকাপজয়ী উইঙ্গার দি মারিয়া। আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের জার্সি তুলে রাখলেও বেনফিকার হয়ে খেলা চালিয়ে যাওয়া এই তারকা নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে লিখেছেন, ' প্রতিবেদনগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে স্পষ্ট করতে চাই, আমি কখনো কোনো রকম অবৈধ বেটিং করিনি।' রোমার ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার পারেদেসও নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে লিখেছেন, ' গুঞ্জনের পরিপ্রেক্ষিতে স্পষ্ট করতে চাই, আমি কখনো কোনো ধরনের

অবৈধ বেটিং করিনি এবং এর সঙ্গে নিজেকে জড়াইনি।' কোরিয়েরে দেয়া সেরা জানিয়েছে, ' অধীন থাকা খেলোয়াড়দের কেউই নিজেদের ম্যাচ ছেড়ে দেননি।' সংবাদমাধ্যমটির প্রতিবেদনে আরও জানানো হয়, ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০২৩ সালের অক্টোবরের মধ্যে ' মূলত অন্য সব (বেটিংয়ের বাইরে) বিভাগে খেলেছেন'। এর কারণ হিসেবে সংবাদমাধ্যমটির প্রতিবেদনে বলা হয়, ' বেতনের বাইরে তাঁরা নিজেদের আরও সমৃদ্ধ করতে চাননি, বরং অনুশীলন ক্যাম্পে অবসর সময় কাটাতে তাঁরা এটা করেছেন।'

পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে দুই ফুটবল সমর্থকের মৃত্যু, ম্যাচ বাতিল

দুটি অবৈধ অনলাইন বেটিং প্ল্যাটফর্মে অর্থ বিনিয়োগের অভিযোগ উঠেছে সিরি আ-র খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে। তদন্তকারীদের মতে, মিলানে ' অলংকারের দোকানের তিনজন ব্যবস্থাপক তাঁদের সাহায্য করেছেন' এবং ' বেটিং অ্যাকাউন্টগুলোর হিসাব-নিকাশ ঠিক রাখতে' তাঁরা এই অলংকারের দোকানকে ' হিসেবে ব্যবহার করেছেন। কোরিয়েরে দেয়া সেরা জানিয়েছে, ' আইন লঙ্ঘন দণ্ডের দৃষ্টিকোণ থেকে ব। কোনো সমস্যা না।' ২৫০ ইউরো জরিমানাতেই সব চুকে যেতে পারে। কিন্তু ' জায়গা থেকে শাস্তিটা খেলোয়াড়দের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে'। এই তদন্তে অভিযুক্ত হিসেবে জড়িত অন্যরা হলেন আলেসান্দ্রো ফ্লোরেঞ্জি (এসি মিলান), নিকোলো জানিলো (ফিওরেন্তিনা), মাত্তিয়া পেরিন (জুভেন্টাস), ওয়েস্টন ম্যাককেনি (জুভেন্টাস), রাউল বেলানোভা (তুরিনো), স্যামুয়েল রিচি (তুরিনো), ক্রিস্টিয়ান বুয়োনাইতো (পাদোভা), মাত্তেও কানসেল্লিয়েরি (পার্মা), জুনিয়র ফিরপো (লিডস) এবং টেনিস খেলোয়াড় মাত্তেও জিগান্তে। তাঁদের বাইরেও অ্যাথলেট নন, এমন ১০ জন অভিযুক্ত হয়েছেন।

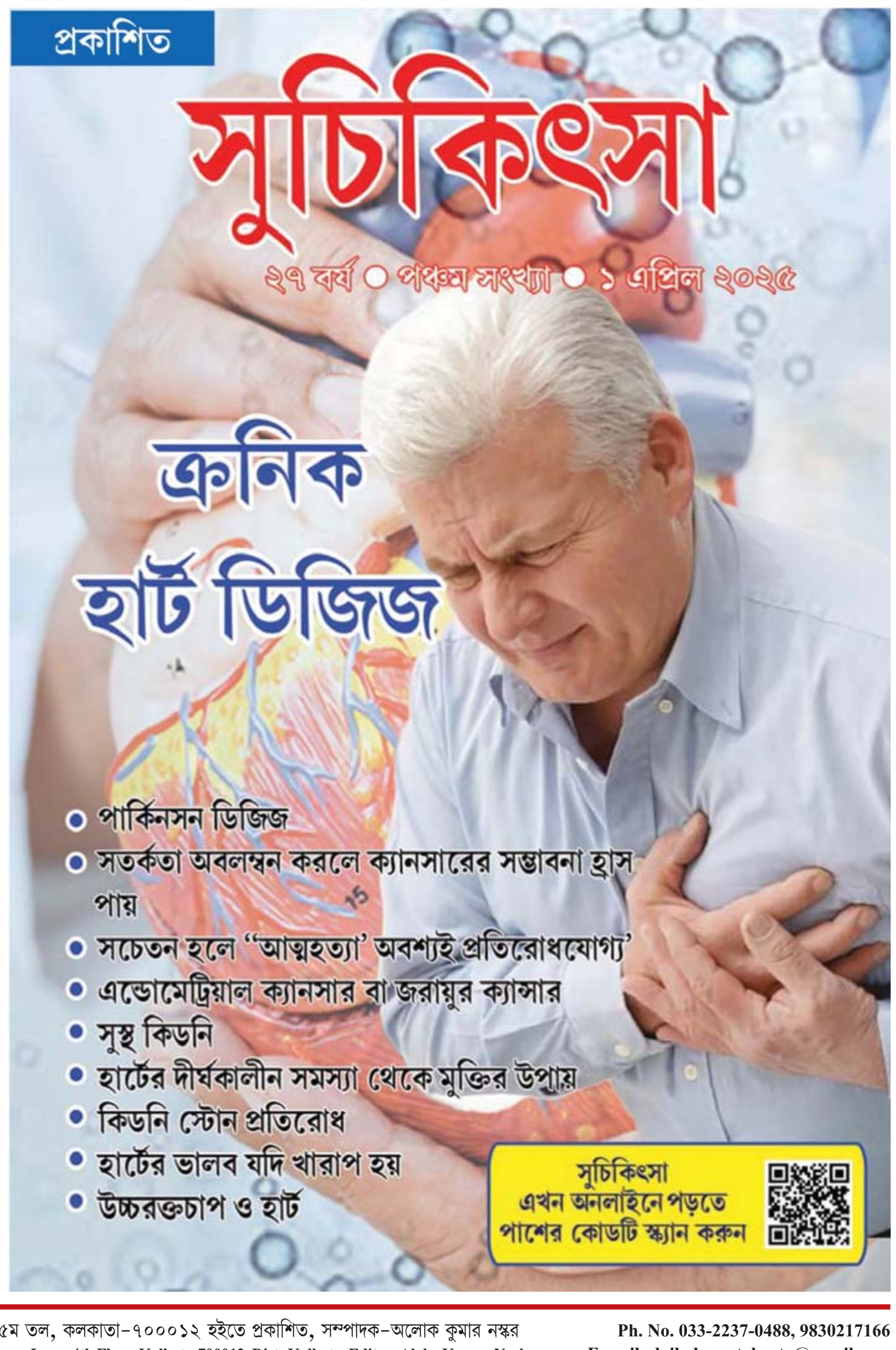

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com